আহমদী

১ম বর্ষ। বৈশাখ—১৩৩২ ১ সংখ্যা

সম্পাদক—গোলাম ছমদানী, বি, এ।

কার্য্যালয়—
২৯ [illegible] ষ্ট্রীট,
পোঃ ইটালী; কলিকাতা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা ৶০ তিন আনা।

বিষয়-সুচী



প্রতিশ্রুত জগদ্‌গুরু মসিহ ও মাহদী হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)

আহ্মদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"——————এলহাম, হজরত মসিহ্ মউদ।

১ম বর্ষ। } বৈশাখ—১৩৩২। { ১ম সংখ্যা।

আত্মকথা।

বাঙ্গালার নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন উন্নত করাই আহ্‌মদীর প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর তাহা বাঙ্গালী-জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আহ্‌মদী প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে নির্ভীক ও তেজস্বী লেখকগণের সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া জীবন্মৃত বাঙ্গালী জাতির জমাটবাঁধা ভুল ও কুসংস্কার দূর করিবার পথে আহ্‌মদী কখনও লোকমতের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইবে না।

নীতি, ধর্ম্ম বা সমাজ-সম্বন্ধে শুধু সারগর্ভ উপদেশ দান করিলেই যথেষ্ট হয় না। একজন আদর্শ পুরুষের জীবন একটা জাতির প্রাণে কর্ম্মের যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আনয়ন করিতে পারে শত সহস্র পণ্ডিতের উপদেশ তাহার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। করুণা-ময় আল্লাতালা যুগে যুগে আদর্শ মহাপুরুষ আবির্ভূত করেন; এই যুগেও একজন আদর্শ পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য নাম হজরত মির্জা গোলাম আহমদ। তিনিই মুসলমানের মাহদী-মসিহ, খৃষ্টানদের প্রতিশ্রুত মেসিয়াহ (Messiah), হিন্দুদের কৃষ্ণ বা কল্কী, বৌদ্ধদের বুদ্ধ-মৈত্রী এবং পার্শীদের হুশীদার। ফলতঃ বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত আছে তিনিই সেই প্রতিশ্রুত জগদ্গুরু। আহ্‌মদী জগদ্গুরু হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলায়হেচ্ছালামের সহিত পাঠকগণের সম্যক পরিচয় করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার দাবী, শিক্ষা ও পুণ্যময় জীবনী সাধারণের গোচরীভূত করা আহ্মদীর সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

বিশাল বাঙ্গালা দেশে প্রায় পাঁচ কোটী মুসলমানের বাস। অথচ মুসলমানী ভাষা না জানার জন্য বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। পবিত্র কোরআনের বিধান, হজরত রছুলে করিমের (দঃ) আদর্শ জীবনী ও এসলামের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালার এই অভাব দূর করা আহ্‌মদীর তৃতীয় উদ্দেশ্য। আনুসঙ্গিক এসলাম সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে তাহাও দূর করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করা হইবে। এসলাম সম্বন্ধে যে কোন সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দান করা আহ্‌মদীর আর একটী উদ্দেশ্য।

মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য সামান্য সামান্য ব্যাপারে ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে

শোচনীয় দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে। উদারনীতিপূর্ণ এসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া তোলা আহ্‌মদীর আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন বলিতে যাহা বুঝায়, আহ্‌মদী তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকিবে। অবশ্য ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয়তা দূর করিবার জন্য যাহাকিছু বিশ্বমানবতার হিসাবে সঙ্গত ও ন্যায্য তাহা বলিতে আহ্‌মদী কখনও ইতস্ততঃ করিবে না।

অতীতের গৌরব কাহিনী লইয়া যতই শ্লাঘা করি না কেন, বর্ত্তমান মুসলমান আর সে জগৎবরেণ্য মুসলমান নহে। মুসলমানের আদর্শে আজ কেহই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে না। মুসলমানই আজ ইউরোপের আদর্শে জাতীয়তা হারাইয়া ক্রমশঃ কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ভারতও আর সে মুনি ঋষির দেশ নহে। উন্নত হিন্দু বলিতে আজ আর কেহ বেদান্তরত্ন বা স্মৃতিরত্ন বুঝে না; ব্যারিষ্টার বা পি, এইচ, ডি, বুঝিতে হয়। মুসলমানের এই শোচনীয় দুর্গতির কারণ শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর আত্মকলহে নিমগ্ন থাকা, হিন্দুর অবনতির কারণ স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ইতর উন্নত প্রভৃতি সামাজিক জটিল বন্ধন। মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনরায় বর্ত্তমান যুগের নবী হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) নেতৃত্বে এক জাতিতে গঠিত করা এবং হিন্দুসমাজের বৈষম্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে মুক্ত বাতাসে আনয়ন করা আহ্‌মদীর আর একটি উদ্দেশ্য।

আহ্‌মদী নাম শুনিয়া হয় ত অনেকেই আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতা দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন। সাম্প্রদায়িকতা অর্থে যদি কতকগুলি সমভাবাপন্ন লোকের এক যোগে কাজ করা বুঝায়, তাহা হইলে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। এক উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা কোন প্রকারে দোষণীয় নহে বরং উন্নতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ। সাম্প্রদায়িকতা বলিতে যদি যুক্তিতর্ক বিসর্জ্জন করিয়া জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের অন্ধ ওকালতী বুঝায়, আমরা নিবেদন করিতেছি যে এই প্রকার দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা হইতে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। হিন্দুর সন্তান হিন্দু, খৃষ্টানের সন্তান খৃষ্টান বা মুসলমানের সন্তান মুসলমানের পক্ষে পিতা পিতামহের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার সমর্থনের জন্য এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা আবশ্যক। যাহা সত্য, তাহা গ্রহণ করিব, যাহা মিথ্যা তাহা বিসর্জ্জন করিব, এই আদর্শ লইয়া যাহারা সকল প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে প্রস্তুত তাহারা কখনও দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা দোষে দোষী হইতে পারে না। দীর্ঘ আলোচনার পর যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে, আহ্‌মদী তাহাই প্রকাশ করিবে। অবশ্য বিরুদ্ধবাদীর যুক্তিতর্কের জন্য আহ্‌মদীর পৃষ্ঠা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে।

অবশেষে আমাদের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্য আল্লাতালার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি, অজ্ঞতার জন্য তাঁহার নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করি। হে বিশ্বপালক প্রভু, তোমারই মহিমা ঘোষণা করা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। শত মত, শত পথের মধ্যে যেটি সত্য তাহা আমাদিগকে দেখাও। অনুমান ও যুক্তিতর্কের আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দাও। আমরা যেন বাঙ্গালী-জীবনে সত্যের প্রেরণা জাগাইতে পারি। আমীন।

এলাহীর সাহায্য।

(হজরত মসিহ মউদের উর্দ্দু কবিতার বঙ্গানুবাদ)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

পুণ্যচেতা বান্দা পাশে
খোদার আশীষ আসে নেমে'।
আস্‌লে নেমে' মানুষ দেখে
নূতন সৃজন খোদার প্রেমে!
খোদার সহায়তার বাতাস
উড়ায় পথের তৃণধূলি,
বহ্নিশিখায় জ্বলায় হঠাৎ
বিরোধীদের বিরোধ বুলি;

কভু বা সে' বজ্র হোয়ে
শত্রুশিরে আঘাত হানে,
কখনো বা তাদের পরে
উদ্দাম স্রোত-তুফান্ আনে;
মানুষ নারে বাধা দিতে
এম্নি কৃপা যখন আসে,
সৃষ্ট সে জীব কত ছোট,
বলো,—সৃজনকারীর পাশে।

রোজা।

[মহম্মদ আবদুল হাফিজ]

প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নরনারীর প্রতি রোজা রাখা আল্লার আদেশ। দুঃখের বিষয় বহুশিক্ষিত মুসলমান রোজা রাখেন না। আরও ঘোরতর আক্ষেপের বিষয়, আজীবন ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন বহু শিক্ষিত মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদিগের প্রতি 'সহানুভূতি' পরবশ হইয়া রোজার 'ভয়াবহ কঠোরতা' দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। ইহাদের ধর্ম্ম সংস্কারের প্রয়াস দেখিয়া যুগপৎ হাসিও পায়, কান্নাও আসে। অন্ধের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ, বন্ধ্যানারীর প্রসব কাহিনী এবং এই শ্রেণীর ধর্ম্মসংস্কারকগণের উপদেশ একই শ্রেণীর অন্তর্গত।

নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, এই চারিটি এসলামের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মবিধান। মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য ইহাদের প্রভাব ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে কার্য্যকরী। প্রত্যেকটিই উন্নতির পথে অগ্রগামী করে। সকলগুলি মিলিয়া উন্নতির সীমায় পৌছাইয়া দেয়। যাহারা নামাজ পড়ে না তাহারা রোজার পূর্ণ উপকার লাভ করিতে পারে না। রোজার উপকার সম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য নামাজী হওয়া আবশ্যক।

নামাজ কি? পার্থিব ক্রিয়াকলাপ-মগ্ন প্রাণে আল্লার স্মৃতি জাগরূক করা, আত্মার উন্নতি করিব বলিয়া বার বার আল্লার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, স্বীয় অক্ষমতার জন্য বার বার আল্লার নিকট শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করা এবং জানি না বুঝি না বলিয়া কাতরতার সহিত আল্লা হইতে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রার্থনা করাই এসলামী নামাজ। নামাজী শতবার প্রতিজ্ঞা করে, মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃ সহস্রবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। ইহাই নামাজীর জীবন।

কে বলিতে পারেন, তিনি নামাজের সময় যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহা কখনও ভঙ্গ করেন না ?

মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দূর করাই রোজার প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষুধায় কাতর অথচ আহার্য্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আল্লার নিষেধ বলিয়া আহার না করা, দারুণ গ্রীষ্মে গলা শুকাইয়া যাওয়া সত্ত্বেও আল্লার নিষেধ বলিয়া জলপান না করা, সারাদিন অনাহারের পর আহার করিবামাত্র শরীর অবশ ও নিদ্রালু হইয়া পড়া সত্ত্বেও ঘুমাইতে না যাইয়া দীর্ঘ নামাজে বহু সময় অতিবাহিত করা, আল্লার প্রীতির জন্য বাসনা কামনা ও শারীরিক অবসাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ একমাস ধরিয়া অবিরাম যুদ্ধ করা কতখানি মানসিক বল ও ধর্ম্মপ্রাণতা আনয়ন করে তাহা একমাত্র রোজদারই পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারে। বাসনা কামনার দাস সংসার মায়ামুগ্ধ নরকের কীট তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ? পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাণ্ডিত্য জড়বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম রহস্য উদ্ঘাটনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সে কি বুঝিতে পারে ? এখানে আসিয়া তাহার অনধিকার চর্চ্চা কোন মতেই সমীচীন নহে।

হজরত এমাম মাহ্‌দী আঃ বলিয়াছেন "আত্মার পবিত্রতার জন্য অল্প আহার করা এবং তৃষ্ণা সহ্য করা অতি আবশ্যক। ইহাতে "কাশ্‌ফি তাকত" (সূক্ষ্মদর্শন শক্তি) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু রুটি খাইয়াই জীবনধারণ করিতে পারে না, আধ্যাত্মিক খাদ্যও আবশ্যক, অনন্ত জীবনের প্রতি উদাসীনতা আল্লার অভিসম্পাত টানিয়া আনে।"

রোজার আরও বহু উপকার আছে। রোজাদার ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্য দিয়া আহার্য্য ও পানীয় যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার করুণাময় রূপ ধ্যান করিতে থাকে, মানবের বিশ্বভ্রাতৃত্ব উপলব্ধি করে, অভাবগ্রস্তের অভাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত করিতে থাকে, সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে থাকে।

শুধু পানাহার ত্যাগ করিলেই রোজা হয় না। রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া শুধু অনাহারে থাকিলে কোনও ফল হয় না। বৎসরের এগার মাস যাহা নিষিদ্ধ নহে, রমজান মাসের রাত্রেও যাহা নিষিদ্ধ নহে, তাহা পরিত্যাগ করা তখনই সার্থক হইতে পারে যখন বার মাসের নিষিদ্ধ কাজগুলি পরিত্যাগ করা হয়। কুচিন্তা বা কুকার্য করিলে রোজা হয় না। রোজা রাখিয়া যে ব্যক্তি কাহাকেও অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, তাহার রোজা হয় না। "শুধু আহার পরিত্যাগ করা রোজার উদ্দেশ্য নহে। আল্লার স্মরণে নিবিষ্ট থাকাই রোজার উদ্দেশ্য। হজরত রছুলে করিম দঃ রোজার মাসে অত্যন্ত আল্লার উপাসনা করিতেন। পানাহারের ঝঞ্ঝাট না থাকার জন্য রোজার সময় যে অধিক অবসর পাওয়া যায় তাহা আল্লার স্মরণে কাটান উচিত।"

অনেকে আপত্তি করেন, রোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর। জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কাজে কষ্ট নাই ? যে কাজের গুরুত্ব যত অধিক তাহা তত অধিক কষ্টকর। কোন কাজ কষ্টকর হইলেই লোকে তাহা পরিত্যাগ করে না। তাহার আবশ্যকতা কতটুকু তাহাই চিন্তা করিতে থাকে। কষ্টকর বলিয়া রোজা সম্বন্ধে আপত্তি করা অর্থ রোজার মহিমা সম্বন্ধে ঘোর মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নহে। আমরা স্বীকার করি, রোজা কষ্টকর, কিন্তু অসাধ্য নহে। যাহারা রোজার মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারা কষ্টের মধ্য দিয়া মহা সুখ অনুভব করে এবং রোজা শেষ হইয়া গেলে 'ঈদ' করিয়া আনন্দ ব্যক্ত করে।

রোজা কষ্টকর কিন্তু অসাধ্য নহে। কোটি কোটি লোক রোজা রাখিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে কাহার রোজা রাখা অসাধ্য, আল্লাতালা তাহা জানেন এবং তিনি তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। রোগী ও প্রবাসী রমজান মাসে রোজা না রাখিয়া সুযোগমত অন্য সময় রাখিতে পারেন। যাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধ বা দুরারোগ্যে ভুগিতেছে তাহাদের রোজা রাখিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। অবশ্য সঙ্গতি থাকিলে এই শ্রেণীর লোকদিগের দরিদ্রভোজন করান উচিত।

হজরত মসিহ মউদ বলিয়াছেন "একদা আমার মনে প্রশ্ন উপস্থিত হইল, রোজা রাখিতে যাহারা অক্ষম, তাহাদের দরিদ্র ভোজন করাইবার সার্থকতা কি ? বুঝিতে পারিলাম, রোজা রাখিবার শক্তি পাইবার উদ্দেশ্যেই দরিদ্র ভোজন

চলাইবার বিধি আছে। আল্লাতালাই শক্তিদাতা। প্রত্যেক কাজের জন্যই তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করা উচিত। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও তিনি রোজা রাখিবার শক্তি দান করিতে পারেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহাকে আল্লার নিকট প্রার্থনা করা উচিত, "হে এলাহি (উপাস্য), এ তোমার পবিত্র মাস, আমি বঞ্চিত রহিলাম। জানি না আগামী বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিব কি না, এই মাসের রোজা অন্য সময়ে পূর্ণ করিতে পারিব কিনা। আমার বিশ্বাস, এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাতালা শক্তি দান করিবেন।"

রোজা রাখিলে আমার অমুক অসুখ হইবে বলিয়া যাহারা কাপুরুষতা বশতঃ অহেতুক আল্লার আদেশের বিকল্পের (saving clause) আশ্রয় লয়, তাহাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত, আল্লার নিকট খোঁড়া ল্যাংড়া ওজর চলিবে না, মৌলবী ছাহেবকে বা সমাজকে ঠকান যায়, আল্লাকে ঠকান যায় না। যাহারা বাস্তবিকই ধর্ম্মভীরু, রমজান মাসের প্রতীক্ষায় থাকে; রমজানের চাঁদ যাহাদের প্রাণে আনন্দ আনয়ন করে, তাহারা অসুস্থতার জন্য রোজা রাখিতে অসমর্থ হইলেও আল্লার নিকট তাহাদিগকে কোন প্রকারে আধ্যাত্মিক সম্পদে দীন মলিন বেশে দাঁড়াইতে হইবে না। আল্লার অনুগ্রহে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি একটুও কম হইবে না।

হজরত আহমদ আঃ বলিয়াছেন, "আমি যখন ছয় মাস ধরিয়া রোজা রাখিতেছিলাম, তখন একদা "কাশফের" মধ্যে অনেক পয়গম্বর একযোগে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'তুমি শরীরের প্রতি এত কষ্ট দিতেছ কেন? বাহিরে এস।' এই প্রকারে মানুষ যখন আল্লার উদ্দেশ্যে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে তখন আল্লাতালা মা বাপের ন্যায় সহানুভূতি করিয়া তাহাকে বলে, তুমি এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ কেন? কিন্তু যে ব্যক্তি অহেতুক আল্লার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করিতে চায় না, আল্লা তাহাকে অন্য কোন শ্রম-জনক কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আল্লার উদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করে, আল্লা তাহার কষ্ট দূর করিয়া দেন। দেহের প্রতি মানুষের ভালবাসা মানুষকে নরকে ঠেলিয়া লইয়া যায়, আল্লার ভালবাসা মানুষের জন্য স্বর্গ আনয়ন করে। এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের গল্প স্মরণ কর। যে ব্যক্তি আগুনে পড়িতে প্রস্তুত আল্লা তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি আগুন হইতে বাঁচিতে চায়, আল্লা তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করেন। আল্লার পথে যে কোন বিপদ বা পরিশ্রম আসে তাহা হইতে দূরে থাকিতে না চাওয়াই তাহার নিকট আত্ম-সমর্পণ বা এসলাম।"

আহ্মদীয়ত।

[আবদুল লতিফ—অধ্যাপক, চট্টগাম কলেজ।]

হজরত রছুলে করিম (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন,

خير هذه الامة اولها و آخرها - اولها فيهم رسول الله و آخرها فيهم عيسى ابن مريم و بين ذلك نهج اعوج - ليسوا منى و لست منهم

"এই উম্মতের (জাতির) প্রথম ও শেষ সম্প্রদায় উৎকৃষ্ট। প্রথম সম্প্রদায়ে আল্লার রছুল আছেন এবং শেষ সম্প্রদায়ে ঈসা এবনে মরিয়ম থাকিবেন। এতদুভয়ের মধ্যে বহু কুটিল (পথভ্রষ্ট) সম্প্রদায় থাকিবে যাহারা আমা হইতে নহে এবং আমিও তাহাদের নহি।" (কন্জল্ আমাল ৭ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)। এই হাদিসে উল্লিখিত এবনে মরিয়ম সম্বন্ধে হাদিস গ্রন্থ সমূহে আরও বহু উক্তি পাওয়া যায় আর একটি হাদিসে আছে كيف تهلك امة انا اولها و عيسى ابن مريم آخرها 'এই উম্মত কি প্রকারে বিনষ্ট হইতে পারে যাহার প্রথমে আমি আছি এবং শেষে ঈসা এবনে মরিয়ম থাকিবেন।" (কন্জল্ আমাল ৭ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)।

আহ্‌মদীয়ত কোন নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) দাবী এই যে তিনিই হাদিস গ্রন্থ সমূহে উল্লিখিত ঈসা এবনে মরিয়ম এবং তিনিই প্রতিশ্রুত এমাম মাহদী। তাঁহার আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য জগতে মৌলিক ইসলাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুসলমান দিগকে খাঁটি মুসলমান করা, তাহাদের মধ্যে (রছুলে করিমের দঃ ছাহাবা) প্রাথমিক মুসলমান দিগের ন্যায় জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করা এবং বর্ত্তমান জড়বাদের বিষময় পরিণাম ধর্ম্মহীনতা হইতে জগৎবাসীকে উদ্ধার করিয়া সনাতন ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা। এই মহামহিম উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কুটিলতার যুগ হইতে মুসলমানদিগের মধ্যে যে সকল কুবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা দূরীভূত করিয়া হজরত রছুলে করিমের প্রচারিত ও প্রাথমিক মুসলমানগণের অনুসৃত মৌলিক ইসলাম পুনঃ প্রচার করাই সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক। হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আল্লার আদেশে ঐশীবাণীর অভ্রান্ত আলোকের সাহায্যে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত করিয়াছেন এবং শত সহস্র অলৌকিক কার্য্যের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তঃকরণ হইতে পাপপঙ্কিলতা দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে আল্লার পথে ধাবিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্যই আল্লাতালা তাঁহাকে ‘মাহদী’ বা ‘ভগবৎপরিচালিত’ উপাধি দান করিয়াছেন। হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) দ্বিতীয় প্রধান কার্য্য বিধর্ম্মীগণের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করা এবং যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া তাহাদের কুবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা। বর্ত্তমান জগতের সমুদয় ধর্ম্মের কুবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আল্লাতালা তাঁহাকে অসাধারণ শক্তিদান করিয়াছিলেন। এতদনুসারে তাঁহাকে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জোরাস্তর, মুসা, ঈসা প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিধর্ম্মীগণের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে খৃষ্টানগণই সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। খৃষ্টান পাদরীদিগের প্রভাব খর্ব্ব করা হজরত আহমদের দ্বিতীয় কার্য্যের শ্রেষ্ঠতম অংশ। এই জন্য তাঁহাকে বার বার ঈসা এবনে মরিয়ম বলা হয়। বর্ত্তমান খৃষ্টান প্রভাব সম্বন্ধে হাদিস গ্রন্থ সমূহে বহু উক্তি আছে। পবিত্র কোর্‌আনেও এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইসলামের ইতিহাসে খৃষ্টান প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এই প্রভাব খর্ব্বকারীকে হাদিসে বার বার ঈসা এবনে মরিয়ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

‘ঈসা এবনে মরিয়ম’ ও ‘এমাম মাহদী’ একই মহাপুরুষের দুই উপাধি মাত্র। এবনে মাজা গ্রন্থের হাদিস ولا المهدى الا عيسى, প্রতিশ্রুত ঈসা ব্যতীত প্রতিশ্রুত মাহদী আর কেহ নহেন এবং মসনদে আহমদ এবনে হাম্বল গ্রন্থের হাদিস يوشك من عاش فيكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا و حكما عدلا الخ ‘সম্ভবতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহারা ন্যায়বান্ বিচারক ও এমাম মাহদী (ভগবৎপরিচালিত নেতা) ঈসা এবনে মরিয়মকে দেখিবেন”— এই উভয় হাদিস হইতেই প্রমাণিত হয় যে ‘ঈসা এবনে মরিয়ম’ ও ‘এমাম মাহদী’ একই ব্যক্তি।

‘কুটিল-যুগে’ ‘ঈসা এবনে মরিয়ম’ ও ‘এমাম মাহদী’ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ও অলীক ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। এই যুগের বহু আলেম ‘ঈসা এবনে মরিয়ম’ ও ‘এমাম মাহদী’কে দুই জন পৃথক মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহারা বলেন ইস্রাইল বংশীয় শেষ নবী হজরত ঈসাই (আঃ) মুসলমানদিগের জন্য প্রতিশ্রুত ‘ঈসা এবনে মরিয়ম’। খৃষ্টানদিগের ন্যায় তাহারাও মনে করেন যে যীশুখৃষ্টকে সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। তিনি আজ পর্য্যন্ত অজর অমরভাবে অপরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় আকাশে বাস করিতেছেন এবং কেয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া এমাম মাহদীর সহিত একযোগে বিধর্ম্মীগণের বিরুদ্ধে তরবারীযুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। তাঁহারই হস্তে ভীমবিশালমূর্ত্তি একচক্ষুহীন দজ্জাল নিহত হইবে।

এই সকল ধারণার কোন ভিত্তি নাই। কোরআন ও হাদিস শরিফের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় এই সকল ভিত্তিহীন কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম ও শেষ যুগের এমাম মাহদী একই ব্যক্তি। প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের সেই ইস্রাইল-বংশীয় ঈসা এবনে মরিম

বা যীশুখৃষ্ট নহেন। ইস্রাইল-বংশীয় ঈসা এবনে মরিয়ম বা যীশুখৃষ্ট ক্রুশের ঘটনার অনেক পরে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় মরজগতের স্বাভাবিক নিয়মে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোরআন শরীফের توفّى ও متوفيك শব্দদ্বয় স্পষ্টরূপে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে। কারণ توفّى ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা যখন আল্লাতালা বা তাঁহার দূত (ফেরেস্তা) হন এবং কর্ম্ম যখন কোন জীব হয়, তখন ইহার অর্থ মৃত্যু বা আত্মার দেহত্যাগ ব্যতীত আর কিছু হয় না। অবশ্য রূপক অর্থে কোন কোন স্থলে নিদ্রা বুঝায়। কিন্তু কোন শব্দের ধাতুগত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া রূপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ না দর্শাইয়া রূপক অর্থ গ্রহণ করা যায় না, ধাতুগত অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং توفّى শব্দ মৃত্যুই বুঝায়।

হাদিস শরিফে ঈসা এবনে মরিয়মের 'নাজিল' হইবার কথা আছে। 'নাজিল' অর্থ আকাশ হইতে অবতরণ বুঝায় না। আরবী ভাষায় পথিক মুসাফেরকে نزول বা অবতরণকারী বলা হয়, পান্থনিবাসে উপস্থিত হওয়াকে নাজিল হওয়া বলা হয় এবং পান্থনিবাসকে منزل মঞ্জেল বলা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় মহাপুরুষদিগকে অবতার বলা হইয়া থাকে। নজুল শব্দের সহিত কোথাও আকাশ শব্দের উল্লেখ নাই। এমাম বোখারীর হাওলা দিয়া এমাম বহেকী স্বীয় হাদিস গ্রন্থে এবনে মরিয়ম সংক্রান্ত একটি হাদিসে من السماء বা 'আকাশ হইতে' লিখিয়াছেন। কিন্তু এমাম বোখারীর মূল হাদিসে من السماء বা 'আকাশ হইতে' শব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে من السماء মূল হাদিসের অংশ নহে; ইহা এমাম বহেকীর স্বীয় ধারনানুযায়ী ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছু নহে। আবার এমাম জালালুদ্দিন সিউতি দুর্‌রে মনস্থুর در منثور গ্রন্থে এই হাদিসটি আহমদ, বোখারী, মোসলেম এবং এমাম বহেকীর হাওলা দিয়া লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি من السماء শব্দের ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং نزول নজুল শব্দে আকাশ হইতে নামিয়া আসা বুঝায় না, মাত্র আবির্ভাব হওয়াই বুঝায়।

কোরআন শরিফে হজরত ঈসা এবনে মরিয়ম সম্বন্ধে رفع শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্তোলন বুঝা যায় না। বরং মৃত্যুর পর তাহার আত্মা নরকে যায় নাই, স্বর্গারোহণ করিয়াছে এবং আল্লাতালার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। কোন মৌলবী ছাহেব তাহার ব্যাখ্যার পরিপোষক, এমন কোন আয়াত (verse) উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতে পারেন না যেখানে رفع ক্রিয়া পদের কর্ত্তা আল্লাতালা, কর্ম্ম কোন জীব এবং তাহার অর্থ সশরীরে আকাশে উত্তোলন করা বুঝায়। পরন্তু যখন কোরআন অনুযায়ী ইস্রাইল বংশীয় ঈসা এবনে মরিয়ম (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন এবং মৃত ব্যক্তি কখনও পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না, তখন তিনি কি প্রকারে পুনরায় পৃথিবীতে আসিতে পারেন? সুতরাং ইস্রাইল বংশীয় ঈসা ও মহম্মাদী ঈসা দুইজন স্বতন্ত্র মহাপুরুষ।

বোখারী শরিফে ইস্রাইল-বংশীয় ঈসা ও শেষযুগের প্রতিশ্রুত ঈসার স্বতন্ত্র হুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইস্রাইল বংশীয় ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বোখারী শরিফে আছে

واما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر الخ - بخارى
جلد ٢ - صفحة ١٧٢ ۔

শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আছে

فاذا رجل آدم كاحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب
لمته بين منكبيه - بخارى - جلد ٢ صفحة ١٠

এই দুই হাদিস হইতে দেখা যায় ইস্রাইলী ঈসা (আঃ) লালবর্ণ, প্রশস্ত বক্ষ ও কুঞ্চিত কেশ ছিলেন এবং প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) গোধুম বর্ণ, সরল কেশ ও দীর্ঘকায় হইবেন।

হাদিস শরিফে প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়মকে امامكم منكم বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তিনি তোমাদের মধ্য হইতে (মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া) তোমাদের নেতা হইবেন। ইস্রাইলী ঈসা (আঃ) ইস্রাইল জাতির শেষ নবী ছিলেন। তাঁহার নবুয়ত মহম্মাদী নবুয়তের প্রদীপ হইতে জ্বালিত হয় নাই—তিনি হজরত মহম্মদের (দঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া আল্লার অনুগ্রহ আকর্ষণ করতঃ বুরুজী বা জিল্লী নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং তিনি যদি আবার কোন কালে

পৃথিবীতে আগমন করিয়া আল্লার মহিমা ঘোষণা করেন তাহা হইলে তিনিই শেষ নবী হইবেন এবং হজরত মহম্মদের খত্‌ম-নবুয়ত (ختم النبوت) ভাঙ্গিয়া যাইবে। কারণ নবুয়ত কখনও কোন নবী হইতে কাড়িয়া লওয়া যায় না। হজরত মহম্মদের শিষ্য হইয়া (উম্মতি-রূপে) থাকিলেও হজরত ঈসার নবুয়ত খসিয়া পড়িবে না। এই প্রকার ধারণা করা শরীয়ত বিরুদ্ধ। হজরত মোল্লা আলী কারী এমাম জালালুদ্দিন সিউতির হাওলা দিয়া লিখিয়াছেন যে ঈসা এবনে মরিয়মের নবুয়ত খসিয়া পড়ার ধারণাকারী নিশ্চয়ই কাফের। আল্লামা সিউতি বলেন, যেহেতু ঈস্রাইলী ঈসা এবনে মরিয়ম নবী ছিলেন, জীবিত অবস্থা। বা মৃত্যুর পর তাহা কখনও খসিয়া পড়িতে পারে না, (হুজাজুল কারামা, ৪৩ পৃঃ)। মৃত্যুর পরও যদি নবুয়ত খসিয়া পড়া অসম্ভব হয়, তবে উম্মতে মহম্মদীর মধ্যে প্রবেশ করার পর হজরত ঈসার (আঃ) নবুয়ত কি প্রকারে খসিয়া পড়িতে পারে? সুতরাং যদি তিনি দ্বিতীয় বার আগমণ করেন, হজরত রছুলে করিমের খতম-নবুয়ত (শেষ নবী হওয়া) ভাঙ্গিয়া তিনিই শেষ নবী হইবেন। (নাউজ বেল্লাহ মেন জালেকা; আল্লাহতালা আহমদী মুসলমানদিগকে এই প্রকার ধারণা হইতে দূরে রাখুন।)

কুটিল যুগের আলেমগণ এমাম মাহদী সম্বন্ধে আরও বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা বলেন, এমাম মাহদীর নাম মহম্মদ, পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমেনা হইবে। তিনি সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহন করিবেন, মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়া মক্কায় প্রকাশিত হইবেন, রোম সাম্রাজ্য জয় করিবেন, তরবারী যুদ্ধ করিয়া জগতের সমুদয় বিধর্ম্মীদিগকে বলপূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন বা তাহাদের প্রাণবধ করিবেন, সসাগরা বিশ্বে মুসলমান দিগের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাঁহার সময় এক অতি অদ্ভুত ও বিশালকায় একচক্ষু দজ্জাল এমন একটা প্রকাণ্ড গাধায় চড়িয়া বাহির হইবে যাহার দুই পা অস্তাচলে এবং দুই পা উদয়গিরিতে থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমুদয় ধারণার মূলে যে সকল হাদিস আছে তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কুটিল-যুগের ওলামাগণ একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে উম্মতে মহম্মাদীয়ার মধ্যে মাত্র একজন মাহদী হইবেন। এই ধারণা অনুযায়ী হাদিস শরিফে মাহদী সম্বন্ধে যত উক্তি আছে তৎসমুদয় শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মাহদীর প্রতি আরোপ করিয়াছে। বস্তুতঃ হাদিস শরিফে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাহদীর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। মাহদী শব্দের অর্থ আল্লাতালার দিক হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত বা ভগবৎ পরিচালিত। হাদিস শরিফে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী প্রভৃতি ছাহাবাগণকেও মাহদী বলা হইয়াছে। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে হাদিস শরিফে মাহদী সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরস্পর এমন বিপরীত ভাবাপন্ন যে এক ব্যক্তির মধ্যে কখনও সমুদয় লক্ষণগুলি পাওয়া যাইতে পারে না। কোন হাদিসে আছে মাহদী বিবি ফাতেমার বংশধর হইবেন। কোন হাদিসে আছে মাহদী আব্বাসীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। আবার কোন হাদিস অনুসারে মাহদী উম্মিয়া বংশীয় হইবেন। একই ব্যক্তি তিন বংশে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন? সুতরাং এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বোধ হয় যে এই উম্মতে ভিন্ন ভিন্ন মাহদী আবির্ভূত হইবেন এবং মাহদী একজন নহেন। হাঁ, শেষ যুগের প্রতিশ্রুত এমাম মাহদী একজন এবং তিনি প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম ব্যতীত আর কেহ নহেন। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মাহদী সংক্রান্ত হাদিসগুলির মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় তাহা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু মাত্র একজন মাহদী স্বীকার করিলে কতকগুলি হাদিস গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় হাদিস বর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই কারণে প্রসিদ্ধ আলেম-গণ ভিন্ন ভিন্ন মাহদী স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নাম মহম্মদ ও পিতার নাম আবদুল্লা, এই প্রকারের বহু মাহদী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হাসানী সৈয়দবংশে মহম্মদ বিন্ আবদুল্লাহ নামক একজন পবিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে মাহদী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে (হুজাজুল কারামা)। আব্বাসীয় বংশে মনসুর উপাধিধারী একজন খলিফা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ।

তাঁহাকেও মাহদী বলা হইয়াছে। (সাওয়ায়েকে মহরেকা) আর যে মাহদীর মদীনাতে জন্মগ্রহণ করিয়া মক্কায় আসিয়া প্রকাশ পাইবার প্রবাদ আছে, সেই মাহদী হজরত আবদুল্লাহ এব্‌নে জুবায়েরকেই সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তিনি অস্বীকার করা সত্ত্বেও লোকে তাঁহার হাতে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে খলিফা মনোনীত করা হইয়াছিল। যে মাহদী বিবি ফাতেমার বংশধর হইবেন বা সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া কোন কোন হাদিসে উল্লেখ আছে সেই মাহদীও ভিন্ন ভিন্ন লোক হইয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আবদুল্লাহ মহজের মহম্মদ নামক পুত্রও সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন এবং সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানীরও পিতৃপক্ষ হাসানী সৈয়দ এবং মাতৃপক্ষ হুসেয়নী সৈয়দ ছিলেন। উভয়কেই মাহদী বলা হইয়াছে। (তলখাস-তুয়ারীখ্‌)। আবার যে মাহদীর রোমরাজ্য জয় করার প্রবাদ আছে, সেই মাহদীরও আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই মহম্মদ নামক বীর ছিলেন যিনি রোম (Constantinople) জয় করিয়াছিলেন। আর যে মাহদীর মাতার নাম আমেনা হইবে বলিয়া অনেকে বলেন তাহার উল্লেখ কোন সহি হাদিসে পাওয়া যায় না। স্থূল কথা এই যে উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মাহদী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন; ইঁহারা শেষ যুগের প্রতিশ্রুত এমাম মাহদী নহেন। শেষ যুগের এমাম মাহদী ঈসা এবনে মরিয়ম ভিন্ন আর কেহ নহেন। ঈস্রাইলী ঈসা (আঃ) যেমন তরবারীযুদ্ধ করেন নাই, তিনিও তরবারীযুদ্ধ করিবেন না। তর্কযুদ্ধ ও প্রার্থনা বলেই তিনি বিধর্ম্মীদিগকে পরাস্ত করিবেন।

হাদিস শরিফে দজ্জালের যে বর্ণনা আছে, তাহা রূপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। 'দজ্জাল' সাধারণতঃ ফাকি-বাজকেই বলা হয়। শয়তানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দজ্জাল। শয়তানের শয়তানীপ্রভাবে যাহারা বিবিধ কৌশল ও অশেষ চেষ্টায় পৃথিবী হইতে সত্যের লোপ সাধন করিতে তৎপর থাকে, তাহারাই দজ্জাল। হজরত ওমর রছুলে করিমের সম্মুখে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এবনে সাআদই দজ্জাল। তখন রছুলে করিম এ কথা বলেন নাই যে এবনে সাআদ দজ্জাল হইতে পারে না, কারণ তাহার এক চক্ষু অন্ধ নহে, তাহার মাথায় চুল বক্র নয়, সে একজন অদ্ভুতকায় পুরুষ নয় বা তাহার প্রকাণ্ড গাধা নাই। সুতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ফাকিবাজ লোক ভিন্ন দজ্জাল আর কেহই নহে।

সার কথা এই যে শেষ যুগের এমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম একই ব্যক্তি এবং তিনি হজরত মির্জা গোলাম আহমদ ভিন্ন আর কেহ নহেন। তিনিই যথা সময়ে সত্য দাবী লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে আল্লাতালা কোন ঐশীবাণীতে আহমদ, কোন ঐশীবাণীতে ঈসা এবনে মরিয়ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শক نذیر و بشیر তিনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাহার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। হজরত রছুলে করিমের প্রেমে আত্মহারা হইয়া فنا فی الرسول তিনি মহাম্মদী নবুয়তের প্রতিবিম্ব বা জিল্লী' নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জিল্লী বা বুরুজী গায়ের তশরিয়ী নবুয়ত রছুলে করিমের খতম নবুয়তের বিরোধী নহে; বরং পরিপোষক। জিল্লী বা বুরুজী গায়ের তশরিয়ী নবুয়ত হজরত মহাম্মদের (দঃ) পুনর্বিকাশক। (Remanifestation of Muhammad) হজরত মির্জা গোলাম আহমদ হজরত রছুলে করিমের প্রতিনিধি বা Remanifestation স্বরূপে সমস্ত জগদ্বাসীকে আবার সেই মৌলিক এসলামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন। কেয়ামত পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর নবুয়তের দ্বার অবারিতভাবে খোলা রহিয়াছে। হজরত মির্জা গোলাম আহমদের দাবীর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের ভবিষ্যদ্বাণী, বর্ত্তমান যুগের আবশ্যকতা, নৈসর্গিক ঘটনা ও হজরত আহমদের ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে তাহার দাবীর সত্যতা ঘোষণা করিতেছে। ১৮৮২ সালের ধূমকেতু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং রোগ, মহামারী দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি তাঁহার দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে।

আহমদীয়তই প্রকৃত এসলাম। আহমদীয়তে ঐশী-বাণীর দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। খোদাতালা মানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির রাখিবার জন্য যুগে যুগে মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক প্রেরণ করেন এবং যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। তিনি তাঁহার প্রিয় দাসগণের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এইরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি মানবের

ধর্ম্মজীবন লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। আহমদী সমাজের বর্ত্তমান নেতা হজরত মির্জা বসির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ একজন পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ। তাঁহার সহিত আল্লাতালা বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে বহু ঐশীবাণী প্রাপ্ত মহাপুরুষ আছেন। আসুন, আমার বাণী প্রাপ্ত লোক কেমন তাহা স্বচক্ষে দেখুন। আমার বাণী কি তাহা বলিবার নহে। আমার বাণী কল্পনা নহে, বাস্তব জিনিষ। জগদ্বাসী! পাক আল্লাতালার করুণাবারি বর্ষিত হউক। তাহারা ইহকালে পরকালে সুখী হউক। আমীন।

অবতার বাদ।

[আবু মহাম্মদ হুছাম উদ্দীন হায়দর, বি, এ]

হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিশিষ্ট মতবাদগুলির বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা বহু আয়াস সাধ্য হইলেও তাহা হইতে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুভ্রাতাগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, ক্রিয়া কলাপ ও আচার ব্যবহার প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে অভিনীত হইতেছে অথচ আমরা এই সকল অনুষ্ঠানের ভিতরে একটা বৃহৎ জাতির প্রাণের স্পন্দন শুনিতে পাইনা। এই অনুষ্ঠান গুলির বহু সহস্র বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আমাদিগকে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র সবের মধ্যে আমরা এই বৃহৎ জাতির আধ্যাত্ম জীবনের যে ছবি দেখিতে পাই, তাহা নানা বর্ণের বিচিত্র মিশ্রণে এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহার একদিক যেমন চিত্তাকর্ষক অপরদিক তেমনি ভয়াবহ।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণের গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয় যেন হিন্দু জাতির উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর সকলের ধর্ম্মমত বেদান্ত দর্শনের শিক্ষা দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের শ্লোকগুলি ভারতের জনসাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে। এমন কি কৃষকগণও ক্ষেত্রকর্ষণকালে উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে বাছা বাছা শ্লোক গান করিয়া তাহাদের পরিশ্রম লাঘব করিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ভগবদ্গীতা হিন্দুজাতির গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া থাকে, যেমন খৃষ্টানগণ বাইবেল গ্রন্থ ও মোছলমানগণ কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া থাকেন। সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ ঐ সকল বর্ণনা হইতে ভারত সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা এই যে হিন্দুগণ একটা বিরাট আধ্যাত্মিকজাতি। বরং ইউরোপীয় জাতি সমূহের মত আধ্যাত্মিক স্পৃহা বর্জ্জিত হয় কিনা জানিনা। বস্তুতঃ ভারতের বিশ কোটী হিন্দুর অধিকাংশ লোকই উপনিষদ অথবা ভগবদ্গীতার নামও জানেনা। যাহারা উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে অবগত আছে তাহাদেরও ধর্ম্মজীবনে অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে উপনিষদ অথবা গীতার শিক্ষার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমগ্র হিন্দু ভারতে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা শতকরা সাত জন মাত্র। ব্রাহ্মণেতর উচ্চ জাতি সমূহের সংখ্যা শতকরা তের জন মাত্র। ইহাদের মধ্যে অল্প লোকই গীতা ও উপনিষদ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবগত আছে। বাকী শতকরা সাতাশি জন শূদ্র ও পতিত জাতি। তাহারা উপরোক্ত শাস্ত্র গুলির নামও শোনে নাই। ইহাদের মধ্যে আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের বহু পূর্ব্বকাল হইতে আচরিত বহু অনার্য্য অনুষ্ঠান আজও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বেদান্ত-দর্শন এই সকল জাতির অনার্য্যোচিত আচার অনুষ্ঠান গুলিকে কিছুমাত্র শক্তি হীন করিতে পারে নাই।

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে বেদান্ত দর্শনের শুষ্ক পত্রাবলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবেনা। বাহিরের জগতে যেখানে হিন্দু জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা বিপুল উদ্যমে ও দুর্দ্দমনীয় প্রাণের আবেগে অহরহ বিবিধ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রবাহমান হইতেছে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম সেইখানে অন্বেষণ করিতে হইবে। এই ধর্ম্মের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে,

আমরা সাধারণতঃ দুইটী মতবাদ জীবন্ত আকারে দেখিতে পাই। একটী শৈবমত এবং অপরটী বৈষ্ণবমত। একদল শিবের উপাসক ও অন্যদল বিষ্ণুর উপাসক। এস্থলে এই দেবতাদ্বয়ের ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হইবেনা। বৈদিকযুগে দেবতারা ছিলেন ত্রিশজন। পৌরাণিকযুগে তাহাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটীতে আসিয়া দাড়ায়। কালক্রমে এই অসংখ্য দেবতাকুলের শীর্ষদেশে তিনজনকে সর্ব্বোচ্চস্থান দান করা হয়। তাঁহারা হইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বৈদিকযুগে কিন্তু এই দেবতাত্রয়ের তেমন প্রাধান্য ছিলনা। অনেকের মতে মহেশ্বর বা শিব মোটেই আর্য্যজাতির উপাস্য দেবতা ছিলেন না। তিনি এক যাযাবর জাতির দেবতা ছিলেন। পরে হিন্দুগণ তাঁহাকে নিজ দেবতা করিয়া লইয়া ছিলেন। যাহা হউক পুরাণ শাস্ত্রে কালক্রমে এই দেবতাত্রয়কে ভগবানের আসনে অভিষেক করা হয় এবং এইরূপে ত্রিমূর্ত্তিবাদের প্রচলন হয়। ব্রহ্মা হইলেন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু হইলেন পালন কর্ত্তা আর শিব বা মহেশ্বর হইলেন সংহার কর্ত্তা। পৌরাণিক যুগের মাঝ পথেই কিন্তু ত্রিমূর্ত্তির প্রধান দেবতার প্রাধান্য ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে হইতে অবশেষে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল। অধুনা না আছে ব্রহ্মার উপাসক, না আছে তাঁহার উপাসনা মন্দির। কথিত আছে সমগ্র ভারতবর্ষে আজমীরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ব্রহ্মার একটী মন্দির বিদ্যমান আছে। এক্ষণে শিব ও বিষ্ণু হইতেছেন হিন্দু জাতির সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতা। ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীর সমুদয় হিন্দুজাতি শিব অথবা বিষ্ণুর উপাসক। উভয় দেবতার সেবকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে উভয় দলের মধ্যে রক্তারক্তিও হইয়া গিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থলে তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। উপনিষদকে বেদান্ত বা বেদের সারভাগ বলা হয়। শৈব ও বৈষ্ণবগণ পরমাত্মার স্থলে নিজেদের দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার কল্পে বহুগ্রন্থ লিখিয়া উপনিষদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের নাম রাখিলেন স্কন্দোপনিষদ, গোপীচন্দনোপনিষদ ইত্যাদি। সম্রাট আকবর শাহাও তাঁহার নিজ মত প্রচারের জন্য তদনুকরণে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার নাম রাখিয়াছিলেন আল্লোপনিষদ।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে বর্ত্তমান কালে উপনিষদের জ্ঞানমার্গের সহিত শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় আরও দুইটী নূতন পন্থার যোজনা করিয়া দিয়াছেন। শৈবগণ কর্ম্মপন্থী অর্থাৎ তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি সাধন করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ ভক্তিপন্থী অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস যে একমাত্র ভক্তি দ্বারা ভগবানের সহিত যোগ স্থাপন করা যায়। এতদ্ব্যতীত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটী প্রভেদ এই যে, বৈষ্ণবগণ অবতার বাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন কিন্তু শৈবমত অবতারবাদের বিরোধী। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে বিষ্ণু মঙ্গলময় আনন্দলোকে বাস করেন। যখনই পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং দুষ্ট লোকের প্রাধান্য হয়, তখনই তিনি অবতার রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুর এইরূপ নয়টী অবতার হইয়া গিয়াছে। তিনি শেষযুগে কল্কী অবতার রূপে আবির্ভূত হইবেন ও ম্লেচ্ছকুলকে বিনাশ করিবেন এবং পাপী দিগকে শাস্তি দিবেন। এই অবতারবাদ বর্ত্তমান কালে হিন্দু জাতির সর্ব্ব শাখা-প্রশাখার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। যদিও ইহা এক সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই বিশিষ্ট মতবাদ ছিল, এক্ষণে ইহা উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীরই সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু জাতির শিরায় উপশিরায় এই বিশ্বাসটী রক্ত প্রবাহের ন্যায় বর্ত্তমান কালে প্রবাহিত হইতেছে। একজন নিরক্ষর হিন্দুও এই বিশ্বাসটীকে সাগ্রহ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। এই অবতারবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং ইহার মূলে যে শাশ্বত সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুর বিশ্বাস, প্রত্যেক সৃষ্টিকাল চারিযুগে বিভক্ত। যথা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে সত্যের পূর্ণ প্রাধান্য ছিল, পাপের লেশমাত্র ছিলনা। ত্রেতা যুগে তিন ভাগপুণ্য ও এক ভাগ পাপ বিদ্যমান ছিল। দ্বাপরে পুণ্য ও পাপ সমভাবে বিভক্ত হয় এবং কলি যু

মাত্র এক ভাগ পুণ্য ও তিন ভাগ পাপ বর্ত্তমান থাকিবে। আমরা যে কালে বাস করিতেছি, ইহাই কলিযুগ। যে নয় জন অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের আগমন কালের ক্রম এইরূপ—সত্যযুগে চারি জন অবতার আগমন করেন যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নরসিংহ। ত্রেতাযুগে তিন জন অবতার আগমন করেন যথা বামন পরশুরাম ও রামচন্দ্র। দ্বাপর যুগে দুই জন যথা শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ। কলিযুগে যে অবতারের আগমন প্রতীক্ষা হইতেছে তাঁহার নাম কল্কী দেব। এই যুগে কেবল এক জনেরই আবির্ভাব হইবে। হিন্দু ভ্রাতাগণের এই বিশ্বাসটী অতীত যুগের ভিতর দিয়া নানা বিপ্লব ও বিবাদের প্রগাঢ় তমসা ভেদ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার সত্য রূপটী কি ছিল তাহা তাঁহারা হলপ্ করিয়া বলিতে পারেন না। কালের নির্ম্মম হস্ত যে উহাকে বহু অংশে রূপান্তরিত করে নাই তাহা কে বলিতে পারে? এবিষয় ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্বকাল হইতে আগত একটী সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত ও আবর্ত্তিত হইয়া আমাদের হস্তে কি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সহজ মানব বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত যুক্তির সাহায্যে এই বিশ্বাসটীর পর্য্যালোচনা করিলে কয়েকটী প্রশ্ন স্বতই আমাদের মনে উদিত হয়। আমরা হিন্দু শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়াছি যে সত্যযুগে ধর্ম্মের পূর্ণ শাসন ছিল; পাপের লেশমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। যদি একথা সত্য হয় তবে ঐ শান্তির যুগে চারি জন অবতারের আগমনের কি আবশ্যকতা ছিল? এহেন পুণ্যময় ও শান্তিময় জগতে ভগবান বিষ্ণুদেব কেন চারিবার অবতরণ করিলেন তাহা বুঝা কঠিন। বৈকুণ্ঠের আবহাওয়া কি তখন স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না যে তাঁহাকে চারি বার হিমালয়ের শৈল শিখরে আসিয়া বর্ত্তমান বুরোক্রেশির মত হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে ত্রেতাযুগে বিষ্ণু অবতাররূপে আসিলেন তিন বার যদিচ পাপের পরিমাণ পুণ্যের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ছিল। আবার দ্বাপরে অবতরণ করিলেন দুই বার যদিও পাপ পুণ্য সমান আকার ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে কলিযুগে তাঁহার অবতরণ হইবে মাত্র একবার যদিও এই যুগে পাপেরই জয়জয়কার চলিতে থাকিবে এবং পুণ্য বেচারা কোন মতে ক্ষীণ প্রাণটী লইয়া নির্জ্জীবের মত এক কোণে পড়িয়া থাকিবে। বিষ্ণুদেব মানুষের মঙ্গলের জন্যই অবতীর্ণ হন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি ইতর জীবের আকারে অবতীর্ণ করার সার্থকতা কি? পাপ পুণ্য বলিতে মানবজাতিরই পাপ পুণ্য বুঝায়। মানবেতর জাতির আবার পাপপুণ্য কি? তিনি অবতরণ করিবেন মানবজাতিকে পুণ্যের পথ প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু পশুর দেহে প্রবেশ করিয়া মানবগণকে তাঁহার মহান্ আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন? আবার পৃথিবী যতই পাপভারে অবশ হইতেছে বিষ্ণুর অবতাররূপে আগমনের মাত্রাও কমিয়া যাইতেছে ইহার অর্থ কি? যদি পুণ্যের পূর্ণ রাজত্বকালে চারি বার আসিয়া থাকেন তাহা হইলে বর্ত্তমানকালে তাঁহার বহু অবতারের আগমনই প্রয়োজন। কারণ বাস্তবিকই বর্ত্তমানযুগে পুণ্য-বস্তুটীর নিতান্ত অভাব, একেবারে দুর্ভিক্ষ বলিলেই হয়। অতএব দেখা গেল যুক্তির কষ্টি পাথরে এই অবতারবাদ মোটেই টিকে না। অন্ততঃ অবতারবাদ বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যে অর্থে গৃহীত হয় তাহা যুক্তি ও মানব-অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিরোধী। কেহ কেহ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি ইতর প্রাণীদিগকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণের ভিতরে হিন্দু জাতির চিররক্ষণশীলতার ও রাজ-নৈতিক সুক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাহারা বলেন, যে সকল অনার্য্যজাতি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহের পূজা করিত, আর্য্যগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আর্য্য-সমাজের মধ্যে তাহাদিগকে গ্রাস করার নিমিত্ত তাহাদের উপাস্য দেবতাগুলিকেও তৎসঙ্গে গ্রহণ করেন ও তাহাদিগকে বিষ্ণুর অবতাররূপে দেবতার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অনুমানটী নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। কারণ ঐতিহাসিক যুগে, পরবর্ত্তীকালে হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধদেবকেও ঠিক এইরূপ উচ্চ আসন দান করিয়া তাহার পুরাতন শত্রু বৌদ্ধগণকে নিজ কুক্ষিগত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়া-ছিল। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুগণ বর্ত্তমানকালে অবতারবাদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়া

থাকেন, হয়ত প্রাচীনকালে অবিকল এই অর্থে ইহা গৃহীত হইত না। কারণ হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস অতীতের বিশাল গহ্বরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃত ছবিটীও বর্ত্তমানকালে হুবহু পূর্ব্বের মত অঙ্কিত করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ইহা অতি সত্য কথা। সত্যের অপলাপে কোন ফলোদয় হয় না। সুতরাং অবতারবাদের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে তাহার প্রকৃত স্বরূপটীকে খুঁজিয়া লইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রতিধ্বনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ইহুদী, খৃষ্টান ও মোছলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে এই বাক্যটীর সত্যতা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়েছে। ইহুদীদের ধর্ম্মগ্রন্থ তওরিতে আগাগোড়া এই কথাই বলা হইয়াছে যে ঐ জাতির কল্যাণের জন্য অবতার পরম্পরা আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা তাহাদিগকে অসত্য হইতে সত্যের পথে, পাপ হইতে পুণ্যের পথে আনয়ন করতঃ মহাপ্রভু খোদাতালার প্রত্যাদিষ্ট কর্ম্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন। তৎপর ইহুদীজাতি কালক্রমে আবার পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য যীশুখৃষ্ট অবতাররূপে জুডিয়া দেশে আবির্ভূত হন এবং আল্লাতালার প্রত্যাদেশ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাধা করিয়া ধরাধাম হইতে অবসৃত হইয়াছেন। আবার তেরশত বৎসরের অধিককাল হইল আরবদেশে এক মহাপুরুষ অবতাররূপে প্রকাশমান হন এবং অসভ্য দুষ্ক্রিয়াসক্ত, পাপে আকর্ণ নিমজ্জিত আরবজাতিকে আধ্যাত্মজীবনের উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে পৃথিবীতে একলক্ষ চব্বিশ হাজার অবতার বা পয়গম্বর আবির্ভূত হইয়াছেন। কোর-আন শরিফ বলিতেছেন, পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতির মধ্যে অবতার প্রেরণ করিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির পরপারে গা-ঢাকা দেন নাই বরং প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার প্রতিপালন করিতেছেন, তেমনি তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এক দিকে যেমন মানুষের জীবনধারণের উপযোগী বস্তু সকলের আয়োজন অপর দিকে তাহার মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি মানুষের রক্ষার জন্য পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বাতাসকে তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তদ্রূপ তাহার মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির জন্য দয়া, ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতিগুণের আদর্শরূপে বহু অবতার পাঠাইয়া মানবজাতিকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আলো বাতাস হইতে যেমন পৃথিবীর কোন অংশকেই বঞ্চিত করেন নাই তেমনি জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে তিনি যুগে যুগে অবতারগণকে পাঠাইয়াছেন। ইছলামের শিক্ষানুসারে শুধু জুডিয়া ও আরব দেশে নবীগণ অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে; ভারত, চীন, পারস্য, ইউরোপ ও এমেরিকা কোন দেশই সৃষ্টি কর্ত্তার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ভারতবর্ষ শুধু তাঁহার একমাত্র সৃষ্টি নহে যে অবতারগণ কেবল এই স্থানকে তাঁহাদের লীলা ভূমি করিয়াছেন। এরূপ কথা বলিলে সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি একদেশদর্শিতা দোষ আরোপ করা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন ভারতে আবদ্ধ নহে, পৃথিবীতে কত অগণিত সুন্দর দেশ পড়িয়া রহিয়াছে, তেমনি মহাপুরুষগণ অবতাররূপে সর্ব্বদেশেই আবির্ভূত হইয়াছেন। কোন সুন্দর ভাব পৃথিবীতে আপনা আপনি গজাইয়া উঠে নাই; তাহা নিশ্চয়ই কোন অতীত যুগের অবতার স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর সব সেই সত্য সুন্দর তাঁহার অবতারগণের হৃদয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। সবই তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দান। অবতারবাদের ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই অর্থে গৃহীত হইলে অবতারবাদ এক শাশ্বত সত্যে পরিণত হয়। যিনি জগতের আদি কারণ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণকে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনিই বুদ্ধদেবকে পরবর্ত্তী যুগে পাঠাইয়া

ছিলেন এবং তিনিই মহাপুরুষ ইব্রাহিম, মুসা, হারুণ ও যীশুখৃষ্টকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার তিনিই ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আর একজন মহা মহাপুরুষকে আরবভূমিতে পাঠাইয়াছিলেন। যেমন বাহ্য প্রকৃতির অন্তরালে এক মহাশক্তি অনবরত কার্য্য করিতেছে তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের কারবারও সেই মহাশক্তি দ্বারা একই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। একই শক্তি সুবৃহৎ নভমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া পদতলস্থ বালুকা কণার অন্তরালে কার্য্য করিতেছে। কেন আমাদের এই ভেদ বুদ্ধি যে শুধু ভারতই তাঁহার লীলাক্ষেত্র এবং ভারতেই তাহার লীলার আদি ও অন্ত?

এস্থলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। বৈষ্ণব মতে বিষ্ণু দেব স্বয়ং অবতার রূপে অবতীর্ণ হন আর ইছলাম ধর্ম্মমতে ঈশ্বর তাহার সৃষ্ট জীবকে অবতার রূপে প্রেরণ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষ বহুকাল যাবৎ বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতমত বাদের দ্বারা শাসিত হয় যাহাতে জীব ও ব্রহ্মকে একাকার করা হইয়াছিল। বৈষ্ণব মত প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈতবাদেরই অপভ্রংশ মাত্র। অদ্বৈতবাদের শুষ্ক, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ সত্ত্বা, যাহাতে কোন ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না, মানুষের ধারণার অতীত। মানুষ হইতেছে উপাসনাপরায়ণ জীব। উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া গেলে তাহার আত্মা কাহার উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবে? বৈষ্ণবগণ অদ্বৈত বাদের বন্ধন কাটিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাই জীব ও ব্রহ্মের মাঝখানকার অনতিক্রমনীয় প্রভেদ টুকু সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই কথাটী ভুলিয়া যান যে ভগবান স্বয়ং অবতাররূপে আগমন করিলে অবতার প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ মানুষই মানুষের আদর্শ। দেবতা মানুষের আদর্শ হইতে পারে না। শরীরে বল সঞ্চয় করিতে চাহিলে সিংহ অথবা ব্যাঘ্রকে আদর্শ বলিয়া মনে করি না। স্যাণ্ডো অথবা রামমূর্ত্তিকে প্রকৃত আদর্শ করিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করি। সেইরূপ অবতারগণ মানবধর্ম্মা বলিয়া তাঁহাদের মত আদর্শ চরিত্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়। তাহারা যেমন চেষ্টা ও সাধনার বলে মনের স্বভাব সুলভ দুর্ব্বলতার উর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ অধ্যবসায় ও তপস্যাবলে সকল প্রকার নিকৃষ্ট বাসনা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণে লালায়িত হই। পক্ষীগণ চিরকাল অন্তরীক্ষে উড়িতেছে, কিন্তু এতকাল আমাদের উড়িবার সাধ হয় নাই। কিন্তু যেই একজন মানবসন্তান বিজ্ঞানবলে নীলাকাশে বিচরণ করার যন্ত্র আবিষ্কার করিল অমনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে উড়িবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে। উভয়ে সমপ্রকৃতি সম্পন্ন বলিয়া একে যাহা করে অপরে তাহা করিতে অভিলাষী হয়। এই কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের কাছে মানুষকেই অবতার রূপে পাঠাইয়া থাকেন।

সকলেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব মাতৃগর্ভেই জন্মধারণ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহাদের মধ্যেও স্পষ্টতঃ বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধদেব কখনও নিজকে বিষ্ণু বলিয়া ঘোষণা করেন নাই বরং ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত মত কি ছিল তাহারই খোঁজ পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া অভিহিত করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নহে। পার্শি ভাষায় একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে "গুরুগণ আকাশে ওড়েন না, তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহা-দিগকে ওড়ায়।"

এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জনসাধারণ সাধু মহাজনগণকে ভক্তির আতিশয্য হেতু ভগবানের আসন প্রদান করিয়া থাকে। এরূপ দৃশ্য আমাদের দেশে এই বিংশ শতাব্দীতেও বিরল নহে। প্রাচীন মিসর, গ্রীস ও রোম কত রাজা, কত বীর ও কত জ্ঞানীকে এইরূপ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। অধুনা জাপান সম্রাটকেও ভগবান রূপে জাপানীরা পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করা মানব প্রকৃতি লিখিত একটী সহজ সত্যের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার

চারিদিকে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা জমাট বাঁধিয়াছে তাহা কাটিয়া ছাটিয়া ফেলিলে ইহা সকল বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্যে পরিণত হয়। ইছলামে এই সার্ব্বভৌমিক সত্যের প্রচার করা হইতেছে। শুধু বৃন্দাবন বা জুডিয়া দেশে বহু পূর্ব্বে অবতার আগমন করিয়াছিলেন ইহাতে মানুষের মনে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। বৃন্দাবন বা জুডিয়া দেশের জন্য তৎকালে অবতারের প্রয়োজন ছিল আর এযুগে তাঁহাদের আবশ্যকতা নাই, যদি ইহা সত্য হইত, তবে বর্ত্তমান কালের এই বিশ্বব্যাপী অধার্ম্মিকতা ও অশান্তির দিনে সমগ্র মানব জাতির প্রাণ একজন মহাবতারের জন্য ক্রন্দন করিয়া উঠিত না। হিন্দু বলিতেছেন হে কল্কী অবতার, তুমি এস ভারত আর তাহার দুর্গতির পসরা বহন করিতে পারিতেছে না। ইহুদী বলিতেছেন হে মেছায়া, আর কত কাল তোমার প্রতীক্ষা করিব, তুমি কখন আসিবে ও লাঞ্ছিত ইহুদী জাতিকে গৌরবমাল্যে আবার বিভূষিত করিবে? খৃষ্টান বলিতেছেন, হে পিতঃ তোমার প্রিয়পুত্রকে আবার পাঠাইতেছ না কেন? তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন কর। মোছলমান বলিতেছেন হে দয়াময় আল্লাতালা মোছলমান আজ জগতের সর্ব্বত্র হেয় অপমানিত জাতি। কই তোমার প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহ্‌দী যিনি ইছলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন এবং ইছলামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবেন? এইরূপে সারা দুনিয়া যে একজন মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ইহা অতি সত্য কথা। ইহাই অবতারবাদের মূলতত্ত্ব। ইহা একটী শাশ্বত সত্য। এই মহাবতারের আগমন সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী—সূর্য্যোদয়ে যেমন অমানিশার ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সমগ্র জগত আলোক প্রভায় হাস্য করিতে থাকে, তদ্রূপ সত্যের প্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার বিতাড়িত হইয়া ধরাবক্ষ জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জগতে যখনই সত্যের বিকাশ হইয়াছে তখনই সেই নববিকশিত সত্যের সহিত শয়তানের নারকীয় শক্তিনিচয়—অসত্যের সঙ্গে এক মহাতুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী। সত্য প্রচারে প্রত্যেক মহাপুরুষকেই কত যে অসহনীয় নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। এইরূপ পর্ব্বত পরিমাণ শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক পরিণামে সর্ব্বত্রই সত্যের জয় সাধিত হইয়াছে। অসত্যের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামই সত্যের সত্যতার একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যেখানে সত্য আছে সেখানে তাহার নির্য্যাতনও আছে।

আফগান সরকার ধর্ম্মান্ধতায় উন্মত্ত হইয়া গত ৩১শে আগষ্ট হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনজন নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় আহমদীকে অর্দ্ধ শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া প্রস্তরাঘাতে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ এই যে তাঁহারা আহমদী। আফগান সরকারের এই কার্য্য যে ভীষণ বর্ব্বরতার পূর্ণ আদর্শ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আফগান সরকারের এই জঘন্য কার্য্য যে সম্পূর্ণরূপে কোরআন ও বিবেক বিরুদ্ধ সে সম্বন্ধে আমরা এস্থলে কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে চাই না। আমরা মাত্র দুটী ঘটনা উল্লেখে সজোরে ইহাই বলিতে চাই যে আফগান সরকারের নৃশংস অত্যাচারে সত্যের বনামে আহমদী মতের ধ্বংস না হইয়া বরং ক্ষিপ্র গতিতে বিশ্বের সুদূর প্রান্ত সমূহে তাহার বিস্তার ও মহিমা ঘোষিত হইবে। আমরা বজ্র গম্ভীর স্বরে ইহাও ঘোষণা করিতে চাই যে সত্যের সংঘর্ষে পরিণামে আফগান সরকারেরই ধ্বংস সাধিত হইবে।

সুদূর চীন সাম্রাজ্যে অদ্যাপি কোন আহমদী প্রচারক প্রেরিত হয় নাই অথবা চীনায় ভাষায় তাহাদের কোন পুস্তকও রচিত হয় নাই। তথাপি অলক্ষ্যে কেমন করিয়া তথায় আহমদী মত ধীর গতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে তাহার প্রমাণ আমরা কন্সটান্টিনোপল হইতে তুর্কী ভাষায়

প্রকাশিত "আলমেংসগান" নামক গ্রন্থ হইতে সম্যক অবগত হই। উক্ত গ্রন্থ প্রণেতা কাজান অধিবাসী শেখ আবদুর রসিদ ইব্রাহিম রুষ পার্লিয়ামেন্টের একজন সম্ভ্রান্ত সদস্য। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী খান বাহাদুর শেরজং সাহেব বিগত ১৯২৪ সালের ১৮ই মার্চ্চ "আলফজল" পত্রে লিখিতেছেন,—১৯০৩ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত আমি তিব্বতে ছিলাম। তথায় অবস্থান কালে কতিপয় চীন দেশীয় মুসলমানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একদিন তাহারা আমাকে হজরত মির্জা আহমদ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছিল। উত্তরে বলিয়াছিলাম তাঁহার ধর্ম্ম মত কি আমি তাহা জানি না, আমাদের আলেমগণ তাঁহাকে কাফের বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। একজন চীনীয় কাপ্তেন বারংবার হজরত মির্জা আহমদ সাহেবের বয়স, এলেম, বংশ এবং দাবী সম্বন্ধে আমায় জিজ্ঞাসা করিলে রুক্ষস্বরে আমি তাহাকে উত্তর দিয়াছিলাম কেন আপনি উহার কথা উল্লেখ করিতেছেন? তিনি ইমাম মাহদী ও ঈসা হইবার দাবী করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব খুব হাসিয়া আমায় বলিলেন "শেরজং আমার বিশ্বাস ছিল আপনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু আপনি ও গোড়ামী রোগে আক্রান্ত"।

সত্য সে সেই নিত্য সত্য পরম করুণাময় আল্লার পূত আশীর্ব্বাদ, করুণার অমিয় ধারা ও মঙ্গলময়ী চিত্তাকর্ষণী শক্তি লইয়া জগতে অবতরণ করে ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? আমরা উপসংহারে এই মাত্র বলিতে চাই যে সামান্য মানবকৃত নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ত দূরের কথা, প্রলয়ের শত শত অশনি নিপাতে কিংবা সংহার অনলে আসমুদ্র বিশ্ব ভস্মসাৎ হইলেও চৈতন্যময় সত্যের কখনও বিলোপ সাধন হইতে পারে না। সত্য চিরকালই সত্য—সত্যের জয় অনিবার্য্য। আর অসত্য চিরকালই অসত্য থাকিবে।

ক্রুশ ধর্ম্মের বিস্তার—বৌদ্ধ, খৃষ্ট এবং ইসলাম এই ধর্ম্মত্রয়ই জগতে প্রচার মূলক ধর্ম্ম নামে অভিহিত। এই তিনটি ধর্ম্মের মূলেই প্রচার নীতি নিহিত আছে। প্রচার প্রভাবেই বিশ্বের প্রতি কেন্দ্রে এমন কি সাগরবক্ষ বিরাজিত দ্বীপ সমূহে ইহাদের বিস্তার সাধিত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু অতীতের তুলনায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার-শক্তি শোচনীয়রূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য দেখিলে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। তাহাদের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে বর্ত্তমানে ৭১০০০ হাজারের অত্যধিক নরনারী খ্রিস্তবাদ প্রচারে নিয়োজিত আছে। প্রতি বৎসর ৫০,০০০,০০০ কোটী টাকা প্রচারার্থেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। ২৫০টি প্রচার সমিতি দুনিয়ার ২০,০০০ হাজার কেন্দ্রে আড্ডা গাড়িয়া এই বিরাট প্রচার কার্য্য সমাধা করিতেছে।

পবিত্র কোরাণের শিক্ষানুসারে প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই এক একজন প্রচারক। আজ জগতে ৭০ কোটি মুসলমান বিরাজিত। কিন্তু ভারত ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, এই বিরাট মুসলেম সমাজে উল্লেখ যোগ্য একটিও প্রচার সমিতি বা প্রচারক নাই। আছে কেবল আত্মকলহে নিয়োজিত, 'কাফের ফতোয়ার' জন্মদাতা, মস্তিষ্কহারা 'দাওয়াত খোর' (নিমন্ত্রণ ভোজনকারী) মোল্লার দল। কোরাণ এবং হাদিছে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে যখনই ক্রুশধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রবলবেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং মোসলেম সমাজ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইবে তখনই মসিহ ও মাহদী সত্য সনাতন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে জগতে আবির্ভূত হইবেন। হে দৈন্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত মোসলেম সমাজ তোমরা কি চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক এক মিনিটের জন্য অনুধাবন করিবা দেখিবে না কোথায় সেই প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী এবং কোথায় তাহার অদম্য নির্ভীক প্রচারক দল?

হিন্দু মহাসভা—বিগত ১১, ১২ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা মহানগরীর হালিডেপার্কে পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে হিন্দুমহাসভার অষ্টম অধিবেশন মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব হিন্দু মুসলমানের সমান শ্রদ্ধেয় আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যোগ্যতার সহিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, নিদ্রিত হিন্দুজাতির উন্নতি সাধনই হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। বিরাট হিন্দুজাতির উন্নতির সহিত আমাদের সহানুভূতি শুধু বিশ্বপ্রেমের দিক দিয়াই নহে, পরন্তু ভারতের বাইশ কোটি হিন্দুর উন্নতি সাক্ষাৎভাবে হউক বা না হউক পরোক্ষভাবে নিশ্চয়ই আট কোটি মুসলমানের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদিগকেও উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিবে। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি না জাগিলে ভারত জাগিবে না।

পুস্তক পরিচয়—পুণ্যময়ী,—জীবনকথা। লেখিকা শামসুন্ নাহার। কবি নজরুল ইসলামের আশীর্ব্বাণী এবং অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লা এম, এ, বি, এল সাহেবের প্রশংসা সহ বাহির হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ভাল; সুন্দর প্রচ্ছদপট বহিখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। মূল্য—দশ আনা।

পুস্তক খানিতে আটজন পুণ্যময়ী মুসলিম মহিলার জীবনকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখিকার ভাষা ভাল এবং বলিবার ভঙ্গিটিও চমৎকার। নারী হইয়া নারীর মাধুর্য্য তাঁহার হাতে ফুটিয়াছে বেশ। আমরা শুভ্রাদের এই নবীনা লেখিকাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার আশীর্ব্বাণীতে বলিয়াছেন,

'এই স্নেহাশিস তোমার পুণ্যময়ীর 'শামসুন্' পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক। সুন্দর হোক। পথে পথে দীপ্ত হোক।''
আমরা কবির এই শুভ আশীর আন্তরিক প্রতিধ্বনি করি।

মির্জা আলাউদ্দীন বেগ

Regd. No. C 1870 ...

সওগাত

১ম বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২ | ২ সংখ্যা

সম্পাদক—গোলাম ছামদানী, বি, এ।

কার্য্যালয়—
২৯এ ইসমাইল ষ্ট্রীট,
পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা ।৵০ তিন আনা।

বিষয়-সূচী

আহমদী

১ম বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২। | ২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে সৃষ্টি স্থিতির প্রভু আল্লাহ্, হে বিনা উপকরণে বিশাল বিশ্বের রচয়িতা, হে কার্য্য কারণের দৃঢ় সম্বন্ধের নিয়ন্তা, হে সর্ব্বগুণাকর, হে সর্ব্বদোষ-মুক্ত, হে আদি কারণ, আমরা তোমাকে ভুলিয়া তোমার সৃষ্ট উপকরণের মধ্যে হারাইয়া যাইতে চাই না; আমরা একমাত্র তোমাকেই চাই, আমাদের সমুদয় শক্তি একমাত্র তোমারই প্রীতির অধীন করিয়া দিতে চাই। যিনি তোমাকে পাইয়াছেন, তিনি সমুদয় বিশ্বই পাইয়াছেন। তুমি যাহাকে ভালবাস, কে তাহার অমঙ্গল করিতে পারে? হে প্রভো, আমরা তোমাকেই চাই, আমরা একমাত্র তোমাকেই চাই। তোমাকে পাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। হে ক্ষমাশীল, হে করুণাময়, জ্ঞানে অজ্ঞানে আমরা তোমার দেওয়া মূলধন আমাদের শক্তি ও সুযোগ হেলায় নষ্ট করিয়াছি, আমাদের আপন দোষেই আমরা দীন হীন অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিতে চাই, আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া শক্তি দাও। বিশ্ব তোমারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, গ্রহ, উপগ্রহ সমস্তই তোমার ইঙ্গিতে আপন আপন কাজ করিতেছে। তোমার ইঙ্গিত ব্যতীরেকে গাছের পাতাও নড়ে না। বিভো, আমরা একমাত্র তোমারই অধীনে থাকিতে চাই, একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রকৃতি যেমন নির্ব্বিঘ্নে আপন কাজ করিয়া যাইতেছে, আমরাও তেমনই ভাবে শান্তির সহিত আপন কাজ করিয়া যাইতে চাই।

হে বিশ্ব-নিয়ন্তা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তুমিই জান। আপন ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসি নাই, আপন ইচ্ছায় পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করি না। তোমারই ইচ্ছায় ইহলোকে আসিয়াছি, তোমারই ইচ্ছায় ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। তুমিই জান, কেন আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। মানব জীবনের লক্ষ্য কি, তুমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। মানুষে মানুষে বিবাদ, মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি কলহ বিরোধ, এ শুধু কর্ত্তব্য অবধারণে অজ্ঞতা ও অক্ষমতার জন্যই ঘটিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য কি, বুঝাইয়া দাও। দার্শনিকের শুষ্ক যুক্তি তর্ক বা কল্পনার

আকাশ কুসুম আমরা চাই না। নানা মুনির নানা মত, শুধু কথা কাটাকাটি ভিন্ন দার্শনিকের নিকট আর কিছু নাই, দার্শনিক কর্ত্তব্যের সরল পথ দেখাইতে পারে না। হে আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা, তুমি স্বয়ং বলিয়া দাও, আমাদের কর্ত্তব্য কি, আমরা কোন্ পথে চলিব। আমাদিগকে সরল পথ দেখাও, তোমার অমৃতময় বাণী শুনাও, তোমার বাণীর অভ্রান্ত আলোকে শুষ্ক যুক্তি তর্কের কুটিল পথ হইতে আমাদিগকে বাঁচাও।

প্রভো, আমাদিগকে সরল পথ দেখাও, যে পথে হজরত এব্রাহিম (আঃ) চলিয়াছিলেন, যে পথে হজরত এয়াকুব এছমাইল, এছহাক, দাউদ, সোলেমান, মুসা, ঈসা প্রভৃতি পয়গম্বরগণ চলিয়াছিলেন, যে পথে আমাদের 'উম্মি'নবী হজরত মহম্মদ (দঃ) চলিয়াছিলেন, যে পথে বর্ত্তমান যুগে হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) চলিয়াছেন, আমাদিগকে সেই সনাতন পথে চালাও। আমাদিগকে তাঁহাদেরই পথে চলিতে দাও, যাহারা তোমার অসীম করুণায় তোমার বাণীর স্পষ্ট, অভ্রান্ত আলোক পাইয়াছিল।

হে আমাদের প্রভো, যাহারা সরল পথে চলে না, যাহারা তোমার বাণীর দ্বার রুদ্ধ মনে করিয়া শুষ্ক যুক্তি তর্ক ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট থাকিতে চায়; যাহারা অতীতের কাহিনী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, বর্ত্তমানের জীবন্ত আদর্শ গ্রহণ করিতে চায় না, তোমার অভিসম্পাতগ্রস্ত সেই হতভাগাদের পথে আমাদিগকে যাইতে দিও না। হে হাদি (পথপ্রদর্শক), হে করুণাময়, যাহা জানি না, যাহা বুঝি না, অজ্ঞাতসারে আমরা যেন তাহা জানিয়াছি বুঝিয়াছি কল্পনা করিয়া পথভ্রষ্ট না হই। যে সনাতন আদর্শ হজরত মহম্মদের (দঃ) পুণ্যময়ী জীবনী ও হজরত এমাম মাহদী মসিহ মউদ মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদিয়ানীর মধ্য দিয়া পাইয়াছি, তাহা হইতে যেন আমরা বিন্দুমাত্র এদিকে ওদিকে সরিয়া না পড়ি। তোমার বাণী শ্রবণ করাই সরল পথের একমাত্র অভ্রান্ত নিদর্শন, এই মহাসত্য ভুলিয়া আমরা যেন কখনও আদর্শ ভ্রষ্ট না হই। আমীন।

এসলাম।

(১)

(মহম্মদ আবদুল হাফিজ)

মানুষ বলিতে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ বুঝায়। মানুষের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি বলিলে আমরা একই জিনিস বুঝি। দেহ ধারণের জন্য সাদা কাল স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই একই শ্রেণীর উপকরণ আবশ্যক। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে মানুষের অভাব অভিযোগের মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহা মানুষ হিসাবে নহে; বিশাল মানব জাতির অন্তর্গত ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র মণ্ডলীর হিসাবে এবং তাহাকে ব্যক্তিগত বা মণ্ডলীগত অভাব অভিযোগ বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত বা মণ্ডলীগত ক্ষুদ্র অভাব বিশাল মানব জাতির বৃহৎ অভাবের বিরোধী নহে। বিশাল মানবীয় অভাব পূরণের ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত অভাব পূরণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

মানুষ বলিতে শুধু রক্ত মাংসের শরীর বুঝায় না। মানুষের অভাব বলিতে শুধু দৈহিক অভাব বুঝায় না। রক্ত মাংসের আমাদের এই দেহ যে আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে কার্য্য করিতেছে, যে শক্তির অভাবে আমাদের দেহ মাটির নীচে পুতিয়া অথবা চিতার আগুনে জ্বালাইয়া বিনষ্ট করা হয়, যাহাকে আমরা 'আত্মা' বলি, মানুষের অভাব বলিতে দেহের অভাবের সহিত আমাদিগকে সেই আভ্যন্তরীণ শক্তি বা আত্মার অভাবও বুঝিতে হয়।

দেহের অভাব পূরণের জন্য, মানুষের আহার পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য আমরা অহরহ পরিশ্রম করিতেছি। আদিকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কোটি কোটি উর্ব্বর মস্তিষ্ক মানুষের দৈহিক দুঃখ কষ্ট নিবারণ

করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য কার্য্য করিতেছে। আত্মার অভিযোগ পূরণের জন্যও আদিকাল হইতে মানুষ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে। লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ মানুষের আধ্যাত্মিক অবনতি দূর করিয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া আসিতেছেন।

দেহ স্থুল, আত্মা সূক্ষ্ম। দেহের অভাব অভিযোগ সহজেই বুঝা যায়। দেহের অভাব পূরণের জন্য কি ব্যবস্থা করা উচিত, তাহাও বুঝিবার জন্য বেশী বেগ পাইতে হয় না। আত্মার অভাব বুঝিতে সূক্ষ্মতর বুদ্ধির আবশ্যক। আত্মার অভাব কি প্রকারে পূর্ণ হইতে পারে, এই প্রশ্নের স্পষ্ট মীমাংসা মানুষকে বুঝান বড়ই দুষ্কর। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইবে।

আত্মার অভাব পূরণ ও উন্নতির জন্য আদিকাল হইতে যে ব্যবস্থা আছে তাহাকে 'ধর্ম্ম' বলা হয়। পৃথিবীতে শত শত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। বস্তুতপক্ষে মানবের ধর্ম্ম একাধিক হইতে পারে না। মনুষ্য এক, মানুষের আত্মার অভাব অভিযোগ উন্নতি অবনতির কারণও এক। আমরা বিশ্বাস করি, মানবের আদি পিতা হজরত আদম আঃ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশ্বমানব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। لا نفرق بين احد ইহাদের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার বিরোধ ছিলনা। হজরত আদম, নুহ, এব্রাহিম, মুসা, ঈসা, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, জোরস্তর, হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রভৃতি সকলে একই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক মহাপুরুষ শিক্ষা দিতেন, আল্লা এক, একমাত্র তাঁহার উপাসনা কর, আল্লা ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই, মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না, ইহকালের সমুদয় কার্য্যের ফলাফল মৃত্যুর পর পারে, অনন্ত লোকে কড়ায় গণ্ডায় ভোগ করিতে হইবে।

সমুদয় মহাপুরুষগণের প্রচারিত এই বিশ্বমানব-ধর্ম্মকে আরবী ভাষায় এসলাম বলা হয়। এসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ শান্তি, সন্ধি, আত্মসমর্পণ। ইহার ব্যবহারিক অর্থ আল্লার সৃষ্ট সমুদয় জীবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অনন্ত শান্তির মধ্যে প্রবেশ করা। কোন প্রকারে জীবের অকল্যাণ না করিয়া যথাশক্তি জীবের মঙ্গল চেষ্টা করা; সমুদয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি, মান সম্ভ্রম যশ প্রতিপত্তির সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কামনার অধীনে না রাখিয়া একমাত্র আল্লার প্রীতির অধীন করিয়া দেওয়াই এসলাম বা আল্লার নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। আল্লা কিসে প্রীত হন, বুঝিবার জন্য সমুদয় সংস্কার বিসর্জ্জন করিয়া, গণ্ডী বিশেষের অধীনে না থাকিয়া স্বাধীনভাবে, জ্ঞান বিবেক ও আল্লার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া, অদম্য উৎসাহে তাঁহাকে পাইবার জন্য জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়াই এসলাম।

আল্লার নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসর্পণকারীকে আরবী ভাষায় মুস্‌লিম বলে। উদারতা, আত্মনির্ভরশীলতা বিনয় ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সদগুণ মুস্‌লিমের ভূষণ। যাহার মধ্যে মানবীয় সদগুণ রাশির সমাবেশ নাই, মুস্‌লিম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মুস্‌লিম নহে। পণ্ডিতজীর বিধান অনুযায়ী চলিব, মৌলবী সাহেব বা পাদরী সাহেবের বক্তৃতা শুনিব না, ইত্যাকার সঙ্কীর্ণতা কখনও প্রকৃত মুস্‌লিমের মধ্যে দেখা যায় না। আমি কিছু বুঝি না, শত সহস্র প্রচারকের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া সত্য নিরূপণ করা আমার অসাধ্য, পিতা পিতামহের সময় হইতে যাহা শুনিয়া আসিতেছি তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত বুঝিবার চেষ্টা করিব না ইত্যাদি কাপুরুষতা হইতে প্রকৃত মুস্‌লিম মুক্ত। বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া সত্য-নিরূপণ করাই মানবের ক্রমোন্নতিশীলতার মূল কারণ। বিভিন্ন মতের অসামঞ্জস্য বিচার করিয়া সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিলে বিরুদ্ধবাদীর নিকট হইতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করিতে হয়। এই সনাতন সত্য জানিয়া বুঝিয়া, যাহা কিছু সত্য তাহাই গ্রহণ করিব পণ করিয়া, অত্যাচার উৎপীড়নের ভয় না করিয়া, মান অপমানের মোহ ত্যাগ করিয়া মুস্‌লিম কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হয়। আমি বিখ্যাত পণ্ডিত, অমুক ব্যক্তি আমাকে কি শিক্ষা দিতে পারে,

মুস্‌লিমের মধ্যে এই প্রকার অহঙ্কার থাকা অসম্ভব। মহাপুরুষদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণকারী প্রাথমিক শিষ্যগণমাত্রই এই শ্রেণীর মুস্‌লিম ছিলেন।

ফানা, বাকা ও লেকা, সুফীদিগের ভাষায় এসলামের এই তিনটি ক্রম আছে। আল্লার বিধানের একটুও ব্যতিক্রম না করা, তাঁহাকে পাইবার জন্য আমিত্ব ভুলিয়া যাওয়া—তাঁহার আদেশ পালন ভিন্ন বাঁচিয়া থাকার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, এইরূপ ধারণা করাকে 'ফানা' লয়প্রাপ্তি বা সমাধি বলে। 'ফানা' বা সমাধির অবস্থায় কঠোর ইন্দ্রিয় সংযমের সহিত সাধনা করিতে করিতে সাধকের মন যখন নিম্ন দেশগামী জলের ন্যায় স্বভাবতঃ আল্লার আদেশের পথে ছুটিতে থাকে, সংযম যখন সাধকের স্বভাবে পরিণত হয়, তখনকার অবস্থাকে 'বাকা' বা আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বলে। (হিন্দু-জন্মান্তরবাদ ও আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন)। 'ফানা' ও 'বাকার' অবস্থায় যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য (Higher truths) যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করা হয়, সেই সকল সূক্ষ্ম বিষয় যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে, সাধকের তখনকার অবস্থাকে 'লেকা' বা দর্শন লাভ বলে। লেকার অবস্থায় সাধকের জীবনে বহু অলৌকিক ব্যাপার দেখা যায়। হজরত মসিহ মউদ মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) বলিয়াছেন "অলৌকিক ব্যাপার যদিও পৃথিবীর আর কোথাও নাই, এস, মহম্মদের (দঃ) দাসের মধ্যে দেখ"। যাহারা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা নাস্তিকতার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আহ্বান।

(হজরত মসিহ মউদের উর্দ্দু কবিতার বঙ্গানুবাদ)

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

আপন অহমিকা হ'তে তোমরা সখা
ফির্‌বে নাকি?
নির্ম্মলতায় নিজের স্বভাব করতে পূত
ভিড়্‌বে নাকি?
মিথ্যা থেকে মনের যত বাসনা সব
হটিয়ে নিয়ে,
সত্য পথে 'দিল্‌' তোমাদের কখনও সে
লুটবে নাকি?
সংস্কার ও 'জিদের' মাঝে কত দিন সে
রইবে ডুবে'
'আখেরে' কি এ দিক পানে এক 'কদমও'
উঠবে নাকি?
'রদ্' হবে কি প্রতিষ্ঠিত সত্য যেটি
ধরার মাঝে
চেতন এনে স্বপক্ষে তার বল্‌তে ও মুখ
খুল্‌বে নাকি?
বলো কিন্তু সত্য ক'রে মনেতে পাও
সাড়া যদি
নইলে ফের এ কুল-দুনিয়ায় মুখটী তোমার
তুল্‌বে নাকি?

আহ্মদীয়ত

(২)

[মৌলবী আবদুল লতিফ—অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।]

বন্ধুগণ, একদিন মরিতে হইবে, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। মৃত্যু অনিবার্য্য, কেহই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। বড়ই মহান সেই মৃত্যু যাহা ইমানের সহিত এসলাম বা আল্লার নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের অবস্থায় ঘটে। কিন্তু বড়ই শোচনীয় সেই মৃত্যু যাহা বে-ইমানী বা অধর্ম্মের অবস্থায় ঘটে। প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য, মানুষ মাত্রেরই গভীর চিন্তা ও কামনার বিষয়, যাহাতে ধর্ম্মের সহিত পূর্ণ ইমানে মৃত্যু লাভ হয়। আমরা মুসলমান, হজরত খাতামুন্-নবাইনের উম্মত, আমরা নিশ্চয়ই ইমানের সহিত ধার্ম্মিক অবস্থায় মৃত্যুলাভ করিব, এই প্রকার কল্পনা করা নিতান্তই অহমিকতার পরিচয়। হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, تفرق امتی علی ثلاث و سبعين ملة كلهم فی النار الا واحدة (এমাম বহেকী হজরত ওমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন) এমন এক সময় আসিবে যখন "আমার উম্মত (মুসলমানগণ) ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। মাত্র একটি সম্প্রদায় ব্যতীত ইহাদের সকলেই নারকী হইবে।" আরও বলিয়াছেন افترقت اليهود علی احدی و سبعين فرقة و تفرق امتی علی ثلاث و سبعين - "ইহুদিগণ ৭১ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল, আমার উম্মত ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।" আবু দাউদ, তিরমুজি এবং এব্নে মাজা আবু হুরায়রা হইতে মরফু (مرفوع) বা বর্ণনাকারীগণের পূর্ণ শৃঙ্খলা-সম্বলিত ভাবে এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমুজী এই হাদিসকে (حسن صحيح) হাসান ছহি বলিয়াছেন।

এসলামের ইতিহাসের এই ঘোর ধর্ম্মহীনতার যুগে, ৭২ নারকীয় সম্প্রদায় হইতে একমাত্র সত্য সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে হাদিস শরিফে আছে :—

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ليأتين علی امتی ما اتی علی بنی اسرائيل - حذو النعل بالنعل حتی ان كان منهم من اتی علی امه علانية لكان فی امتی من يصنع ذلك و ان بنی اسرائيل تفرقت علی ثنتين و سبعين ملة كلهم فی النار الا ملة واحدة - قالوا من هی يا رسول الله قال ما انا عليه و اصحابی- رواه الترمذی و قال غريب -

রছুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, 'আমার উম্মতের উপর অবিকল তাহাই আসিবে যাহা এস্রাইল-বংশীয়গণের উপর আসিয়াছিল। * * * এমন কি যদি কেহ তাহাদের মধ্যে আপন মাতার সহিত প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন কেহ জন্মিবে যে এইরূপ কুকাজ করিবে। বনি এস্রাইল ৭২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল আমার উম্মত ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। যাহাদের মধ্যে মাত্র একটি সম্প্রদায় ব্যতীত সমুদয়ই নরকবাসী হইবে। ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লার রছুল, কোন্ সম্প্রদায় স্বর্গবাসী হইবে? রছুলে করিম (দঃ) বলিলেন, আমি ও আমার ছাহাবাগণের পথে যাহারা চলিবে, তাহারাই স্বর্গের অধিকারী হইবে।" (তিরমুজি)

স্বর্গের অধিকারী সম্প্রদায়ের আর একটি লক্ষণ এমাম আহমদ ও আবু দাউদ হজরতময়াবীয়া হইতে আর একটি হাদিসে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا علی ثنتين و سبعين ملة وان هذه الامة ستفرق علی ثلاث وسبعين فرقة - ثنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنة وهی الجماعة -

"রছুলোল্লাহ্ হজরত মহম্মদ (দঃ) আমাদের মধ্যে

দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, সাবধান, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আহলে কেতাব ইহুদিগণ ৭২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিশ্চয়ই এই উম্মত ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িবে (যাহাদের মধ্যে) ৭২ সম্প্রদায় নারকী এবং মাত্র একটী সম্প্রদায় স্বর্গের অধিকারী হইবে। এই সম্প্রদায়টি একতার বন্ধনে জড়িত (জামা'ত) থাকিবে" এমাম বএহকী এই হাদিসটিকে صحيح حسن বলিয়াছেন। হাদিস সমূহের শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন নিয়মানুসারে এই হাদিসটিকে বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হইলেও হাদিসের এমামগণ একবাক্যে ইহাকে ছহি হাদিস বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদিগের মধ্যে অন্যূন ৩১৩টি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে এই সকল সম্প্রদায় ৭৩টি সম্প্রদায়েরই শাখা প্রশাখা মাত্র। এই ৭৩টি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই নিজকে স্বর্গীয় সম্প্রদায় মনে করে এবং অবশিষ্ট সকলের জন্য নরক নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণের ধীর ও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, কোরআন, সুন্নত ও হাদিস অনুযায়ী কোন্ সম্প্রদায় হজরত রছুল করিম ও ছাহাবীগণের অনুসৃত সরল পথে চলিতেছে এবং কাহারা স্বর্গের অধিকারী। উদারতার নামে সত্য নিরূপণে বিমুখ হইয়া হজরত রছুলে করিমের (দঃ) পবিত্র হাদিস অবহেলা করা বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির কাজ নহে।

কোরআন শরিফে আল্লাতালা বলিয়াছেন وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الخ

'আল্লাতালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সুকৃতী বিশ্বাসীগণকে তিনি নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) করিবেন যেমন তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে করিয়াছিলেন। * * * অর্থাৎ বনি এস্রাইলদিগের মধ্যে যেমন খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই প্রকার এই উম্মতের মধ্য হইতেও খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। এই আয়েতের সার মর্ম্ম হজরত রছুলে করিম (দঃ) এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন:—ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "নিশ্চয়ই আল্লাতালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন এক বা ততোধিক মহাপুরুষকে প্রেরণ করিবেন যিনি বা যাহারা তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম্ম (এসলাম) নূতন করিয়া দিবেন।" এমাম জালালুদ্দিন সিউতি তদ্বিয়াহ্ (تذييل) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হাদিসের হাফেজগণ একবাক্যে এই হাদিসটিকে সহি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আবু দাউদ, মোল্লা আলী কারী, আল্লা মুত্তাকী, হাকেম (মুস্তাদরাক গ্রন্থে) ও এমাম বএহকী (মা'রেফত ও সুনান গ্রন্থে) আবু হুরায়রা হইতে এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত আয়েত ও হাদিস অনুযায়ী গত ১৩০০ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক শতাব্দীতেই মুজাদ্দেদগণের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। খোলাফায় রাশেদিন হজরত আবুবকর সিদ্দিক, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী (রাঃ), প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ, দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত আহমদ এবনে মহম্মদ এবনে হাম্বল, হজরত এমাম মহম্মদ ইদরিস আবু আবদুল্লাহ শাফেয়ী প্রভৃতি, তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত কাজী আহমদ এবনে শরায়হ বাগদাদী শাফেয়ী, চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত এমাম আবুবকর বাকলানী, আবু আবদুল্লাহ ওরফে নিশাপুরের হাকিম প্রভৃতি, পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত মহম্মদ আবু হামেদ এমাম গাজ্জালী, ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ মুহি উদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, হজরত সাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি, হজরত মহম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফখরুদ্দিন রাজী প্রভৃতি সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত মঈন উদ্দিন চিশ্তি আজমীরী, হজরত আহমদ এবনে আবদুল হালিম তাকি উদ্দিন এবন তায়মিয়া হাম্বলী, অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত হাফেজ আলী এবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী, নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত আবদুর রহমান এবনে কামালুদ্দিন শাফেয়ী ওরফে এমাম জালাল উদ্দিন সিউতি, দশম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত মোল্লা আলী কারী, একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত এমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে ছানি শায়খ আহমদ ফারুকী সরহিন্দী

দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত আহমদ শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলবী, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী, হজরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেছে দেহলবী, হজরত মওলানা এছমাইল শহিদ দেহলবী (র) প্রভৃতি মোলহেম (আল্লার বাণীপ্রাপ্ত) সংস্কারকগণের আবির্ভাবে উল্লিখিত আয়েত কোরআনী ও হাদিসের প্রকৃত মর্ম এমনই পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে তাহা আর কোন প্রকার যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে বুঝাইবার বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা নাই।

কোরআন শরিফের আয়েত, হজরত রছুলে করিমের বাণী ও প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ বা সংস্কারকগণের আবির্ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে যে দুর্ব্বল মানবকে পাপমুক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য ক্রমাগত সংস্কারক প্রেরণ করা আল্লাতাআলার একটি সনাতন বিধান। হজরত মহম্মদের (দঃ) সময় পর্য্যন্ত আল্লাতাআলা বহু সংখ্যক নবী বা রছুল প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত রছুলে করিমের পরবর্ত্তী কালেও তিনি বহু সংখ্যক সংস্কারক প্রেরণ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষানুযায়ী আল্লাতাআলার এই বিধান কখনও শেষ হইবে না।

হজরত রছুলে করিমের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সংস্কারকগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারকগণ স্বাধীনভাবে আল্লাতালা হইতে খেলাফত ও নবুয়তের খেতাব পাইতেন এবং পরবর্ত্তীকালের সংস্কারকগণ হজরত রছুলে করিমের শরিয়ত (ধর্ম্ম) অনুযায়ী চলিয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহারই প্রতিচ্ছবি প্রতিনিধিরূপে আল্লাতালা হইতে 'জিল্লী' 'বুরুজী' বা 'তোফায়েলী' নবুয়ত প্রাপ্ত হন। হজরত মহম্মদের (দঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সংস্কারকগণের মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালে তশ্‌রিয়ী (নূতন বিধান দাতা), গায়ের তশরিয়ী (পূর্ব্ব বিধানের ব্যাখ্যাতা) উভয় শ্রেণীর সংস্কারক আবির্ভূত হইতেন এবং পরবর্ত্তীকালে শুধু গায়ের তশরিয়ী (ব্যাখ্যাকারী) সংস্কারক আবির্ভূত হইতেছেন—তশ্‌রিয়ী (নূতন বিধানদাতা) সংস্কারক আর আসিবেন না। কারণ কোরআন পূর্ণ শরিয়ত, মানুষের জন্য যাহা কিছু ধর্ম্ম বিধান আবশ্যক, তৎসমুদয়ই এই মহাগ্রন্থে আছে। এই অর্থে হজরত রছুলে করিম (দঃ) শেষ নবী এবং কোরআন শেষ ধর্ম্মগ্রন্থ। অন্যথা ঘোর অধর্ম্মের যুগে আদিকাল হইতে যে শ্রেণীর মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে পৃথিবীতে ভগবৎ প্রেমের এক তুফান চলিতে থাকে, যতদিন মানব সমাজে পাপের স্রোত বহিতে থাকিবে ততদিন তাঁহারাও আসিতে থাকিবেন।

'জিল্লী, 'বরুজী' বা 'তোফায়েলী' নবুয়ত হজরত রছুলে করিমের খতম-নবুয়তের বিরোধী নহে। এই শ্রেণীর নবী কেয়ামত পর্য্যন্ত আসিতে থাকিবেন। হজরত রছুলে করিমের (দঃ) আদর্শে চলিয়া, তাঁহাতে আত্মবিলীন হইয়া, তাহার আদর্শ অনুসরণ করিতে করিতে فنا فی محمد হইয়া যাহারা 'বুরুজী' মহম্মদরূপে (দঃ) আবির্ভূত হন, তাঁহাদের শিক্ষায় হজরত মহম্মদের (দঃ) শিক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র নূতনত্ব বা পার্থক্য থাকে না। তাঁহাদের শিক্ষা হজরত মহম্মদেরই (দঃ) শিক্ষা—যেন হজরত মহম্মদ (দঃ) স্বয়ং দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিয়া নিজেই স্বীয় শিক্ষার ব্যাখ্যা করিতেছেন, যেন একই ব্যক্তি প্রথমবার মহম্মদ (দঃ) নাম ধারণ করিয়া হজরত মুসা (আঃ) পয়গম্বরের ন্যায় প্রবল প্রতাপের সহিত (জালালী রঙ্গে) জগতে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার আহমদ নাম ধারণ করিয়া হজরত ঈসা পয়গম্বরের ন্যায় শান্তি ও প্রেমের মধ্য দিয়া (জামালী রঙ্গে) স্বায় শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম সত্য প্রকাশ করিবার জন্য হজরত রছুলে করিম (দঃ) হজরত এমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন যে তাঁহার নাম আমার নাম, তাঁহার পিতার নাম আমার পিতার নাম তাহার সমাধি (আধ্যাত্মিক অবস্থা) আমার সমাধি। আল্লাহতালাও হজরত এমাম মাহদীর আগমনকে হজরত মহম্মদের আগমন বলিয়াছেন এবং হজরত এমাম মাহদীর অনুচরগণকে হজরত মহম্মদের (দঃ) অনুচর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআন শরিফে সুরা জোমার و آخرين منهم ও يلحقوا এই কথাই প্রকাশ করিতেছে। এই বুরুজী আগমন অর্থেই শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষ এমাম মাহদীকে হাদিস শরিফে ঈসা এবনে মরিয়ম

আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রজগোপাল শ্রীকৃষ্ণ ও নিষ্কলঙ্ক কল্কী অবতার বলা হইয়াছে, বাইবেল বা ইঞ্জিলে যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমন বলা হইয়াছে এবং বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থে বুদ্ধ মৈত্রেয় আবির্ভাব বলা হইয়াছে। ইহুদিধর্মগ্রন্থ তওরিত কেতাবে (Old Testament) ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, মসিহ (Messiah) আগমন করিবার পূর্ব্বে ইলিয়াস (আঃ) আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যায় হজরত ঈসা (আঃ) ইহুদিগণকে বলিয়াছিলেন "যোহনই এলিয়াস যাহার আসিবার কথা ছিল, যাহাদের চক্ষু আছে দেখুক, যাহাদের কর্ণ আছে শুনুক।" হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রতি যে সকল ঐশীবাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার কোথাও তাঁহাকে ঈসা কোথাও মুসা, কোথাও নুহ, কোথাও এব্রাহিম, কোথাও আহমদ কোথাও মহম্মদ (দঃ) বলা হইয়াছে। কোথাও তাঁহাকে جرى الله فى حلل الانبياء "নবীগণের পোষাকে ভূষিত আল্লার যোদ্ধা নবী" বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃত মুস্‌লিমগণ রছুলে আত্মবিলীন হইয়া ফানা ফি-আল রছুলের মরতবায় পঁহুছিয়া 'জিল্লী' 'বুরুজী' বা তোফায়েলী ভাবে (পুনর্বিকাশরূপে) হজরত মহম্মদের (দঃ) বা তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের গুণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া গায়ের তশরিয়ী 'জিল্লী' 'বুরুজী' বা 'তোফায়েলী' নবুয়ত পাইলে হজরত মহম্মদের (দঃ) খত্‌ম নবুয়ত (শেষ নবী হওয়া) ভাঙ্গিয়া যায় না। এই শ্রেণীর নবুয়ত প্রকৃত পক্ষে হজরত মহম্মদেরই (দঃ) নবুয়ত, কোন স্বতন্ত্র নবুয়ত নহে। হজরত মহম্মদের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ 'ফানা ফি-আল রছুলের অবস্থায় পৌঁছিলে তিনি আল্লাতাআলার অনুগ্রহে মহম্মদী নবুয়তের বস্ত্র পরিধান করিতে সক্ষম হন।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অবিকল এই ভাবেরই দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আল্লাতাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস লাভের একমাত্র উপায় আল্লাতাআলার বাণী কেয়ামত পর্য্যন্ত উম্মতে মহম্মদীয়ার মধ্যে জারি থাকিবে। যাহারা হজরত রছুলে করিমের (দঃ) আদর্শ অনুসরণ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা দেখাইবে, তাঁহারা আল্লাতাআলার অমৃতময় বাণী শ্রবণে কল্পনার অতীত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। উম্মতে মহম্মদীয়ার মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আল্লার বাণী প্রাপ্ত হন, যাহারা শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাতাআলা নবী বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহারা 'জিল্লী', 'বুরুজী' বা 'তোফায়েলী' নবী। হজরত মহি উদ্দিন এবনে আরবী, এমাম আবদুল ওহাব শারানী, শায়খ আহমদ সরহিন্দী শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী, হজরত মোল্লা আলী কারী, মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী, মৌলানা মহম্মদ কাসেম নানুতবী প্রভৃতি বিখ্যাত মহাপুরুষগণ উল্লিখিত নবুয়তের দ্বার সর্ব্বদাই হজরত মহম্মদের শিষ্যবর্গের জন্য উন্মুক্ত আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম মহম্মদ পারসা 'ফাসলুল খেতাব' নামক গ্রন্থে আবু জা'ফর আলকামীর সনদে হজরত আলী (র) হইতে নিম্ন লিখিত হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

من ابى جعفر القمى هذا بسناده عن على رضى الله عنه قال رسول الله صلعم - ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا ثلاث مرات - ان مثل امتى كمثل غيث - لا يدرى اوله خير ام اخره - وكيف يهلك امة انا اولها والذى عشر خليفة من بعدى والمسيح عيسى بن مريم اخرها *

"আবু জাফর আলকামার সনদে এই হাদিস হজরত আলী রাজিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, হজরত রছুলাল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, পুলকিত হও, আবার পুলকিত হও, আবার পুলকিত হও—তিনবার—নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উদাহরণ বৃষ্টির ন্যায়। বলা যায় না ইহার প্রথম অংশ উত্তম কিম্বা শেষাংশ। কি প্রকারে এই উম্মত ধ্বংস হইতে পারে যাহার প্রথমে আমি বিদ্যমান, আমার পরে বার জন খলিফা (মুজাদ্দেদ) এবং শেষভাগে মরিয়মের পুত্র মসিহ (ঈসা) থাকিবেন? এই হাদিস প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় হাদিসের সহিত একযোগে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, প্রতিশ্রুত মসিহ খোলাফায়ে রাশেদিন চতুষ্টয়ের পর দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বাদশ জন মুজাদ্দেদ অতীত হইয়া গেলে

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম অংশে আবির্ভূত হইবেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সপ্তম বর্ষে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, আল্লার আদেশে হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। বাইবেলে (Old Testament) দানীয়েল নবী মক্কার পৌত্তলিকতা ধ্বংসের ১২৯০ বৎসর পর প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। হিন্দু, খৃষ্টান ও পার্শিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীও নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এমন কি Star of the East নামক বিখ্যাত সমিতি জগতের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া জগৎগুরুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং শত শত পুস্তক লিখিয়া হাজার হাজার সভায় বক্তৃতা করিয়া প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে গ্রহণ করিবার জন্য জগদ্বাসীকে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। সুতরাং হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) অসময়ে জগৎগুরু, প্রতিশ্রুত মসিহ, এমাম মাহদী, শ্রীকৃষ্ণ বা কল্কী অবতার, মৈত্র বুদ্ধ প্রভৃতি দাবী করেন নাই। আল্লার বাণী পাইয়া তিনি যথা সময়ে 'জিল্লি" বা 'তোফায়েলী, নবুয়তের দাবী করিয়াছেন।

পৃথিবীতে থাকিয়া মানুষের ঐশীজ্ঞান যতটা হওয়া সম্ভব তাহার শেষ পরিণতি হজরত মহম্মদ (দঃ)। তাঁহার অনুসরণ করিয়া মানুষ এখনও ঐশীজ্ঞানে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের তুল্য বা শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। পবিত্র কোরআন এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন,

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الخ

"যাহারা এই রছুলের আদর্শে সম্পূর্ণরূপে আল্লার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাঁহারা নবী, সিদ্দিক (প্রত্যক্ষজ্ঞানী), শহিদ (সত্যপথে আত্মবিলীন) ও সালেহ্‌ গণের (পুণ্যবান গণের) তুল্য আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হইবেন—নবী সিদ্দিক শহিদ ও সালেহ হইবেন।" এখানে নবুয়ত হজরত মহম্মদের (দঃ) আদর্শ অনুসরণের উপর নির্ভর করে বলিয়া স্বাধীন বা তশরিয়ী (নূতন বিধান-দাতা) নবীর আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না কিন্তু গায়ের 'তশরীয়ী' 'বুরুজী' (প্রতিচ্ছবি) নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইতেছে। উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে বুঝা যায়, হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বর্ত্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দেদ, প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী এবং 'জিল্লী' 'বুরুজী' বা 'তোফায়েলী 'গায়ের' তশরিয়ী' নবী এবং ৭৩ টি সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র আহমদী সম্প্রদায়ই হজরত মহম্মদের (দঃ) প্রদর্শিত ও প্রাথমিক মুসলমানগণের অনুসৃত 'সরল' পথে চলিতেছে। আহমদী সম্প্রদায় আজ জগতে সুপরিচিত।

قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني *

'বল, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার শিষ্যগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া লোকদিগকে আল্লার দিকে আহ্বান করিতেছি।" বর্ত্তমান জড়বাদের ঘোর তমসাচ্ছন্ন জগতের কোণে কোণে তাহারাই আজ প্রাথমিক মুসলমানগণের ন্যায় সহায় সম্বলহীন অবস্থায় অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে আল্লার এই আদেশ পালন করিতেছে।

ভাই মুসলমানগণ, আপনারা আহমদীদিগকে যে দৃষ্টিতেই দেখুন না কেন, দর্শন বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম যুক্তি-তর্কের যুগে এসলামের বৈরীগণের সম্মুখে তাহারাই আজ এসলামী আদর্শ দেখাইতেছে। হজরত মৌলানা মৌলবী নুরুদ্দীন মরহুম (রাঃ), হজরত মৌলবী আবদুল করিম মরহুম (রাঃ), আমাদের বর্ত্তমান নেতা হজরত মির্জা বসির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, হজরত মুফতি মহাম্মদ ছাদেক ছাহেব, হজরত আল্লামা হাফেজ রৌসন আলী ছাহেব, হজরত মৌলানা ছরওয়ার শাহ ছাহেব, হজরত মোল্লা আবদুর রহমান সহিদ কাবুলী, হজরত ছাহেবজাদা আবদুল লতীফ সহিদ কাবুলী, হজরত মৌলবী নেয়ামতুল্লাহ খাঁ সহিদ কাবুলী, হজরত মৌলবী আবদুল হালিম সহিদ কাবুলী, হজরত হাফেজ নুর আলী ছাহেব সহিদ কাবুলী, হজরত মৌলবী ওবায়দুল্লাহ মরহুম প্রভৃতি শত শত মনিষী আহমদী স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক শক্তি ও আদর্শ চরিত্র বলে জগতে এসলামের বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়াছেন।

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر * "তোমরাই উৎকৃষ্ট সম্প্রদায়। লোকদিগকে সদুপদেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে আবির্ভূত করিয়াছি।' এই বাণীর সত্যতা আজ তাহারাই প্রমাণ করিতেছেন।

من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية * "যে ব্যক্তি যুগের এমামকে না চিনিয়া মৃত্যু লাভ করে, সে আবু জাহেলের ন্যায় অর্ব্বাচীনের মৃত্যু লাভ করে" এই হাদিসে উল্লিখিত আবু জাহেলী মৃত্যু হইতে একমাত্র আহ্‌মদী সম্প্রদায়ই মুক্ত, কারণ তাহারা যুগের এমাম হজরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মানিয়া লইয়াছে। যাহারা তাহাকে মানে নাই তাহারা 'যত মত, তত পথের' মরিচীকার পাছে ছুটিয়া ছুটিয়া হরিণীর ন্যায় শোচনীয় পরিণতি লাভ করিতেছে।

বন্ধুগণ, রছুলে করিমে উপদেশ স্মরণ করুণ, من مات بغير امام مات ميتة الجاهلية 'যে ব্যক্তি এমামহীন অবস্থায় মরিয়াছে, সে আবু জাহেলের মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' এমামে জামান বলিয়া যিনি স্বীয় দাবী কোর-আন হাদিস সঙ্গত যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন। হে শিক্ষিত যুবক ভ্রাতৃগণ, আপনাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার পূর্ণ স্রোত চলিতেছে। আপনাদের জ্ঞান ও বিবেক সংসারের কুটিলতায় কলুষিত হয় নাই। আপনারা ধীরভাবে চিন্তা করুন। হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী যদি নিশ্চয়ই আল্লার প্রেরিত এমামে জামানা হন; তাঁহাকে অস্বীকার করিলে ঘোর পাতকী হইতে হইবে; আল্লার হুজুরে মুখ দেখান যাইবে না। আপনারা অন্ততঃ তিন দিন তাঁহার দাবী আলোচনার পর শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি তিনি এমামে জামানা নহেন? হজরত মির্জা গোলাম আহমদ এসলাম প্রচারের জন্য যে শক্তিশালী মিশন গঠন করিয়াছেন, জগতের আর কোথাও তাহার তুলনা দেখাইতে পারেন কি? যদি না পারেন, নিশ্চয় জানিবেন আল্লতালা এসলামের বিজয় ডঙ্কা বাজাইবার জন্যই হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ওলামা বা পীর ছাহেবগণের সম্বন্ধে অগণ্য অতি কল্পনা করিয়া অমূল্য জীবন হেলায় কাটাইবেন না। বন্ধুগণ, নিশ্চয় জানিবেন যাহার মধ্যে আলো আছে তিনি ব্যতীত আর কেহ আলো দিতে পারেন না। তেঁতুল গাছে কখনও আম ফলে না।

বন্ধুগণ, সরল পথে আসুন। যে পথে চলিয়া মানুষ ছালেহ, শহিদ, সিদ্দিক ও নবী হইতে পারে, সেই পথে আসুন। সরল পথে চলিয়া হজরত নুহ, হজরত এব্রাহিম, হজরত এছমাইল, এছহাক, এয়াকুব ও হজরত ইউছুফ নবী হইয়াছিলেন। সরল পথে চলিয়া হজরত মুসা, ইলিয়াস, দাউদ, সোলায়মান, জাকারিয়া, ইহাইয়া হজরত ঈসা প্রভৃতি নবী হইয়াছিলেন। শেষ সরল পথ হজরত মহম্মদের (দঃ) পথ যে পথে চলিয়া শত শত মহাপুরুষ আল্লার বাণী শুনিয়াছেন, হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী হজরত ঈসার সদৃশ গায়ের তশরিয়ী 'বুরুজী' নবী হইয়াছেন এবং মাহদী ঈসা প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছেন। বর্ত্তমান ঘোর ধর্ম্মহীনতার যুগে হজরত মির্জা গোলাম আহমদই আবার সরল পথ খুজিয়া বাহির করিয়াছেন যে পথে চলিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ ঐশীবাণী মোকাশফা ও ফেরেস্তার দর্শন লাভ করিতেছেন; যে পথে চলিয়া শত শত আহমদী ওহি এলহাম পাইয়া আল্লার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস সঞ্চয় করিতেছেন। যে পথে আল্লার বাণী প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই পথই সরল, তাহাই صراط المستقيم আসুন, সরল পথে চলিয়া খোদার বাণী পাইতে চেষ্টা করুন। যে পথে আল্লার বাণীর দ্বার উন্মুক্ত নাই, শুধু যুক্তিহীন নিরস শাস্ত্রীয় পরিভাষা লইয়া ঝগড়া আছে, সে পথে যাইবেন না, তাহাই বক্রপথ। বক্রপথে সারা জীবন চলিলেও কোন আলো পাইবেন না। বক্রপথ এসলাম নহে, সরল পথই এসলাম বা আহমদীয়ত।

জগদ্ গুরুর আবির্ভাব।

(আবু মহম্মদ হুছাম উদ্দীন হায়দর বি, এ)

আমরা "অবতারবাদ" প্রবন্ধে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র নিহিত একটী চিরন্তন সত্য ও তাহার উপযোগীতা এবং আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে সংকিঞ্চিত আলোচনা করিয়াছি। সৃষ্টিকর্ত্তা মানবজাতির এই নশ্বর দেহের লালনের ও রক্ষণের জন্য কত উপকরণ সামগ্রী চারিদিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি আমাদের অবিনশ্বর আত্মার মঙ্গল ও বিকাশের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই, ইহা কি সম্ভব? আমরা এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বা দ্বৈত সম্বন্ধীয় তর্কের ঘোরপাকে নিজকে ফেলিতে চাহিনা। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে মানবাত্মা এক সুনির্দ্দিষ্ট নিয়তির পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। আমরা সকলেই এই পথের যাত্রী আর অবতারগণ হইতেছেন এই যাত্রার "পথের আলো"। তাঁহারাই পথ প্রদর্শকরূপে আমাদিগকে নানা সংশয় ও সংগ্রামের মধ্য হইতে সুনিশ্চয়তার রাজ্যে পৌছাইয়া দেন।

সকল ধর্ম্মেই এইরূপ অবতারগণের যুগে যুগে আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। ইহারা আসিয়া পথভ্রান্ত মানব জাতিকে সুপথে আনয়ন করেন এবং তমসার গাঢ় আবরণে লুক্কায়িত সত্যকে আবার পূর্ণ চন্দ্রের মত দেদীপ্যমান করেন। তাঁহারা অধ্যাত্ম আকাশে গ্রহ নক্ষত্ররূপে আলোকদান করিয়া থাকেন। কোন কোন ধর্ম্মে এই সকল মহাপুরুষ গণকে দেবতার আসনে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি যে ভক্তির আতিশয্যে মানবজাতির এই সকল মহাকল্যাণকারী মহাপুরুষগণকে দেবতার শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সকলেই মানব সন্তান ছিলেন এবং মানব প্রকৃতি সুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহাদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। কেহই জরা, মরণের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যুই মানুষের মানবীয়তার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। সকল দেশ ও সকল জাতির ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরাণিক যুগ হইতে আগত কিংবদন্তী সমূহে জাতির মহাপুরুষগণকে (National heroes) এইরূপে অতি মানব, বা দেবতা এমন কি সাক্ষাৎ ভগবান রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতি নানারূপ ঐশ্বরিক শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেই অতীত যুগে অভিনীত ঘটনাবলী লোক মুখে চলিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমেই রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে আমাদের নিকট উপনীত হইয়াছে।

অবতারবাদ সম্বন্ধে আরও একটী বিস্ময়কর ব্যাপার এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। সকল ধর্ম্মেই আর একটী বিশ্বাস, বহু অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বিশ্বাসটী একদিকে যেমন প্রাচীন হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ ও ইহুদী ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আধুনিক খৃষ্টান ধর্ম্ম ও ইছলামেও ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। সকল ধর্ম্মেই উক্ত আছে যে শেষ যুগে একজন জগদ-গুরুর আবির্ভাব হইবে যিনি ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং জগতে অখণ্ড শান্তি আনয়ন করিবেন। হিন্দু শাস্ত্রে কল্কী অবতারের আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত আছে। পুরাণ গ্রন্থের বহুস্থলে এই প্রত্যাশিত কল্কী অবতারের উল্লেখ আছে। বিষ্ণু কলির শেষে কল্কীরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবেন। কল্কীপুরাণে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিতেছেন, 'আমি তোমার অনুরোধ ক্রমে সম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সুমতি নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ তোমরা স্বস্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিবে আমি পুনর্ব্বার মরু ও দেবাপি নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবীর শাসন কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করিব (কল্কীপুরাণ ১।১৪-৮) বৌদ্ধ ধর্ম্মেও ভাবী বুদ্ধমৈত্রেয়ের আগমন প্রতীক্ষা

হইতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্র ত্রিপিটকে উক্ত আছে, বুদ্ধদেব বলিতেছেন, যখন মানুষের আয়ুকাল মাত্র অশীতি বৎসর হইবে, তখন ভগবান মৈত্রেয় জগতে আবির্ভূত হইবেন। যে মার্গ আদিতে, মধ্যে ও অন্তে মধুময় তাহা তিনি সম্যক উপদেশ দিবেন, তিনি সম্পূর্ণ ও সুপবিত্র শিক্ষা প্রচার করিবেন। আমার চতুর্দ্দিকে যেমন শত শত শ্রমণ সমবেত হইয়াছে তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেইরূপ সহস্র সহস্র শ্রমণ সমবেত হইবে। খৃষ্টানগণও সেই জগদ্‌-গুরুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেছেন, "সাবধান, তোমরা যেন প্রবঞ্চিত হইও না, কারণ অনেকে আমার নাম ধারণ পূর্ব্বক আসিবে ও বলিবে, আমি খৃষ্ট। তোমরা যেন তাহাদের অনুগমন করিও না" (লুক ২১, ৫।৭) পারসিকগণ এইরূপে তাঁহাদের পরিত্রাণকারী মেছিও দারবাহানীর (Mesio Darbahani) আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহুদীগণ তাঁহাদের মেছায়ার আগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস মেছায়া তাহাদিগকে পুনরায় এক ছত্রাধীনে আনয়ন করিবেন এবং জগতের বরেণ্য জাতিতে পরিণত করিবেন।

এইরূপে ইছলাম ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহে এই প্রত্যাশিত জগদ্‌-গুরুর অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রভু মহম্মদ (আঃ) তাঁহাকে ইমাম মাহ্‌দী বা 'ভগবৎ-পরিচালিত নেতা' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার আগমন কালের অনেক নিদর্শন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। যাতায়াতের জন্য উষ্ট্রের ব্যবহার উঠিয়া যাইবে অর্থাৎ ভ্রমণের নব নব প্রণালী সকল আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া উষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবেনা। (?)

২। সমুদ্র এবং নদীবক্ষ বিদীর্ণ হইবে অর্থাৎ অনেক খাল খনন করিয়া তন্মধ্যে জল আনা হইবে।

৩। যাতায়াতের পথ সুগম হইবে। সকল দেশ ও সর্ব্ব জাতির মধ্যে পরিচয় ও আদান প্রদান হইবে।

৪। সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদির বহুল প্রচলন হইবে।

৫। খৃষ্টান জাতি অতিশয় শক্তিশালী হইবে।

৬। মোছলমানগণ ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। ইছলামের শিক্ষা উঠিয়া যাইবে। মৌলবীগণ আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকিবে। মোছলমানগণ অনেক দলে বিভক্ত হইবে এবং তাহারা দুর্গতির চরম সীমায় পৌছিবে।

৭। মদ্যপান ও দুর্নীতি যৎপরোনাস্তি বিস্তার লাভ করিবে।

৮। স্ত্রীলোকেরা লজ্জাহীনা হইবে। পুরুষ হইতে তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইবে। শরীরের যে সকল স্থান ঢাকিয়া রাখা এতদিন শিষ্টাচারানুমুদিত ছিল বলিয়া গণ্য হইত সে সকল স্থান তাঁহারা অনাবৃত রাখিবে।

৯। শ্রমজীবির দল রাজ্য শাসন করিবে।

হজরত মহম্মদ (আঃ) আরও বলিয়া গিয়াছেন যে এমাম মাহদীর সময় ধর্ম্মযুদ্ধ হারাম হইবে। তিনি শান্তির সংবাদ বাহক রূপে আগমন করিবেন এবং ন্যায়ের অবতার-রূপে পৃথিবীকে ধর্ম্মের শাসনাধীনে আনিবেন।

কি আশ্চর্য্য! সুদীর্ঘ ৫০০০ বৎসর যাবৎ মানব জাতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া শেষ যুগে এক অবতারের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। সকল জাতিই এই বিশ্বাসটি অতি আগ্রহের সহিত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। কত জাতি জীবনের সুখ সম্পদ এমনকি স্বাধীনতা ধন পর্য্যন্ত হারাইয়াও কেবল এই বিশ্বাসটির উপর ভর করিয়াছে। কুহকিনী আশা তাহাদের ভবিষ্যত এই তূলিকাটীর সাহায্যে উজ্জল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরপদ-দলিত তুচ্ছ জীবনকে সহনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছে যে সেই প্রতিশ্রুত জগদগুরুর আবির্ভাবে তাহাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে এবং তাহারা একদিন বিশ্বের আসরে স্থান পাইবে। ঘরে আগুন ধরিলে যেমন স্নেহময়ী মাতা গৃহের সব ধনরত্ন অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া শুধু প্রাণ-প্রতিম শিশুটীকে বক্ষে চাপিয়া বাহির হইয়া পড়ে, মানব জাতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সমূহও কালের নির্ম্মম গ্রাসে আর সব কিছু নিক্ষেপ করিয়া এই বিশ্বাস রত্নটীকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে।

এস্থলে কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপ প্রণিধান যোগ্য।

প্রথমতঃ উপরোক্ত জগদ-গুরুর আগমন সংবাদটী সকল জাতিই স্বাধীনভাবে তাহাদের অবতারগণের নিকট হইতে পাইয়াছে। ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে এক জাতি অপর জাতির নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রচার করিয়াছে। যৎকালে এই বিশ্বাসটী তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তখন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পর্ব্বত সমুদ্র প্রভৃতি তৎকালীন অলঙ্ঘনীয় বাধা বিঘ্ন সমূহ পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ও যাতায়াতের সম্পূর্ণ অন্তরায় ছিল। 'ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখেনি ভারত, ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখেনি ইংলণ্ড' ঠিক যেন এই অবস্থা। সুতরাং এই সংবাদটী বিভিন্ন জাতির অবতারগণ এমন কোন উপায়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যাহার মূল উৎস এক—যেমন বিশ্ববার্ত্তাবাহক রয়টার নিজ কেন্দ্রস্থলে বসিয়া পৃথিবীর চারিধারে একই সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে সমস্ত বিশ্বসংসারের নিয়ামক একমাত্র বিধাতৃপুরুষের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। যিনি পৃথিবীতে আলো বাতাস প্রেরণ করিতেছেন, তিনিই মানব জাতির নিকট তাঁহার প্রিয় সন্তানগণ যোগে এই আশার বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যদি ইহা স্বীকৃত হয় যে বিশ্বের একমাত্র প্রভু খোদাতালা এই সংবাদটী পাঠাইয়াছেন যে তিনি মানবজাতির মধ্যে শেষযুগে একজন অবতার প্রেরণ করিবেন তবে এই বাক্যের একমাত্র অর্থ এই হয় যে শেষযুগে মানবকুলের মঙ্গলের জন্য শুধু একজন মহাপুরুষ আগমন করিবেন। ইহা কখনও হইতে পারে না যে তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক এক জন অবতার পাঠাইবেন। সুতরাং হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পারসীকই হউন, ইহুদীই হউন, খৃষ্টানই হউন, অথবা মোছলেমই হউন সকলকে একই অবতারের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। বহু অবতারের আগমন হইবে না, তাহা হইলে শান্তির চেয়ে অশান্তির সম্ভাবনাই অধিক হইবে। কারণ একাধিক হইলেই মতভেদ অনিবার্য্য সুতরাং শান্তি সুদূরপরাহত। তৃতীয়তঃ এই বিশ্বাস হইতে আর একটী স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সকল ধর্ম্মই ভগবান-প্রেরিত। সকল ধর্ম্মই আদিম অবস্থায় মানুষকে সুপথে পরিচালনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সকল ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তকগণ যথার্থ ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির নমস্য। এই সত্যকেই সমর্থন করিয়া কোরআন বলিতেছেন—"এমন জাতি নাই যাহার মধ্যে আমি আমার সংবাদবাহক প্রেরণ করি নাই।" তিনি ভারত, পারস্য, চীন, পেলেষ্টাইন, আরব যেখানেই আবির্ভূত হউক না কেন সকল জাতির ভক্তি-অর্ঘ্য তাঁহার প্রাপ্য।

আবার ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে শুধু একটি জাতির ভিতর হইতেই সেই যুগাবতারের আবির্ভাব হইবে। অবশিষ্ট জাতিগণের আশানুরূপ এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে না। সেই জগৎকারণ সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলময় পুরুষের মহান্ ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই। তাঁহার মহান্ ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি ধারণাও করিতে পারে না যে কিরূপে ইহা প্রকাশমান হইবে। ভাগ্যবান্ সেই ব্যক্তি যিনি সকল অবস্থায় তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত। দুর্ভাগ্য সে যে ভগবদেচ্ছাকে স্বকীয় কল্পনার অনুরূপ না পাইলে তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হয়।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও কোন মতভেদ দৃষ্ট হয় না। সকল ধর্ম্মই একবাক্যে বলিতেছে যে বর্ত্তমান-কালই তাঁহার আগমনের উপযুক্ত সময়। সমগ্র জগতের মানবজাতির মধ্যে তাঁহার আগমনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। মনুষ্যজাতির এমনি শোচনীয় অবস্থা যে কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কি পরিবার সর্ব্বত্রই এক নিরাশার দীর্ঘশ্বাস শ্রুত হইতেছে। মানুষের কোথাও শান্তি নাই। অধর্ম্ম, দুর্নীতি, অনাচার, অবিচার সর্ব্বত্র অব্যাহতভাবে বিরাজমান। সারা বিশ্বে পাপের জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। পাপের আস্ফালনে পুণ্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। দুর্ব্বলের উপর বুক ফুলাইয়া অত্যাচার করিতেছে। দুর্নীতির স্রোত তীব্রবেগে বহিতেছে। ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে এই সময়ের যে সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা এক্ষণে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতাগণ এবং ধর্ম্মযাজকগণ জাতীয় শরীরের ব্যাধিসমূহ দূরীকরণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা নিরাশায়

হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। চিন্তাশীল মণিষীগণ একবাক্যে বলিতেছেন পৃথিবীর এই অসহনীয় অবস্থা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষের এই সঙ্কটাবস্থায় পরম কারুণিক আল্লাতালা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান ও শক্তি প্রাপ্ত কোন মহাপুরুষকে মানবদুঃখ মোচনের জন্ম তাহাদের মধ্যে অভ্যুদিত করিবেন। ক্রমশঃ

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বৈশাখ মাস—ভারতের বর্ত্তমান ভাঙ্গা গড়ার যুগে বাঙ্গালার ইতিহাসে ১৩৩২ সালের বৈশাখ একটী স্মরণীয় মাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। ফরিদপুর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে টেপাখলা নামক স্থানে পদ্মার এক বিশাল চরের উপর গত ১৯শে বৈশাখ শনিবার হইতে ২১বৈশাখ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, প্রাদেশিক হিন্দু সভা, ইসলামিয়া কনফারেন্স শিল্প প্রদর্শনী ও স্বাস্থ্য সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনিষীগণ ভারতের ভবিষ্যৎ ও বাঙ্গালার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহার কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে সকলে একমত না হইলেও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বিচারে তাঁহাদের উপদেশ যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। হিন্দু সভার সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর ইসলামিয়া কনফারেন্সের সভাপতি হইয়াছিলেন মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেব। আমরা সমিতিত্রয়ের কার্য্যবিবরণী সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

রাষ্ট্রীয় সমিতি—প্রথম দিন তারকেশ্বর তীর্থ, পল্লীগঠন, জমিদার ও প্রজার কর্ত্তব্য, নিগৃহীত দেশ সেবক ভাণ্ডার, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রবর্ত্তন, রাজনীতিক কর্ম্মীদের জন্ম সাহায্য ভাণ্ডার, নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং মিউনিসিপাল ও জিলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে চরকার প্রচলন সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় দিবসের উল্লেখ যোগ্য প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতীয় স্বরাজের আদর্শ, তৃতীয় প্রস্তাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ এবং চতুর্থ প্রস্তাবে ২য় ও ৩য় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য জানাইয়া দেওয়া হয়। এই তিনটী প্রস্তাব লইয়া ভারতময় আন্দোলন হইতেছে।

হিন্দুসভা—(১) "হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন; (২) দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অপহৃত নারীদিগকে উদ্ধার করিয়া সমাজে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া। (৩) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করা।" আশা করি হিন্দু সমাজ প্রস্তাবগুলি অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবেন। কারণ ইহাও হিন্দু মোসলেম একতার একটি প্রধান উপায়।

ইসলামিয়া কনফারেন্স—"(১) সমগ্র বাঙ্গালার মোছলমানগণকে লইয়া একটী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। মোছলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষা ও মতামত প্রকাশ করা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য হইবে। (২) সার্ভাণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর অনুকরণে একটি যুবক সঙ্ঘ স্থাপন করিতে হইবে। (৩) বাঙলায় একখানি অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিতে হইবে। (৪) পাঞ্জাবের ডাঃ ছয়ফুদ্দিন কিচলুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাংলার মছজিদগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। (৫) মুছলমান যুবকদিগের শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্ম প্রত্যেক গ্রামে আখড়া স্থাপন করিতে হইবে।" হক ছাহেবের উক্ত প্রস্তাবগুলি শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান সমাজের সংগঠনে যে হিতকারী তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি উক্ত প্রস্তাবগুলি অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করার জন্ম হক্‌সাহেবই সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

ভারতীয় বৈদিক সভা—গত ২৬শে এপ্রিল হাওড়া, 'পৃথিবীর ইতিহাস' আফিসে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় বৈদিক সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ করা গিয়াছে, আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সভার পূর্ব্ববর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ভারতে বৈদিক জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারই এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ, গত বৎসর এই উদ্দেশ্যে (১) বিভিন্ন জিলায় এবং মফঃসলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেদ শিক্ষা দিবার জন্ম প্রচারক পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল (২) বৈদিক জ্ঞান প্রচারে কার্য্যতঃ যোগদানকারী ছাত্রগণকে সাহায্য করা হইয়াছিল এবং (৩) মূল্য দানে অসমর্থ বেদ শিক্ষা করিতে বিশেষরূপে আকাঙ্ক্ষী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বেদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অবশ্য এই কাজে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কালে বেদ সম্বন্ধে যদি কিছু জানা সম্ভব হয়, বৈদিক সভার সদস্য ও প্রচারকগণ নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন। 'কবির কল্পিত নিধি' পরশমণির ন্যায় বেদের নাম বহুবার শুনিয়া থাকিলেও মোক্ষমুলার সাহেব ও মিঃ আর, সি, দত্তের ইংরাজী অনুবাদ ও পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ঋগ্বেদ নামক কয়েক খণ্ড অনুবাদ গ্রন্থ ব্যতীত আসল বেদ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে জুটে নাই। শতকরা অন্ততঃ ৯০ জন হিন্দুও যে কখনও বেদ দেখে নাই, তাহাও আমরা বলিতে পারি। সুতরাং কল্পনার বাহিরে বাস্তব জগতে আসল বেদের

অস্তিত্ব দেখিবার জন্য বৈদিক সভার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই ; আশা করি সদুত্তর পাইব।

(১) বর্ত্তমানে বেদের এমন কোন একটী সংস্করণ আছে কি যাহা অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দু পূর্ণ বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ? যদি থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার পরিচয় ও প্রাপ্তি স্থান প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

(২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যদি অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর স্বীকৃত বেদের সন্ধান দিতে পারেন. অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার মৌলিকতা ও অপ্রক্ষিপ্ততার প্রমাণ দিয়া বাধিত করিবেন।

(৩) চারি পাঁচ হাজার বা ততোধিক বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ বেদের মৃত ভাষা সঠিকভাবে অনুবাদ করা সম্ভব কি ? শব্দার্থ বা ভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার উপায় কি ?

(৪) বেদ হইতে এমন কোন সত্য প্রকাশ করিতে পারেন কি যাহা বর্ত্তমান যুগের একটী জীবিত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ কোরআনে নাই ? (অবশ্য বেদের অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর মত সম্মত Authorised সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের নিকট ইত্যাকার কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত হইবে না।) আকাশ, বায়ু, মেঘ, জল, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা বা ইত্যাকার কোন কথা যদি প্রকাশ করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার যৌক্তিকতা ও উপকার সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবেন।

✓ মহাত্মা গান্ধী ও দেবদেবী পূজা—মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি 'নবজীবন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "যখন আমি কন্যা-কুমারী দেব মন্দির দর্শন করিতেছিলাম, তখন আমার মনে হইতেছিল, মূর্ত্তিপূজা হিন্দুগণের অজ্ঞানতার পরিচায়ক নহে ; ইহা তাহাদের জ্ঞানেরই প্রকাশক। হিন্দুগণ মূর্ত্তিপূজার পথ দেখাইয়া এক ঈশ্বরকে বহু ঈশ্বর বলেন নাই। পরন্তু তাহারা জগৎকে ইহাই দেখাইয়াছেন যে মানুষ এক ঈশ্বরকে অনেকরূপেই পূজা করিতে পারে। অপিচ মানুষ এইরূপেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ আপনাদিগকে মূর্ত্তি-পূজক বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু ইহারা আপনাদের কল্পনার পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহারাও মূর্ত্তিপূজক। মসজেদ ও গির্জ্জাও মূর্ত্তিপূজা। বস্তুতঃ ইহা দোষজনক নহে। কোরআনে ও বাইবেলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের কথা আছে ; এই যে কল্পনা ইহাও মূর্ত্তিপূজা। ইহাও দোষের নহে। তবে হিন্দুগণ ইহাদের অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছেন। যিনি যেরূপে পছন্দ করিবেন, তিনি সেইরূপেই ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিবেন। যাহারা পাথর, সোনা ও রূপার মূর্ত্তিতে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহাদের মোক্ষলাভের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। হিন্দুরা এই কথাই বলেন।"

সহযোগী 'বঙ্গবাসী' মহাত্মা গান্ধীর এই কয়টি কথা ভাবিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা মূর্ত্তিপূজার সপক্ষে বহু যুক্তি শুনিয়াছি ; মহাত্মাজীর কথা কয়টিও উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। মূর্ত্তিপূজার একটুও সার্থকতা দেখিতে পাই না ; পরন্তু ইহার আশু অবসানেই জগতের হিত ও কল্যাণ দেখিতে পাই। কোটি কোটি হিন্দু একমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য আরাধনা মাটির পুতুল, গাছ, পাথর প্রভৃতি নিকৃষ্ট পদার্থে অর্পণ করিয়া থাকেন। পুতুল দেবদেবী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কল্পনা, এ সমুদয়ের পূজা অর্চ্চনা না করিলেও যে চলিতে পারে, এ কথা ইহারা জানেন না। পক্ষান্তরে কেহ এ কথা বলিলে সাধারণ হিন্দু তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিবে না। সকল ধর্ম্মেরই নিম্নস্তরে অল্পবিস্তর গোড়ামী ও মূর্খতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর শতকরা নব্বইজন অজ্ঞ হিন্দুর কথা ছাড়িয়া দিলেও মহাত্মাজীর মত সুশিক্ষিত ব্যক্তিও যখন মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করিতে যাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব আরাধনা ও মোক্ষলাভকে মানুষের স্ব কপোল কল্পিত কতকগুলি কল্পনা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন মূর্ত্তিপূজা যে নাস্তিকতা বা ধর্ম্মহীনতার একটা শ্রেষ্ঠ কারণ তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মূর্ত্তিপূজকগণ ঈশ্বরের সন্ধান না পাইয়া নিজেরাই ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়া লন এবং মোক্ষলাভকে একটা আকাশ কুসুম মনে করেন। কল্পনার আকাশ কুসুম ব্যতীত কোন বাস্তব লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথে পরস্পর বিপরীতমুখী শত শত ব্যবস্থা কখনও কার্য্যকরী হইতে পারে কি ? এই প্রকার সিদ্ধান্তের Deductive, Inductive কোন প্রকার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন কি ? শ্রুতিমধুর মিথ্যা কল্পনা অপেক্ষা শ্রুতিকর্কশ সত্য কথা শ্রেয়ঃ, এসলাম এই শিক্ষা দেয়। প্রতিমার উপাসনা ও প্রতিমার সংহার একই লক্ষ্যে উপনীত করিবে, হিন্দুধর্ম্ম এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রচার করিতে পারে কিন্তু বিবেক বুদ্ধি এই শ্রেণীর প্রলাপে মুগ্ধ থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আরাধনা ও মোক্ষলাভ কল্পনার আকাশ কুসুম নহে। মুসলমানেরা কল্পনার উপাসনা করে না। মুসলমান প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বাস করে, ঈশ্বর আছেন, ডাকিলে তিনি উত্তর দিয়া থাকেন। এ বিশ্বাস মূর্ত্তিপূজার ন্যায় কল্পনা নহে। লণ্ডন প্রত্যাগতের মুখে লণ্ডনের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করার ন্যায় আল্লার বাণী স্বর্গীয় গ্রন্থ দেখিয়া এবং আল্লার বাণীপ্রাপ্ত মুসলিমের সহিত আলাপ করিয়া এইরূপ বিশ্বাস করা হয়। এই বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিম প্রত্যহ অন্যূন ৩২ বার আল্লার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা করে এবং উন্নত অবস্থায় এই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। ইহাই কোরআন ও বাইবেলে উক্ত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ। মহাত্মাজীর অবশিষ্ট কথাগুলির কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। 'আত্মবৎ মন্যতে জগতে' এই প্রবাদ অনুযায়ী মহাত্মাজী পৃথিবীর সকল জাতিকেই মূর্ত্তিপূজকের ন্যায় কল্পনার উপাসক মনে করিয়াছেন এবং মসজিদ গির্জ্জা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার চোখে প্রতিমা বই আর কিছু নহে।

মোসলমানের হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ—"সোনামিং থানার অধীন মগরা গ্রাম নিবাসী জনৈক শিক্ষিত মুসলমান কলিকাতা আর্য্য সমাজে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।" (সঞ্জীবনী) মোল্লা, মৌলবী ও পীর সাহেবান 'মুরিদানে' ঘুরিয়া 'দাওয়াত' খাইলে চলিবে কি?

মোসলমানের কোরআন ভক্তি—"কলিকাতা ৭।৭ ওয়েলেসলী ষ্টীটের অধিবাসী মেটার দিন খ ন নামক একজন পেশোয়ারী একখানা কোরআনের নীচে ৭২ প্যাকেট কোকেন লুকাইয়া রাখিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়। বিচারে তাহার ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানা না দিলে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" আনন্দবাজার পত্রিকা।

হায়রে মুসলমান! অবশেষে কি তোমরা পবিত্র কোরআনকে এইরূপে ভক্তি সম্মান করিতে শিখিয়াছ?

পীর সাহেবের ফতোয়া—"মৌলানা আবুবকর ছাহেব নাকি ফরিদপুরে ফতোয়া দিয়াছিলেন বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করা কাফেরের কার্য্য; আর প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগ দেওয়াও তদ্রূপ; কেননা সেখানে গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল।" কিছুদিন হইল সুফী সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দল ভুক্ত মোসলমান সদস্যগণকেও কাফের বলিয়া একখানা ফতোয়া জারী করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। বলি, কথায় কথায় "কাফেরী ফতোয়া জারী না করিলে কি পীরের "বুজর্গী" জাহের হয় না?

কোহাটের হিন্দু মুসলমান বিরোধ—উপলক্ষে প্রবীণ সহযোগী 'প্রবাসী' গত বৈশাখ সংখ্যায় বলেন, "উভয় সম্প্রদায়ের মনের মিল যাহাতে হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু কোন প্রকার চুক্তি দ্বারা তাহা হইবে না। যখন মানুষের হৃদয় মন আত্মার দেশ এক হয়, তাহাদের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শ এক হয়, তখনই তাহাদের প্রকৃত ও স্থায়ী সদ্ভাব সম্ভবপর হয়।" সহযোগীর সহিত এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে এক মত। কিন্তু "সাধনা দ্বারা ভারতীয় সকল সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই আদর্শের দেশে সকলের আত্মাকে বাস করিতে হইবে। তবেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে।" সহযোগীর এই উক্তি মধ্যে কোন আলোক পাওয়া যায় না। 'ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ' কি? তাহা 'উপলব্ধি' করিবার উপায় কি? ইহার স্পষ্ট মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত খেয়ালের আকাশ কুসুম নির্ম্মাণ করা ভিন্ন কোন প্রকার 'সাধনা' সম্ভবপর নহে। সামাজিক ওলট্ পালটের যুগে নূতন সমাজ গঠনের আবশ্যকতা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমান সমাজ সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যতের নূতন আদর্শ সমাজ গঠন বিষয়ে নানা মুনির নানা মত প্রকাশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী সমিতি গঠন করা ভিন্ন মানুষের জ্ঞান আর কিছুই দিতে পারে না—চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে জ্ঞান ও বিচার-শক্তি কোনরূপ বাস্তব সিদ্ধান্তে উপস্থিত করিতে পারে না। ভারতের ভবিষ্যৎ আদর্শ কি হইবে তাহা একমাত্র তিনিই জানেন যিনি ভারত-বর্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রাচীন ভারতের আদর্শ গঠনের নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণকে পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতের আদর্শ গঠনের নিমিত্তও তিনি রুদ্র-গোপাল কৃষ্ণ বা কল্কী অবতার হজরত মির্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) অবতীর্ণ করিয়াছেন। 'অহম্' পরি-ত্যাগ করিয়া খেয়ালী আকাশ কুসুম নির্ম্মাণের চেষ্টা না করিয়া বর্ত্তমান যুগের অবতারের বাণী বুঝিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

লঙ্কাদ্বীপে আহমদীর প্রতি অত্যাচার—সিলোন ডেলি নিউজ (Ceylone Daily News) লিখিতেছেন "গামপোলা নামক স্থানে জনৈক আহমদী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। গোড়া উগ্র স্বভা মুসলমানগণ মৃতদেহ সাধারণ কবরস্থানে সমাহিত করিতে বাধা প্রদান করে। গামপোলাতে আহমদীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন এবং তাহাদের পার্থিব অবস্থাও শোচনীয়; কাজেই তাহাদিগকে এই ব্যাপারে বহু কষ্ট দেওয়া হইতেছিল। সুতরাং স্থানীয় পুলিশের নিকট হইতে তার যোগে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এসিসটেন্ট পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার রাস্তায় এক ডজন সিপাহী ও একজন সার্জ্জেন্টকে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তথায় বহু লোকের সমাগম হয়। ইতমধ্যে কাণ্ডি, কলম্বো এবং নেগাম্বো হইতে শবদেহ সৎকারের জন্য বহু আহমদী আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। এবং পুলিশের হেফাজতে যথারীতি শবদেহ সমাহিত করা হয়।" আমরা "মরহুমার" অনন্ত সুখ প্রার্থনা করি।

জার্ম্মেণী হইতে আহমদী মিসনারী—বগুড়া জিলার অধিবাসী চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার মৌলবী মোবা-রক আলী বি, এ, বি, টি সাহেব সাড়ে চারি বৎসর যোগ্যতার সহিত ইউরোপে ইসলাম প্রচার করিয়া গত মার্চ্চ মাসের শেষভাগে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। ১৯২২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রচার কৌশলে বহু ইংরেজ নরনারী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মিঃ ওসমান ফিমার ব্যারিষ্টার এ্যাট-ল (বর্ত্তমানে হায়দরাবাদে জজ) ও মিঃ খালেদ বানার্জ্জি (বর্ত্তমানে নিজাম রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ার)। ১৯২২ সালের শেষভাগে হজরত খলিফাতুল মসিহর আদেশে তিনি বার্লিনে গমন করেন। দুঃখের বিষয় তথায় সাধারণে প্রচার কার্য্যের বিশেষ সুযোগ হয় নাই। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে দক্ষতার সহিত তিনি প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন। ফলে বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। মৌলবী সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস জনৈক স্কুল-ডিরেক্টর, ধর্ম্ম শাস্ত্রের জনৈক অধ্যাপক এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলের জনৈক শিক্ষক অতি শীঘ্র পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। আমরা মৌলবী সাহেবের জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত Ahmadija Bewegung order Reiner Islam নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। করুণাময় আল্লাতালা মৌলবী সাহেবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

Regd. No. C. 1356.

আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে না", কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন",—এল্‌হাম, হজরত মসিহ মউদ (আঃ)।

১ম বর্ষ। আষাঢ়—১৩৩২ ৩য় সংখ্যা

সম্পাদক—গোলাম ছমদানী, বি, এ।

কার্য্যালয়—
২৯এ ইসমাইল ষ্ট্রীট,
পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।
ভিঃ পিঃতে দুই টাকা পাঁচ আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ তিন আনা।
তিন আনার টিকেট পাঠাইলে
নমুনা পাঠান হয়।

বিষয়-সূচী

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণদ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"——এল্হাম, হজরত মসিহ্ মউদ।

১ম বর্ষ। | আষাঢ়—১৩৩২। | ৩য় সংখ্যা

প্রবঞ্চনা করিও না।

মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক ব্যবহার দেখিয়া তোমরা কি বাস্তবিকই দুঃখিত? মানুষ মানুষের সুখ শান্তির অন্তরায় না হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ইহাই কি তোমাদের কামনা? প্রবঞ্চনা করিও না, হৃদয়ের অন্তস্তল খুলিয়া উত্তর দাও। তোমরা যদি বাস্তবিকই বিশ্বমানবের একতা চাও, মানুষের প্রতি মানুষের দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া সত্য সত্যই যদি তোমাদের প্রাণ কাঁদে, এস, সাদর সম্ভাষণ করিতেছি, বৈচিত্রের মধ্য হইতে একতার উপাদানগুলি নির্ণয় করিয়া আমরা মানুষে মানুষে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, চামার সকলেই একই বিশ্ববিধাতার সৃষ্ট এবং একই আদিপুরুষের বংশধর। তোমরা যদি এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হও, এস, আমরা মিলিত হই। আমরা বিশ্বাস করি, এই পৃথিবীই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য নহে। অবিনশ্বর আত্মার অনন্ত যাত্রার পথে পৃথিবী একটা পান্থশালামাত্র, মৃত্যুর পরেই তাহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। তোমরাও যদি সমবিশ্বাসী হও, এস, মৃত্যুর পর পারের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র ভুলিয়া সংসার-মায়ায় মুগ্ধ থাকিও না। পৃথিবীরূপ পান্থনিবাসের সমুদয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি না। ইহার চাকচিক্য দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইও না, এই কথাই বলিতেছি। কারণ, আত্মবিস্মৃত মানুষই লক্ষ্য-বিচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় ভগবানের শান্তিময় রাজ্যে অশান্তির দাবানল জ্বালাইয়া সোনার সংসার দৈত্যদানবের লীলাভূমি করিয়া তুলে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল অবিশ্বাস কর কি? যদি অবিশ্বাস না কর, শুধু কথায় স্বীকার করিলে চলিবে না। কার্য্যতঃ পরিচয় দাও। প্রবঞ্চনা করিও না; আত্মগোপন করিও না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল সম্বন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, মন খুলিয়া ব্যক্ত কর। ভগবানের রাজত্বে ব্যাধি মাত্রেরই ঔষধ আছে। সন্দেহ বা অবিশ্বাস দূরীকরণে যাহারা সক্ষম, তাহারা সর্ব্বদাই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এস, প্রাণ খুলিয়া কথা বল, কিছুই গোপন করিও না। ভয় নাই, প্রবঞ্চকের হাতে পড়িতে হইবে না। জগতে শুধু প্রবঞ্চক আছে, সাধু নাই একথা মনে করিও না। স্বাধীন প্রাণে স্বাধীন চিন্তা লইয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও, সমস্ত প্রবঞ্চক পলায়ন করিবে। যাহার নিকট সত্য আছে একমাত্র তিনিই সম্মুখীন হইবেন, অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস ও সন্দেহ দূরীভূত করিয়া দিয়া তিনি তোমাকে দৃঢ়নিশ্চয়তার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রস্থান।

(হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌'র তার)

ত্যাগ ও আত্মবিস্মৃতির জলন্ত আদর্শ দেখাইয়া, বাঙ্গালীর চুলচেরা যুক্তিযুক্তি তর্কের স্থলে কর্ম্মের অভিষেক করিয়া, গত ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্নে, বাঙ্গালার মুকুটমণি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মঙ্গলময়ের আহ্বানে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ভারত আজ শোকে অভিভূত। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে এমন করিয়া ভারতবাসী আর কাহারও জন্য কাঁদে নাই। আহমদী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে হজরত খলিফাতুল মসিহ শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :—"আমি মিঃ সি, আর, দাশের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনায় আমার ঐকান্তিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন। রাজনৈতিক মতের ঐক্য না থাকিলেও আমি বরাবর মিঃ দাশকে ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানিতাম।"

এসলাম

(মহম্মদ আবদুল হাফিজ)

(২)

হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে শৈশব অবস্থায় মানুষ মাত্রই আল্লার নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পন-কারী বা মুস্‌লিম। এসলাম বা আল্লার নিকট সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণের অর্থ আল্লার উদ্দেশ্যে নিজস্ব কোন কিছু পরিত্যাগ করা নহে। পরন্তু যাহা কিছু নিজস্ব নয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন না করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান থাকাই এসলাম। এই অর্থে, বৃক্ষ লতা পাতা জীব জন্তু গ্রহ নক্ষত্র—সৃষ্টির অণু পরমাণু সমস্তই স্ব স্ব স্বাভাবিক অবস্থায় মুস্‌লিম। সৃষ্টির অন্যান্য পদার্থের ন্যায় মানুষও শৈশবে প্রকৃতির ধরা বাঁধা নিয়মের অধীনে আল্লার নিকট আত্ম-সমর্পণকারী মুস্‌লিম। সহস্র অনুনয় বিনয় করিলেও অগ্নি যেমন কখনও তাহার দাহিকা শক্তির বাহিরে যাইয়া স্বীয় উপাসকের কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে না, সূর্য্য যেমন কোন মতেই চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করিতে পারে না, অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্র যেমন পূর্ণিমার জ্যোতি প্রকাশ করিতে পারে না, শৈশবে মানুষও তেমনই প্রকৃতির হাতের পুতুল, স্বাধীনতা বা স্বাধীন চিন্তা বলিয়া তাহার বিশেষ কিছুই থাকে না। শৈশবে জ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বেই যাহারা ইহলীলা সাঙ্গ করে, তাহারা নিষ্পাপ ও স্বর্গের অধিকারী।

শৈশবের পর জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আর ধরা বাঁধা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন প্রজা থাকে না, সৃষ্টির অবশিষ্ট সমুদয় পদার্থের প্রকৃতি হইতে তাহার প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া উঠে। শৈশবে, সৃষ্টির অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের ন্যায়, মানুষ থাকে autocracyর নির্ব্বিবাদ প্রজা, শৈশবের পর জ্ঞান বিকাশের অবস্থায় সে পায় Limited Monarchy বা Provincial Autonomy এই সসীম কর্ত্তৃত্ব বা প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের গুরুতর দায়িত্ব বহন করিবার উপযোগী শক্তি আল্লাহতালা মানুষকে দান করিয়াছেন। এই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই মানুষ মুস্‌লিম থাকিতে পারে। মুস্‌লিম থাকাই মানুষের সুখী হইবার একমাত্র পথ। যাবতীয় পদার্থই যখন মুস্‌লিম থাকিয়া, আপন আপন স্বভাবের উপর চলিয়া বাহ্যপ্রকৃতির সর্ব্বত্র একচ্ছত্র শান্তি ও শৃঙ্খলতা রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, মানুষ তাহার স্বভাবের উপর বিদ্যমান থাকিয়া শান্তি পাইবে না কেন?

মানুষ মাত্রই শান্তি চায়। যে যাহা করিতেছে, শান্তি পাইবার জন্যই করিতেছে। অথচ মনুষ্য সমাজে শান্তি অপেক্ষা অশান্তিই অধিক, ইহার কারণ কি? তবে কি মানুষের এই কামনা অসম্ভব? সৃষ্টির সর্ব্বত্রই যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান, তখন কেমন করিয়া বলিব শান্তি মানুষের জন্য অসম্ভব? শান্তি মানুষের জন্য অসম্ভব নহে। আজ যদি জগতের এক চতুর্থাংশ মানুষও প্রকৃত মুস্‌লিম হইয়া যায়, নিশ্চয়ই মনুষ্য সমাজেও শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করিবে। মানব জাতির আদি পিতা আদম মুস্‌লিম ছিলেন, নূহ, এব্রাহিম, এছমাইল, এছহাক, দাউদ, সোলেমান, যীশু খৃষ্ট, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, জোরাষ্টার প্রভৃতি মুসলিম ছিলেন, যাহারা ইঁহাদের শিক্ষা অনুসরণ করিতেন তাহারাও মুস্‌লিম ছিলেন। হজরত মোহম্মদ (দঃ) মুস্‌লিম ছিলেন; যাহারা তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ করেন তাহারাও মুস্‌লিম। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, যীশু খৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ বা হজরত মোহম্মদের (দঃ) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেই তাঁহাদের শিষ্য হওয়া যায় না। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে করিতে যাহাদের জীবন—অন্তর ও বাহির, তাঁহাদেরই প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারাই মহাপুরুষদিগের প্রকৃত শিষ্য বা প্রকৃত মুস্‌লিম। প্রকৃত মুস্‌লিমগণ বাস্তবিকই মহাশান্তিতে আছেন। অমুস্‌লিমদিগকে মুসলিম করিতে না পারা—তাহাদিগের ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে না পারাই প্রকৃত মুস্‌লিমের অনাবিল শান্তির মধ্যে অশান্তির একমাত্র ছাপ। এই অশান্তিই তাহাদিগকে অমুসলিমগণের ,অযুত উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া, অত্যাচার উৎপীড়নের ভয় না করিয়া প্রাণপনে এস্‌লাম বা শান্তির বাণী প্রচারে ব্রতী করে। হজরত মোহম্মদের (দঃ) প্রতিচ্ছবি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম মুস্‌লিম বুরুজী মোহম্মদ (দঃ) হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদিয়ানী বলিয়াছেন ঃ—

نه من از خود نهم در کوچهٔ پند و نصیحت پا
که همدردی درد آنها به جبر و زور را کراهم
غم خلق خدا صرف از زبان خوردن چه کارست این
گرش صد جان به پا ریزم هنوزش عذر میخواهم
چو شام پر غبار و تیره حال عالمی بینم
خدا بر من فرود آرد دعا های سحرگاهم

'আমি ইচ্ছা করিয়া উপদেষ্টার আসনে পা দেই নাই। পরদুঃখকাতরতা আমাকে বলপূর্ব্বক ঐ আসনে বসাইয়াছে। মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শনের মূল্য কি? শতবারও যদি আমি এই কাজে জীবনাহুতি দেই, তবুও বলিব কিছুই করিতে পারি নাই। ধূলি ধূসরিত গোধূলি ও জগতের অন্ধকার অবস্থা যখন দেখি, তখন খোদা আমার উষাকালীন আশীর্ব্বাদ তাহাদের প্রতি বর্ষণ করান।''

বাল্যের অবসানে, যৌবনে পদার্পণ করিয়া জ্ঞান বিবাশের সহিত, Provincial Autonomy পাইবার সঙ্গে সঙ্গে শতমুখী মনোবৃত্তি ও সহস্র পারিপার্শ্বিক আকর্ষণের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ বিষম ঘুর পাক খাইতে থাকে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, ক্ষমা প্রেম করুনা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবীয় মনোবৃত্তি-নিচয় পারিপার্শ্বিক প্রবল আকর্ষণের সাহায্যে মানুষের স্বাধীনতার উপরে স্ব স্ব পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে চায়। এই শতমুখী প্রবৃত্তি বা আকর্ষণের দাস না হইয়া প্রভুভাবে তাহাদের যথাযথ ব্যবহার করাই এসলাম। মুস্‌লিম প্রবৃত্তি বা আকর্ষণের দাসত্ব করে না, বরং প্রভুত্ব করে। মুস্‌লিম প্রবৃত্তি বা আকর্ষণের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিব না বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে না, প্রাণপনে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইতে চেষ্টা করে। শত্রুর আঘাতে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা মুস্‌লিম জানে না, প্রবল শত্রুর সম্মুখে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শহিদ হওয়াই শ্রেয় মনে করে। অধ্যবসায় মুস্‌লিমের ভূষণ।

সসীম স্বাধীনতাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহারই মনুষ্যত্ব। সনাতন এসলামের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ দেখান। কেমন করিয়া মানুষ প্রবৃত্তির দাস না হইয়া প্রভু হইতে পারে? কেমন করিয়া মানুষ বিপরীত-মুখী প্রবৃত্তি সমূহের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে,—কেমন করিয়া মানুষ ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সংসার সাগরের উত্তাল তরঙ্গ মাথার উপর দিয়া জীবন তরী নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে পারে;—

এই সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা করাই সনাতন এসলামের সর্ব্ব-প্রধান সমস্যা। এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে পারাই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। জগতে শত শত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যে ধর্ম্মে এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা নাই, তাহা ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। এই সমুদয় প্রশ্ন কেবল বর্ত্তমান জগতের জন্যই নহে; আদিকাল হইতে যুগে যুগে এই একই প্রশ্ন চলিয়া আসিতেছে। আদিকাল হইতে লক্ষ লক্ষ জীবন এই প্রশ্নের মীমাংসায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, দুই শ্রেণীর লোকে দুইভাবে মানব জীবনের এই অপরিহার্য্য প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এক শ্রেণীর ভাবুকের মতে এই প্রশ্নের মীমাংসার একমাত্র উপায় বুদ্ধিবৃত্তির সদ্ব্যবহার করা। ইহাদিগকে কোরআনের পরিভাষায় মুস্‌রিক বা বস্তুস্বত্ববাদী বলা হয়। কারণ, এই শ্রেণীর জ্ঞানিগণ সম-বেতভাবে কখনও একমত হইতে পারেন নাই। "ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির পুতুল গাছ পাথর চন্দ্র সূর্য্য আকাশ বায়ু প্রভৃতির নিকট জীবশ্রেষ্ঠ মানবের মস্তক অবনত করা পর্য্যন্ত সমুদয় জ্ঞান বিবেক বিরুদ্ধ শিক্ষা এই শ্রেণীর জ্ঞানিগণই প্রচার করিয়াছেন। ইহাদেরই উত্তরাধিকারিগণ বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বভৌমিক ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচারের নামে সমাজ বা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া মানুষকে আল্লার উপা-সনার পরিবর্ত্তে খেয়ালের উপাসনার দিকে টানিয়া আনি-তেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবুকেরা বলেন, জ্ঞান বাস্তবিকই সত্যাসত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হইলেও স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানের কোনই মূল্য নাই। হাজার জ্ঞানী হইলেও অন্ধ কখনও বর্ণ বিশ্লেষণ করিতে পারে না, বধির কখনও শব্দের মধুরত্ব বুঝিতে করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় বিশেষের সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু। কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ইন্দ্রিয় বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞান (reason) সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পারে। কোনও একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া মানুষ কল্পনা করিতে পারে, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মনিষীগণকে কোরআনের পরিভাষায় আহ্‌লে-কেতাব বলা হয়। আহ্‌লে-কেতাবগণ আদিকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত মানবীয় প্রশ্ন সমূহের একই মীমাংসা দিয়া আসিতেছেন। ইহারা বলেন নিশ্চয়ই একটা মহাশক্তি আছেন যাহার ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছি, যাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে জরা, রোগ, শোক, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়, যাহার ইচ্ছায় পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা। জীবগণের যাহা কিছু আবশ্যক, তিনিই সরবরাহ করেন। মানুষের জীবনধারনের জন্য তিনি যেমন বিবিধ সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই মানবীয় স্বাধীনতার সম্যক ব্যবহার করিবার পথও তিনিই বলিয়া দেন। অবশ্য তাঁহার বাণী তাঁহারই প্রদত্ত আমাদের জ্ঞানের বিরোধী নহে। পরন্তু চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান যে প্রকারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত করিয়া থাকে, সৃষ্টি কর্ত্তার বাণীর অভ্রান্ত আলোকের সাহায্যেও সেই প্রকারে জ্ঞান শতমুখী মনোবৃত্তি ও সহস্র আকর্ষণের মধ্যে মানুষকে কর্ত্তব্যের সরল পথ দেখাইতে পারে। আল্লার বাণীর সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কোন প্রকারেই এই প্রশ্নের মীমংসা করিতে পারে না। অতীন্দ্রিয় জগতে জ্ঞানের কোনই অধিকার নাই।

'আহ্‌লেকেতাব' শ্রেণীর শিক্ষকগণ যে সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহাই সনাতন এসলাম। আদি মানব হজরত আদম, নুহ, এব্রাহিম, মুসা, জোরওস্তর, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, হজরত মোহম্মদ (দঃ) প্রভৃতি পয়গম্বর বা অবতারগণ এসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ ছিল না। যখনই মানুষ আল্লার বাণী পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যপার বা রূপক মনে করিয়া শুধু যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই জগতে অবতার বা পয়গম্বরগণ অবতীর্ণ হইয়া যুক্তি তর্কের পূজা না করিয়া আল্লার বাণী পাইবার পথে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহারা ব্যক্তিগতভাবে আল্লার বাণী পাইয়া সালেহ্ (পুণ্যবান) শহিদ (আল্লার বাণী পাইবার জন্য

আত্মহারা), সিদ্দিক (প্রত্যক্ষ জ্ঞানী) হন। বর্ত্তমান যুগে হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া শত শত লোক আল্লার বাণী পাইতেছেন। আল্লার বাণী প্রাপ্ত হওয়া একটা খেয়াল নহে। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিলেই করুণাময়ের অনুগ্রহে সকলেই তাঁহার বাণী পাইতে পাবেন। আল্লার বাণী পাইবার পথে সাধনা করিলে এমন কেহ নাই যিনি বিধাতার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। সংসারে পূর্ণাঙ্গ নরনারীর তুলনায় অন্ধ বা পঙ্গুর সংখ্যা যেমন বিরল, আল্লার বাণী শুনিবার মত শক্তি নাই, এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত বিরল।

ইমাম মাহ্দী ও বর্ত্তমান মুসলমান।

(আবু হামেদ মহম্মদ আলী আনওয়ার)

হজরত মাহদীর (আঃ) আগমনবার্ত্তা ক্রমাগত মুসলমানদের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে, এবং সর্ব্বদাই তাহারা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। হজরত রছুলে করিমের (সাঃ) পবিত্র মুখ নিসৃত বহু হাদিসে শেষ যুগে মুসলমানদের অধঃপতনের সময় এই মহাসংস্কারকের আগমন জ্ঞাপক দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এ শতাব্দীতে মুসলমানদের যে প্রকার নৈতিক আর্থিক, সমাজিক, রাজনৈতিক ও অন্য সর্ব্ববিধ অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার তুলনা বিগত কোন শতাব্দীতে পরিদৃষ্ট হয় না। ইসলাম এখন অন্তঃশত্রু ও বহিশত্রুর আক্রমণে জর্জ্জরিত। মুসলমান এখন ইসলামের পরওয়া রাখে না, ইসলামের পবিত্র আদর্শ ছাড়িয়া তাহারা কোথা হইতে কোথা চলিয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, তাহাদের এই দুর্দ্দিনে—যখন সকল দিক দিয়াই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ও নানাপ্রকার উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে পড়িয়া অনেকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিতেছে, বিবিধ সংবাদ পত্রে নিরাশ বাণী প্রচার করিতেছে, "আল্লাহর সাহায্য কোথায়" "আল্লাহর সাহায্য কোথায়" বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, এমন সময় তাহাদের উদ্ধার কল্পে, ইসলামের নষ্ট শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য, সুদীর্ঘ ১৩ শত বৎসর ব্যাপী পুঞ্জীভূত সমস্ত কলঙ্ক কালিমা, দোষ ও আবর্জ্জনারাশি বিদুরিত করিয়া ইসলামের ও ইসলামীয়দের সুশ্রী কোমল মুখখানি পুনঃ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য এবং আবার ইসলামের সেই নিষ্প্রভপ্রভা প্রজ্জ্বলিত করিয়া জগতে সত্য ও শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত ইসলামের স্রষ্টা রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা হজরত মাহদীকে (আঃ) প্রেরণ করিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারককে অবাধে সকলে মিলিয়া মানিয়া লয় নাই। ইহুদীরা যখন রোমীয় শাসনের করকবলে নিষ্পেষিত হইয়া নানাবিধ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল যখন তাহাদের আলেমগণ "ফল বিহীন ডুমুরবৃক্ষ সদৃশ" (Parable of fig-tree) "পুস্তকবাহী গর্দ্দভবৎ" (সুরাজুমা) হইয়া অতীব বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তখন তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে নিস্তার চাহিয়াও স্বর্গীয় সাহায্য হজরত ইসা (আঃ) আসিলে তাঁহাকে একবাক্যে গ্রহণ করে নাই, বরং ক্রুশবিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। ঠিক এইরূপ, ইসলামের এ দুঃসময়ে মুসলমানের এহেন পতনকালে তাঁহাদের উদ্ধার মানসে যে মাহদী আসিয়াছেন তাঁহার সহিতও তদনুরূপ ব্যবহারই করা হইয়াছে। আলেমেরা তাঁহাকে কাফেরীর ফতোয়া দিয়াছে। তাঁহার পূণ্যময় জীবন কালে তাঁহাকে হত্যা করার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। আল্লাহতায়ালা তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় যথাবিহিত সুরক্ষা করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্বকাশে উত্তোলন করিয়াছেন।

যাহা হউক, মুসলমানদের এই অপূর্ব্ব পতন কালে উপস্থিত একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট দাবিকারক মসিহ ও মাহদী হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ) কাদিয়ানীকে

মুসলমানেরা যথারীতি গ্রহণ করে নাই। নানাবিধ ওজর আপত্তি, উপহাস, কুরটনা, অশ্লীল দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিয়াই অনেকে আনন্দ বোধ করিতেছে—কেহ একথা বলিতেছে, কেহ ও কথা বলিতেছে। * বিবিধ বিকট ধারণা লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, কোরআন ও হাদিসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতেছে না; বহুবিধ স্বর্গীয় চিহ্ন মোজেজা এবং আল্লার নিশান প্রকাশিত হইয়াছে, সে দিকেও চাহিয়া দেখিতেছে না। হায়, এ জাতির উত্থান হইবে কেমন করিয়া! আল্লাহতায়ালা ইহাদের প্রতি কৃপা করুন।

মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা কোরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ গাজী বা খুনি মাহদীর অপেক্ষায় আছেন। তিনি আসিয়া তরবারী বলে সমস্ত কাফের বধ করিয়া উহাদের পরিত্যক্ত অগণিত ধন রাশি দিয়া তাহাদের পকেট পুরিয়া দিবেন। আর এ বিশাল বিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা ও মালীক হইয়া তাহারা কতই না ভোগ সুখ করিবেন!! বাস্তবিক, পরান্নভোগী অর্থলোলুপ মৌলবী মোল্লাদের এরূপ ধারণা করা কখনও অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নহে। তারপর, যদি তাহারা শুভাগত মাহদীকে মানিয়া লইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী-শ্রেণীভুক্ত হয়েন, তবে তাহাদের অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া? প্রতিপত্তি বজায় থাকিবেই বা কিরূপে? এই ভাবিয়া বহু মৌলবী মৌলনা সত্যের কাছে আসিয়াও বহুদূরে সড়িয়া পড়েন। এমন অনেকের কথা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি। আবার কোনও পীর মৌলানা যাহাদের শিষ্যের সংখ্যা বেশ প্রচুর এবং দেশব্যাপী নাম রটিয়াছে তাহারা একেবারেই নিশ্চিন্ত। তাহাদের দিন বেশ সচ্ছন্দে কাটে, কোন ভাবনা নাই। অধিকন্তু সমাজে 'কদরও' বেশ আছে। বাকী রহিয়াছেন সাধারণ মৌলবী মোল্লা সাহেবগণ; তাঁহারা গদ্দী নসীন পীর ও আলেমদের নিকট সর্ব্বদাই 'আজেজ' ও কৃতাঞ্জলিপুট,—তাহাদের কি কোন বিচার শক্তি আছে? যদি কাহারও হৃদয়ে কখনও সত্যালোক প্রবিষ্ট হয়, তবে সেই প্রশ্ন :—অন্ন জুটিবে কেমনে?

ফল কথা, এই অর্থগৃধ্নু, বুভুক্ষু, ধর্ম্মে উদাসীন, নিষ্ক্রিয় সম্প্রদায়, পর-উচ্ছিষ্ট সেবনেই যাহাদের দিন যায় এবং যাহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য ইসলাম বিক্রয় ভিন্ন অন্য কোন কাজ করিতে শিখে নাই, তাহারা কখনও পার্থিব চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। এই অনন্যোপায় আলস্য পরবশ সম্প্রদায় মাহদীয় অর্থ বিতরণ ও রাজ্য দান সম্বন্ধীয় হাদিসগুলি কখনও আধ্যাত্মিক অর্থে বুঝিতে পারে কি? ইহাদের দ্বারা কি ইসলাম সেবার কোন আশা করা যায়? যাহাদের দুইজন একত্রে হইলে মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়, যাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য পরস্পর বিরোধ ফসাদ ও ফতোয়াবাজী—বস্তুতঃ যাহাদের এই সমস্ত অভ্যাস অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কি কখনও সহজে পরিবর্ত্তিত ও পরিসংশোধিত হইয়া একই ছত্রতলে মস্তক স্থাপন করিতে পারে? সত্য কথা এই যে ইহাদের হেদায়েৎ পাওয়া সুদূর পরাহত—যদি আল্লাহ অন্য ইচ্ছা না করিয়া থাকেন।

বেদাতি পির ফকিরদের কথা স্বতন্ত্র। আর যাহারা হুজরায় মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন—তাহাদের কায় ও মন সকলই আলস্য পরায়ন, ইসলাম প্রচার ও ইসলাম রক্ষা করা তাহাদের জন্য ফরজ নহে। তাহারা ইসলাম ও ইসলামীয়দের কোন খোঁজ খবর রাখিবেন কেন? সংসার বিরাগী তাহারা—ভাল হইত, যদি ইহারা পর্ব্বত গুহায় বা বৃক্ষ নীচে আশ্রয় লইয়া ঊর্দ্ধবাহু, জটাধারীরূপ ধারণ করিতেন বা এ সংসার জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে চিরাব্যহতি লাভ করিতেন।

হজরত রসুলে মকবুল (সাঃ) তথা কথিত পয়গম্বরদের স্থলবর্ত্তী ও নেতৃস্থানীয় মুস্লেম ওলামাদের এইরূপ বিপত্তির কথা পূর্ব্বেই ভবিষদ্বাণী করিয়াছিলেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে মাহদীর সমসাময়িক "ওলামরা আকাশ পাতালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবেক।"

علماؤهم شر من تحت اديم السماء

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান মুসলমানেরা ওলামাদের অকথ্য দুর্দ্দশা ও পতন সম্যক উপলব্ধি করিয়াও—এবং

* খোদাতায়ালা বলেন, "আক্ষেপ আমার বান্দাদের প্রতি, এমন কোন রসুল আসেন নাই, যে তাঁহার সহিত হাসি বিদ্রূপ করা হয় নাই।" (সুরা ইয়াসীন)।

তাহাদের কুকীর্ত্তি কাহিনী লইয়া সর্ব্বদা রোদন ও চিৎকার করিয়াও তাহাদের ফসাদ হইতে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে না। উপরোক্ত হাদিসে একদিকে যেমন ওলামাদের ভীতিপ্রদ দুরবস্থার উল্লেখ আছে পক্ষান্তরে, তেমনই বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত অপূর্ব্ব ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়, কেন যে অধিকাংশ মুসলমান ভ্রাতারা এতৎ সম্বন্ধে অচেতন হইয়া রহিয়াছেন! তাহারা কবে স্বাবলম্বন করিয়া প্রকৃত মাহদীর অন্বেষণে বাহির হইবেন? কবে সে দিন আসিবে যখন তাহারা প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী হজরত আহ্‌মদের (আঃ) দাবী ও শিক্ষা ওলামাদের মুখে বিকৃতভাবে না শুনিয়া—পবিত্র উৎস হইতে শুনিতে আরম্ভ করিবেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক ও বুদ্ধি সহ ধর্ম্মভীরুতার সহিত বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন? তাহারা কি নিজদের জন্য নিজেরা দায়ী নহেন? পবিত্র রসুলের (দঃ) বাক্য কি আপনারা বুঝিয়া দেখিবেন না এবং ইহার বুৎপত্তিগত অর্থের উপর কি আমল করিবেন না? বলুন, সত্য সত্য বলুন, প্রাণে যদি ইসলাম ও ইসলাম প্রচারের জন্য একটুও মায়া থকিয়া থাকে—যদি আপনারা ইসলামকে ধন, মান, প্রাণ হইতে সর্ব্বাধিক আদর করেন, যদি আপনারা ইসলামের পূর্ব্ব গৌরব দেখিতে চান, তবে বলুন, এখনও কি আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমাদের কণ্ঠ ক্ষীণ, সংখ্যা নগণ্য, পার্থিব অবস্থা অতি সামান্য। ঐ দেখুন, মাহদীর শিষ্যগণের চেষ্টা—ইউরোপ ও আমেরিকার কত শত নরনারী, ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনীত হইতেছেন। বলুন আপনারা কি ইসলামীয় হইয়া ইসলামীয় মাহদীকে চিনিবেন না?

হে, ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন, আপনারা পীরসেবা ও পীরভোজন ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহ ও রসুলের বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন। অর্থ-গৃধ্ন পেটুক মৌলবীদের কথা ছাড়িয়া দিন। কোরআন, হাদিস, সাহাবা ও ইমামদের জলন্ত আদর্শ, আল্লাহ তায়ালার বর্ত্তমান অহি এবং নিত্য নূতন স্বর্গীয় চিহ্ন সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর হেদায়েৎ লাভ করিয়া ধন্য ও পুণ্যকৃত হউন। হে আল্লাহ, তুমি ইহাদের হৃদয় দ্বার খুলিয়া দাও, সমস্ত কণ্টক দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ গ্রহণ করিতে শক্তি ও সামর্থ্য দাও।

মুক্তির ডাক

[মির্জা আলাউদ্দীন বে]

দূর সাগরের পার হ'তে ওই—
দেয় কে সাড়া নাই বেলা"
চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখি
সাঁঝ আকাশে মেঘ মেলা।

নাই বেলা, তাই ডাক দিয়ে যায়
কোন্ সে যাদু মন্তরে—
মায়ার বাঁধন ছিঁড়্‌ল এবার
ঘুঁচল আঁধার অন্তরে।

সাগর বুকে ঢেউ খেলে যায়
উতলবায়ে দেয় দোলা,
কোথায় সে-জন কোন্ সুদূরে
তাই ভাবে মোর মন্‌ভোলা।

দূর সুদূরের যাত্রী আমি
ধ্রুব তুমি মন্‌মাঝে,
ভিড়্‌বে তরী তোমার কূলে
কোন্ সে দিনে কোন্ সাঁঝে?

আমেরিকায় যীশুর অভ্যর্থনা।

(The Moslem Sunrise হইতে সংগৃহীত।)

খৃষ্টানদের বিশ্বাস প্রভু যীশু খৃষ্ট আদম সন্তান মানব জাতির পবিত্রাণের জন্য শূল দণ্ডে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র রক্তই পাপীর পাপ মোচনের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্তের রক্তে বিশ্বাস করাই মুক্তি লাভের অতি সহজ উপায়।

খৃষ্টানগণ ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে শূলবিদ্ধ হইবার পর প্রভু যীশু তিন দিন তিন রাত্রি সমাধি সদৃশ্য কোন পর্ব্বত গহ্বরে অবস্থান করেন। অনন্তর তথা হইতে নব জীবন লাভ করিয়া স্বর্গ রাজ্যে প্রস্থান করেন এবং শেষ যুগে আবার বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দের পরিদর্শনে মর্ত্তভূমে অবতরণ করিবেন। এই বিশ্বাসানুসারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই খৃষ্ট ভক্তগণ ব্যগ্রতার সহিত যীশুর দ্বিতীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

এখন যদি যীশু খৃষ্ট ভারতে অবতীর্ণ হইয়া আমেরিকায় যাত্রা করেন তাহা হইলে তথাকার খৃষ্ট বিশ্বাসী শাসক সম্প্রদায় সমুদ্রতীরে তাঁহাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিবেন আমরা সেই দৃশ্যটাই এস্থলে পাঠক বর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। মনে করুন প্রভু যীশু জাহাজ হইতে সমুদ্র তীরে অবতরণ করিলে ইমিগ্রেশন অফিসার বাহাদুর আসিয়া তাঁহাকে সাদরে নিম্নলিখিতরূপে সম্ভাষণ করিলেন :—

ইমিগ্রেশন অফিসার—মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক হস্ত উত্তোলন করিয়া এই মর্ম্মে শপথ করুন যে আপনি যাহা বলিবেন তাহা সমস্তই সত্য হইবে।

যীশু—আমি শপথ করার পক্ষপাতী নহি। আমার মতে ইহা অন্যায়।

ইঃ অঃ—আপনার নাম কি মহাশয়?

যীশু—আমার নাম যীশু।

ইঃ অঃ—আপনার প্রথম নাম?

যীশু—যীশুই আমার প্রথম নাম।

ইঃ অঃ—আপনার দ্বিতীয় নাম বলুন ত?

যীশু—আমার দ্বিতীয় নাম নাই। যীশুই আমার একমাত্র নাম।

ইঃ অঃ—আপনার পিতার নাম কি?

যীশু—আমার পিতা নাই।

ইঃ অঃ—আপনার পিতা নাই? কি আশ্চর্য্য! তবে আপনার জন্ম হ'ল কি করে?

যীশু—দৈব শক্তি প্রভাবে—মহাপ্রভুর ইচ্ছায় পিতা ব্যতিরেকে আমার জন্ম। যাহা আপনার নিকট আশ্চর্য্য, ভগবানের নিকট তাহাই সত্য। আপনি বলিতে পারেন মাতা পিতা ব্যতিরেকে কি উপায়ে আদমের জন্ম হইয়াছিল?

ইঃ অঃ—আপনি কোথা হ'তে আসছেন মহাশয়?

যীশু—ভারত থেকে।

ইঃ অঃ—ভারতের কোন্ সহর থেকে?

যীশু—কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে।

ইঃ অঃ—আপনার সঙ্গে কি পরিমান অর্থ আছে?

যীশু—আমার সঙ্গে এক পয়সাও নাই।

ইঃ অঃ—অর্থ ব্যতীত আপনি এখানে কেমন ক'রে কাল যাপন করবেন?

যীশু—। কখনও আমি কাল্‌কের ভাবনা আজ ভাবি না। কাল্‌কে যা হয় দেখা যাবে।

ইঃ অঃ—কি আশ্চর্য্য! আমরা এদেশে হাজার বৎসর পরে কি হবে আজ থেকে যে তাই ভাবনা ক'রে থাকি। আচ্ছা আপনি কোন জাতীয় লোক মহাশয়?

যীশু—আমি ঈহুদী।

. ইঃ অঃ—আপনি কি মুছার বিধানে বিশ্বাস করেন যাহাতে বহু বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে?

যীশু—নিশ্চয়, আমি তাহাতে পূর্ণ আস্থা রাখি। যে ব্যক্তি মুছার (আঃ) বিধানের সামান্য আদেশও অমান্য করিবে

স্বর্গরাজ্যে তাহাকে তিল পরিমাণ স্থানও দেওয়া হইবে না।

ইঃ আঃ—আপনার হস্তদ্বয়ে ক্ষত কেন?

যীশু—আমাকে অন্যায়রূপে শূলে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

ইঃ আঃ—আপনার ব্যবসা কি?

যীশু—আমি ভগবানের বাক্য প্রচার করিয়া থাকি। আমি নিজে কিছুই বলি না। যাহা ভগবান আদেশ করেন তাহাই প্রচার করিয়া থাকি।

ইঃ আঃ—আপনি যে প্রচারক এরূপ বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আপনার নিকট আছে ত?

যীশু—আমার কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই।

ইঃ আঃ—যদি দরকার হয় তাহ'লে আপনি আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রতে স্বীকৃত আছেন ত?

যীশু—যুদ্ধ বিগ্রহে আমার কোন বিশ্বাস নাই। একমাত্র প্রেমেই আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি।

ইঃ আঃ—আপনি কি মদ্যপান অনুমোদন করেন?

যীশু—আবশ্যক হ'লে কোন ভোজনে মদ্য সংগ্রহ করিয়া আমি অলৌকিক ক্রিয়া বা মোজেজা দেখাইয়া থাকি।

মন্তব্য

ইহাই স্থির হইল যে যীশুকে এই দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। কারণঃ—(১) তিনি যে দেশ হইতে আসিয়াছেন তাহা ধর্মপ্রচারকদের জন্মভূমি বলিয়া সভ্য জগৎ অনুমোদন করে না।

(২) তাঁহার সঙ্গে অর্থ কিছুই নাই।

(৩) তিনি সুন্দর পোষাকে সজ্জিত নহেন।

(৪) তাঁহার উভয় হস্তের তালু ছিদ্র বিশিষ্ট।

(৫) তাঁহার পায়ে পাদুকা নাই, সুতরাং দেখিতে বড়ই বিশ্রী বোধ হয়।

(৬) তিনি আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে নারাজ।

(৭) আবশ্যক হইলে তিনি সুরা প্রস্তুত করিতেও চান।

(৮) তাঁহার নিকট এমন কোন প্রমাণ যোগ্য দলীল পত্রাদি নাই যে তিনি একজন প্রচারক।

(৯) যাঁহার বিধানে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে তিনি সেই মুছার মতাবলম্বী। আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁহাকে ওয়াশিংটন আদালতে অভিযোগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। ইতি

যীশু—আমি কোন অভিযোগ আপিল দায়ের করিতে চাহি না। কারণ আমার মত লোককে আমেরিকায় প্রবেশ করিতে না দেওয়াও একটি অন্যায় কার্য্য—এবং অন্যায় কার্য্যের গতিরোধ করা আমার মতে সঙ্গত নয়। অতএব এস্থলে আমার পদ ধূলি রাখিয়া আমি আমার রমনীয় আবাস স্থল হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

লণ্ডনে মস্‌জিদ।

আমাদের নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহ লণ্ডন মহানগরীতে সর্ব্ব-প্রথমে এক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মেনী, সার্ব্বিয়া, জেকোস্লোভাকিয়া ইস্থোনিয়া মিসর, আমেরিকা, ইটালী, হাঙ্গেরি ও ভারতবর্ষের খৃষ্টান, ইছলাম, হিন্দু, পারসিক ও ইহুদী ধর্মের প্রায় ২০০ দুইশত লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে স্যর আলেকজাণ্ডার ডিয়াক, (Sir Alexander Diack), লেডী বরউইক (Lady Browick) মিসেস্ জন্, সি, সেন, ডাক্তার লিওন ও মিসেস্ লিওন, এবং নিম্নলিখিত বৈদেশিক মন্ত্রিগণ উল্লেখ যোগ্য। যেমন হায়াসী ও তাহার মেয়ে, জার্ম্মেন রাজদূত, ইস্থোনিয়া ও সার্ব্বিয়ার মন্ত্রীদ্বয় এবং জেকো-শ্লভিকার রাজপ্রতিনিধি। তুরস্ক, আলবেনীয়া, ও ফিনলণ্ডের মন্ত্রিগণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে হজরত খালিফাতুল মসিহ যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন আমরা নিম্নে তাহার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

আল্লাতালার কৃপা ও অনুগ্রহের সহিত।
একমাত্র তিনিই আমাদের পৃষ্ঠ-পোষক।

ভ্রাতা ভগ্নিগণ, আজ আমরা এখানে একটি অসাধারণ উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছি। আজ আমরা এখানে এমন একটি ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করিব যাহা সর্বস্রষ্টা ভগবানের স্মরণার্থ এবং যাহা সকলের কেন্দ্র স্বরূপ তাঁহার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের ভাব-নিচয় প্রকাশ করিবার জন্যই নির্মিত হইয়া থাকে। আমরা যখন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, তখন বয়স, জাতি, বর্ণ ও প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্যের সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া যাই। আমরা যতই তাঁহার নৈকট্য লাভ করি, ততই মানব-জাতির ভেদ-বৈষম্যের কথা ভুলিয়া একত্বটাকে বেশী রকম উপলব্ধি করি। সুতরাং আজ আমরা যে গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা মানবের ভ্রাতৃত্ব ও একত্বের পরিচিহ্ন-স্বরূপ। এতদ্বারা ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে যে আমাদের উৎপত্তি ও প্রত্যাবর্তনের স্থান একই এবং কতকগুলি বাহ্যিক বৈষম্যের জন্যই শুধু পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-করা ও অশান্তির সৃষ্টিকরা আমাদের উচিত নয়।

মতানৈক্য পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। মতানৈক্যহীন যুগ পূর্বেও ছিল না এবং পরেও হইবে না; মানুষের মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিবার শক্তি বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত মতানৈক্য হইবেই। ইহারই ফলে পৃথিবীতে যত প্রকারের উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং এই ভাবে দেখিলে মতদ্বৈধ ঈশ্বরের একটা অনুগ্রহ বিশেষ, উহা আদৌ অনিষ্টকর নহে। ইহা হজরত মোহাম্মদও (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন। যে একতা গোঁড়ামিতে পর্য্যবসিত হয় তাহার উপর বেশী জোর দিবার জন্য অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিলেই অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আন্দোলন উহারই পৃষ্ঠ-পোষকদের হস্তে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। উৎসাহের আতিশয্যে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহারা এমনি সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক একত্বের আন্দোলন উহার বন্ধুবর্গের হস্তে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, শত্রুগণের হস্তে সেরূপ হয় নাই। যদি বৈষম্য ও বৈচিত্র আসলে সেরূপ খারাপই হইত, তবে সহিষ্ণুতার আবশ্যক কি? যেখানে বৈষম্য আছে, সেখানেই ত সহিষ্ণুতা ও উদারতা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। সুতরাং আজ পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ও মতের উদারতা বৃত্তির অনুশীলন যতটা আবশ্যক হইয়াছে, বৈষম্য দূরীকরণ ততটা আবশ্যক হয় নাই। মত ও বিশ্বাসের ভেদাভেদ বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও পরস্পর সদ্ভাব ও সৌহৃদ্যের সহিত বাস করিতে শিক্ষা করা মানব-সমাজের একান্ত কর্তব্য। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সত্যের প্রচার ব্যতীত প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না এবং প্রত্যেক মানুষেরই তাহার জ্ঞান অনুসারে লোক সমাজকে সত্যের দিকে আহ্বান করিবার অধিকার আছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে অপরকে বল পূর্বক স্ব-মতে আনিবার কিংবা তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন না করিয়া তাহাদের কথা ও কার্য্যের উপর নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার অধিকার কাহারও আছে কিংবা একমাত্র মতানৈক্যের জন্যই অপরের উপর অত্যাচার করিতে শুরু করার অধিকার কাহারও আছে। হে ভ্রাতা ভগ্নিগণ, প্রেম ও মৈত্রীর এই ভাবটীর উৎকর্ষের জন্যই মসজিদ নির্মিত হয়। ইছলাম ধর্মের পারিভাষিকে মসজিদের আর এক নাম বয়তুল্লাহ (আল্লার ঘর) অর্থাৎ ইহা এমন একটি জায়গা যেখানে মতদ্বৈধের জন্য কাহাকেও অশান্তি দিবার কিংবা বাহির করিয়া দিবার কাহারও অধিকার নাই। কেননা ইহা আল্লার ঘর, ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, এবং আল্লাতালা শত্রু মিত্র সকলেরই প্রভু। কোরআনে আছে, যেখানে আল্লার নাম স্মরণ করা হয়, সেই মসজিদে প্রবেশ করিতে যে লোককে নিষেধ করে, তার চেয়ে বেশী অত্যাচারী আর কে?"

এক সময় একটি খৃষ্টান প্রতিনিধিসঙ্ঘ হজরত রছুলে করিমের (আঃ) নিকট আসিয়াছিল। তাহারা হজরতের (দঃ) সঙ্গে ধর্ম-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিতে ছিল। আলোচনা দীর্ঘকাল চলায় তাহাদের উপাসনার

সময় হইল। তাহারা বাহিরে যাইয়া উপাসনা করিবার জন্য হজরতের (দঃ) অনুমতি চাহিল। তিনি বলিলেন যে তাহাদের বাহিরে যাইবার কোন দরকার নাই, তাহারা সেই মস্জিদেই উপাসনা করিতে পারেন। সুতরাং কোরআন ও হজরত রছুলে করিমের (দঃ) জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে যাহারা একমাত্র আল্লার উপাসনা করিতে চায়, তাহাদের সকলের জন্যই মোসলেম মস্জিদের দ্বার উন্মুক্ত আছে ও মোসলেম মসজিদ গুলি একতার কেন্দ্র স্বরূপ।

উল্লিখিত ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায় আজ এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। এতদুপলক্ষে আপনারা যাহারা দয়া করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনাদের মধ্যবর্ত্তিতায় জগতের সম্মুখে আমি এই কথা ঘোষণা করিতে চাই যে এই মসজিদ শুধু আল্লার উপাসনা ও আনুগত্যের জন্যই নির্ম্মিত হইবে, যেন তাঁহার প্রেম পূর্ণরূপে ও দৃঢ়রূপে প্রকাশিত হইতে পারে এবং মানবসাধারণ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, কেননা ধর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। যদি কেহ এই আল্লার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যে সমস্ত নিয়ম আবশ্যক সেই গুলির বিরুদ্ধাচরণ না করে এবং নির্ম্মাতাদের উপাসনায় বাধা না দেয় তবে ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা কাহাকেও এখানে ঈশ্বরোপাসনা করিতে নিষেধ করিব না। আমার বিশ্বাস এবং আশা, এই মসজিদ নির্ম্মাণ ব্যাপার হইতে যে সহিষ্ণুতা ও উদারতা সংজাত হইবে উহাতে সমুদয় বিরোধ ও ঝগড়া বিদূরিত হইয়া মানব জাতির মধ্যে শান্তি, একতা ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই দিন বহুদূরে নহে যে দিন মানুষ যুদ্ধ ও যুদ্ধের সমুদয় ভাব বিসর্জ্জন করিয়া শান্তি ও একতা বদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করিবে। সমুদয় পৃথিবী ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে আল্লাতালা আমাদের "একমেবা দ্বিতীয়ম" স্রষ্টা। সুতরাং আমাদের সকলের ভ্রাতা ভগ্নীর মত বাস করা উচিত, এবং একে অন্যের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ না হইয়া পরস্পরের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। যেমন কোন পিতাই একথা পছন্দ করেন না যে তাঁহার সন্তানেরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করুক, সেইরূপ আল্লাতালাও পছন্দ করেন না যে তাঁহার সৃষ্ট জীবেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকুক।

আল্লাতালার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই হইল সমুদয় ঝগড়ার মূলীভূত কারণ। সেই জন্যই তিনি করুণাপরবশ হইয়া সমস্ত মানুষকে আল্লার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসিহ হজরত আহমদকে (আঃ) প্রেরণ করিয়াছেন যেন তাহাদের মনযোগ আভ্যন্তরীন ঝগড়া বিবাদ হইতে বিমুখ হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ও মিত্রভাবে জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত জাতিগত ও রাজনীতিমূলক যুদ্ধ বিদূরীত হইয়া জগতে প্রেমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আহমদী সম্প্রদায় ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্বপ্রকার আত্ম-ত্যাগ করিতে ও সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে। আমরা আশা করি যে ধর্ম্ম ও বিশ্বাস নির্ব্বিশেষে সকল জাতিরই মহৎলোকেরা আহমদী সম্প্রদায়ের শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবেন। লক্ষণ এখনই দেখা যায়। তার প্রমাণ এই যে এখানে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক উপস্থিত আছেন। সুতরাং প্রচুর আশা লইয়া আমি দ্বিতীয় খলিফাতুলমসিহ মির্জ্জা বসিরউদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশস্থ কাদীয়ান গ্রামে কেন্দ্র সংবলিত আহমদী সম্প্রদায়ের নেতা হিজরী ১৩৪৩ সালের রবিওল্ আওয়ল মাসের ২০শে তারিখ আল্লার মনস্তুষ্টি লাভার্থে এই মস্জিদের ভিত্তি স্থাপন করিতেছি, যেন ইংলণ্ডে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইতে পারে এবং আমরা যে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি এদেশবাসিগণও যেন সেইগুলির অংশীদার হইতে পারেন। আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন আহমদী সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের এই ক্ষুদ্র ও সহৃদয় চেষ্টা তিনি গ্রহণ করেন, এবং এই মস্জিদের ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধির উপায় করিয়া দেন; তিনি যেন চিরকাল ইহাকে প্রেম, সুবিচার, পবিত্রতা ও ধর্ম্মশীলতা মূলক মত প্রচারের কেন্দ্র স্বরূপ করেন, এবং এইস্থানটী যেন এদেশ ও এই দেশের

চারিদিকের দেশাবলীতে নবীদের মোহর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) ও খোদার প্রেরিত পুরুষ, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতিবিম্ব-স্বরূপ প্রতিনিধি হজরত আহমদের (আঃ) স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীরণকারী আধ্যাত্মিক আলোকের ঋর্ঘ্য-স্বরূপ হইতে পারে। আমীন।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

আবু মোহম্মদ ছুছাম উদ্দিন হায়দর বি, এ,

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ, আপনাদিগকে আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া তিনি ধরা পৃষ্ঠে অবতরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার মধ্যে এমন বিশেষ গুণাবলীর সমাবেশ হইবে যে, সকল ধর্ম্মই তাঁহাকে তাহাদের আপন জন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। তিনি ভারতবর্ষের সহিত এমন সম্পর্কযুক্ত হইবেন যে হিন্দুগণ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত কল্কি অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। তিনি পারসিকদের সহিত এমন সম্বন্ধযুক্ত হইবেন যে তাহারা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত মেছিও দারবাহানী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। মোছলমানদের সহিত এমনি ভাবে তাঁহার সম্বন্ধ থাকিবে যে তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই ইমাম মাহ্‌দী বলিয়া জানিতে পারিবেন। এবং খৃষ্টানদের সহিত এমন সম্পর্কযুক্ত হইবেন যে তাহারা তাঁহাকে তাহাদের মেছায়া বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের বিশ্বাস আহমদী মতের প্রবর্ত্তক হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদই সেই প্রতিশ্রুত জগদগুরু যাঁহার আগমন সর্ব্বজাতি প্রতীক্ষা করিতেছিল। আল্লাতালা তাঁহাকেই জগতের উদ্ধারের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল জাতিকে এক পতাকার অধীনে এক ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়নের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইয়াছে। তিনিই মানব জাতিকে আবার এক ঈশ্বরের উপাসনা গৃহে সমবেত করিবেন ও তাহাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তার পুণ্য জ্যোতিঃ দর্শন করাইবেন। তাঁহার প্রেমময় শান্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া জগতবাসী আবার ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইবে।

তিনি হিন্দুর কল্কি অবতার কারণ ভারত তাঁহার মাতৃভূমি। তিনি পারসীর মেছিও দারবাহানী কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পারস্যের অধিবাসী। তিনি মোছলেমের ইমাম মাহদী কারণ মোছলমানের গৃহে তাঁহার জন্ম। তিনি খৃষ্টানের মেছায়া কারন যীশুখৃষ্টের গুণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি লইয়া তিনি আসিয়াছেন এবং খৃষ্টান জাতির ভিতর যে সকল দুর্নীতি ও সামাজিক কুপ্রথা প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহা দূর করার জন্য বিশেষতঃ আজ উনবিংশ শতাব্দী যাবৎ যীশুখৃষ্টের নামে যে সকল মিথ্যা মতবাদ প্রচারিত হইতেছিল তাহার খণ্ডনের জন্য তিনি আগমন করিয়াছেন।

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ জগদগুরুর আবির্ভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ বলিতেছেন তিনি ভারতে আবির্ভূত হইবেন। খৃষ্টান ও ইহুদীর বিশ্বাস তিনি জেরুজালেমে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবেন। অধিকাংশ মোছলমানের বিশ্বাস তিনি মক্কা মদিনা বা দামস্কে বাহির হইবেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে উল্লিখিত স্থান সমূহের মধ্যে কোনটী জগদগুরুর অবতরণের সম্পূর্ণ উপযোগী। নিশ্চয়ই তিনি এমত স্থানে আবির্ভূত হইবেন যেস্থানে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই মিলিত হইয়াছে। তবেইত সকল ধর্ম্মের

অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার আদর্শ জীবন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে তাহাদের শাস্ত্রোক্ত প্রতিশ্রুত অবতার বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিবে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই যে এমত স্থান ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর কুত্রাপিও পাওয়া যাইবে না। প্রাকৃতিক শোভা সম্পদ বিষয়ে ভারত যেমন পৃথিবীর একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ (Epitome of the world) জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসেরও ইহা একটী মিলন ক্ষেত্র। পৃথিবীতে এমন ধর্ম্মমত বা বিশ্বাস নাই যাহার অনুবর্ত্তী এই দেশে পাওয়া যাইবেনা। আস্তিক, নাস্তিক, দার্শনিক পৌত্তলিক, শয়তান ও ভূতের পূজারী, নরখাদক, বামাচারী প্রভৃতি সর্ব্বমতাবলম্বিগণই এই দেশে একত্রে বাস করিতেছে। এমন আশ্চর্য্য দেশ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বোধ হয় বিধাতা সভ্যতার এই প্রাচীন কেন্দ্রভূমিকে কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কত শতাব্দী, কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া প্রস্তুত করিতেছেন। ভারত এমন কথা বলিবে জগৎ যাহা শোনে নাই, ভারত এমন কাজ করিবে জগত যাহা দেখে নাই। আমাদের এই পুণ্যভূমি যাহার আলো, ও বাতাসে আমরা মানুষ হইয়াছি; যাহার প্রত্যেক বালুকণা অতীতের কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়, আমাদের এই অতিবৃদ্ধা দেশ-মাতৃকা যাহার পবিত্র পীযুষ ধারায় আজও গোটা পৃথিবীটা প্রতিপালিত হইতেছে, আমাদের এই ভারতভূমি হইতে এমন আলোক প্রভা নির্গত হইবে যাহার কিরণে সমগ্র জগত একদিন উদ্ভাসিত হইবে। আচার্য্য জগদীশ বসু, আচার্য্য রায়, কবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন ব্যাপারের এক এক জন কর্ম্মী। তাঁহারা সেই মহামহিমান্বিত জগদগুরুর স্বর্গীয় বাণী শ্রবণের জন্য পৃথিবীর উৎসুক দৃষ্টি ভারতের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। পরাধীন ভারতের কথা যাহাতে স্বাধীন জাতিগণ সসম্ভ্রমে শ্রবণ করে এই সকল মহাত্মাগণ সেই অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আছেন। তাঁহারা জগদগুরুর কর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

হজরত আহমদের (আঃ) ভারতে আবির্ভাব হওয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার অকল্পনীয় বিধানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তিনি সকল ধর্ম্মের সংস্কারকরূপে আসিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যে জমাট বাধা গ্লানি সকল দূর করার নিমিত্ত তাঁহার আগমন। সুতরাং তিনি সকল ধর্ম্মেরই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তিনি মোছলমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মোছলমানগণ তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন নাই বরং তাঁহারাই তাহার সর্ব্বপ্রধান শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মোছলমানগণের ন্যায় আর কেহই তাঁহাকে এত নির্য্যাতন করে নাই। এইত সেদিন স্বাধীন আফগান গবর্ণমেণ্টের আদেশে কয়েকজন নিরীহ ধর্ম্ম প্রাণ আহমদী প্রজাকে (জগদগুরু আহমদের মতাবলম্বীগণকে আহমদী বলা হয়) মৃত্তিকায় আবক্ষ প্রোথিত করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে সংহার করা হইয়াছে।

হজরত আহমদের (আঃ) জীবন কথা ও তাঁহার শিক্ষা এবং উপদেশ বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহার শিক্ষার সারমর্ম্ম নিম্নে বর্ণনা করিতেছি—পরম করুণাময় আল্লাতালা মানব জাতির হিতকল্পে আদি পিতা আদমের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবতার পরম্পরায় পাঠাইতেছেন। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে যখন সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ হইতে থাকে, উপরে মেঘমুক্ত নীলাকাশ নিম্নে তপ্ত মেদিনী, মাঠ শস্যহীন আর শুষ্ক বাতাস শন্ শন্ করিয়া বহিয়া যায় তখন মানুষ এই আশায় সকল কষ্ট সহিয়া লয় যে অচিরেই বারিধারা নিপতিত হইয়া ধরণী বক্ষ শীতল করিবে। তেমনি যখন পৃথিবী পাপভারে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে ও পুণ্যের তিরোধান হয় তখন একজন অবতারের আবির্ভাব হওয়া সুনিশ্চিত। পরম কারুণিকের এই করুণাময় বিধান বলেই অবতারগণ আসিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের অবতারগণ আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র; কারণ সকলেই এক আল্লার প্রেরিত। একই পিতা তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইতেছেন। তাহাদের কাহারও প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা মহা পাপ। অবতারগণ সকলেই মোছলেম। মোছলেম অর্থ ভগবানে আত্মসমর্পণকারী, তাঁহার

আজ্ঞাবহ ভৃত্য। যে ব্যক্তি সকল বাসনা জলাঞ্জলী দিয়া ভগবানের ইচ্ছা সানন্দে বরণ করিয়া লইতে পারে সেই মোছলেম। মৎস্য যেমন জলে বিহার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, জল হইতে উত্তোলন করিলে তাহার জীবন ধারণ কঠিন হয়, প্রকৃত মোছলেম সেইরূপ তাঁহার শ্রবণ, মনন ও প্রিয়কার্য্য সাধনে পরম আনন্দ উপভোগ করেন, তদাভাবে তিনি জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, জারতপ্ত, ইব্রাহিম, মুছা, যীশুখৃষ্ট ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রকৃত অবতার সুতরাং সকলেই মোছলেম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রভুর অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া প্রভুপদে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদই (দঃ) শেষ নবী বা অবতার যিনি আল্লাতালার নিকট হইতে সরিয়ত বা ধর্ম্ম বিধান আনায়ন করিয়াছেন। ইহাই ভগবান প্রেরিত শেষ বিধান যাহার নাম কোরাণ শরিফ। পূর্ব্বে অবতারগণের নিকট প্রেরিত বিধানগুলি মৌলিক অবস্থায় রক্ষিত হয় নাই। মানুষের অনেক মন গড়া কথা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া ভগবানের বিশুদ্ধ বাণী তাহা হইতে বাছিয়া লওয়া মানবের সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ সেই সকল বিধান শুধু তৎসময়োপযোগী ছিল বলিয়া তাহাদের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু কোরাণ শরিফ আধুনিক যুগের বিধান। ইহাতে মানব সমাজের সকল প্রকার জটীল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন বিধানগুলি অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ প্রক্ষিপ্ততা দুষ্ট বলিয়া তাহাদের উপর অভ্রান্ত বলিয়া নির্ভর করা যায় না। কোরাণ শরিফে সকল জাতির সকল অবস্থার উপযোগী এবং মানব প্রকৃতির অনুকূল নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ আছে যাহার একটী অক্ষরও ১৩০০ বৎসরের মধ্যে মৌলিক অবস্থা হইতে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। সকল দেশ ও জাতির পণ্ডিতগণ এক বাক্যে এই বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন। কোরাণের প্রত্যেক শব্দ ভগবানের অভ্রান্তবাণী যাহা তিনি হজরত মোহম্মদের (দঃ) উপর প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হজরত আহমদ (আঃ) বলিয়াছেন একমাত্র কোরাণ শরিফের আদেশ মানিয়া চলিলে মানুষের চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হয় এবং জীবনেই আল্লাতালার দর্শন লাভ করা যায় ও তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণ করা যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত মানুষ ভগবানের অমৃতবাণী শুনিতে না পায় সে পর্য্যন্ত তাহার চিত্ত স্থির হয় না এবং পাপের প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক মানব সন্তান সাক্ষাৎ ভাবে আল্লার দর্শন লাভ করিতে পারে, কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হয় না। সকল মানুষের জন্য তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত, চাই শুধু সাধনা ও উপাস্য। কোরাণের বিধান ও শিক্ষা মানিয়া চলিলে যে কেহ সেই সত্য সুন্দর প্রেমস্বরূপকে লাভ করিতে পারে।

জগদগুরু হজরত আহমদ (আঃ) আরও বলিয়াছেন যে মানুষ শুধু স্বার্থের অনুরোধে পুরাতনকে ছাড়িতে চায় না। সমাজ নির্য্যাতন ভীতি, আলস্য, জড়তা, স্থিতি স্থাপকতা ইত্যাদিও সত্য গ্রহণের অন্তরায়। সত্যকে গ্রহণ করিতে হইলে যাহা কিছু অন্তরায় সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। নির্য্যাতন, নিপীড়ন—সব অম্লান বদনে সহ্য করিতে হইবে। ঈশ্বরপ্রেম অতি বহুমূল্য রত্ন। ইহাকে লাভ করিতে হইলে অনেক কষ্ট নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইতে হইবে। এক সময়ে আমাদের গৃহদ্বারের সম্মুখ দিয়া নদী প্রবাহিত হইত। আমরা ঘরের সম্মুখে ঘাট বাঁধিয়া তাহা হইতে জল উত্তোলন করিয়াছি ও তাহার স্বচ্ছ জলে অবগাহন করিয়াছি। কাল ক্রমে নদীর স্রোত বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমান যাহারা তাহারা স্রোতের ধারে আবার নূতন ঘাট বাঁধিয়াছে ও পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল জল উপভোগ করিতেছে। যাহারা আলস্যবশে দূরস্থ নূতন ঘাটে যায় না বরং পুরাতন ঘাটের কর্দ্দমাক্ত জল দ্বারা স্নান আহার সমাধা করে তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব বরং তাহারা রোগাক্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক; ঠিক এইরূপ অনেক লোক দৃষ্ট হইবে যাহারা পুরাতন জরাজীর্ণ কীট দষ্ট পুঁথি হইতে মনগড়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের জল স্বাভাবিক পিপাসা মিটাইবার চেষ্টা করে অথচ তাহাদের সম্মুখে প্রসারিত সকল সংশয় বিমুক্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বরবাণীর প্রতি মুখ তুলিয়াও

চাহিবে না। হজরত আহমদ (আঃ) বলিতেছেন, একমতে কোরানের সুশীতল বারি পান করিলেই মানুষ প্রকৃত মোছলেম হইতে পারিবে। বর্ত্তমান মোছলমান জাতি ও প্রকৃত মোছলেম নহে কারণ তাহারা সেই পবিত্র গ্রন্থের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া আজ যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করিতেছে।

সমালোচনা।

হিন্দু-ইসলাম তত্ত্ব—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য এক আনা। প্রাপ্তি স্থান (১) গ্রন্থকারের নিকট জলপাইগুড়ি (২) আয়ুর্ব্বেদ সাধনাশ্রম ৬৪।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম্মই মূলে এক ও সনাতন; এই কথা প্রমান করিবার জন্য গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে উভয় ধর্ম্মের শাস্ত্রে মতের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যুক্তির সার মর্ম্ম এই ঃ—ধর্ম্মের দুইটি অংশ একটি সনাতন অপরটি পরিবর্ত্তনশীল। সামাজিক নিয়ম, বিবাহ-প্রণালী, উপাসনা প্রণালী, দায়ভাগ, আচার ব্যবহার ইত্যাদি দেশ কাল পাত্রভেদে সতত পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং সনাতন নহে। ধর্ম্মের এই অংশ লইয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ইত্যাদি অসঙ্গত ও অবৈধ। সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, ভগবানের সন্দর্শন মুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল; অতএব সনাতন। যাহা সনাতন তাহা এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা ভিন্ন কেহই এই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে না, সুতরাং কোন্‌টী সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তাহাও স্থির করা যাইতে পারে না। অতএব, যে বিষয়ে সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য আছে, তাহাই সত্য ও সনাতন।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রছুল আসিয়াছিল (১০।৪৭), "শয়তানী পরিত্যাগ করিয়া আল্লার উপাসনা কর, এই কথা বলিবার জন্য আমরা নিশ্চয়ই সমস্ত জাতির মধ্যে রছুল পাঠাইয়াছিলাম" (১৬।৩৬), 'এমন কোন জাতি নাই, যাহার মধ্যে রছুল আসে নাই' (৩৫।২৫) পবিত্র কোরআনের এই শিক্ষানুযায়ী মুসলমান মাত্রেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে শাস্ত্রের অনুশাসন মান্যকারী (আহ্‌লে-কেতাব) সমুদয় জাতিরই ধর্ম্মতঃ মূল সত্য এবং কালের প্রভাবে একমাত্র কোরআন ব্যতীত সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থ বিকৃত হইলেও এখনও তাহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্যের অভাব নাই। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহতালা কোরআন ও হজরত মোহম্মদকে (দঃ) অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনিই বেদ, গীতা, বাইবেল, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামচন্দ্র, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতিকেও অবতীর্ণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের দুইটি অংশ, একটি সনাতন ও একটি পরিবর্ত্তনশীল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত সমাজে নিত্য নূতন সমস্যা উপস্থিত হয়। যুগ-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও মূল সূত্রগুলি যে সনাতন তাহাও স্বীকার্য্য। এ বিষয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত একমত হইলেও আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না যে, শাস্ত্রের পরিবর্ত্তনশীল অংশে কোন প্রকার বিচার তর্ক না করিয়া খামখেয়ালীর প্রশ্রয় দিতে হইবে অথবা সনাতন অংশে শুধুই বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য দেখাইতে পারিলে যথেষ্ট হইবে দেশ কাল পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা যাহারা স্বীকার করেন, দেশ কাল পাত্র হিসাবে বিচার তর্ক করিয়া উপযোগী সত্যগুলি প্রচার করিতে বিমুখ হওয়া তাহাদের পক্ষে নিতান্তই অশোভনীয়। অবশ্য বিচার তর্কের অর্থ হিংসা দ্বেষ নহে এবং হিংসা দ্বেষ কোন বিষয়েই সঙ্গত নহে। আশা করি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই যুক্তির সার্থকতা স্বীকার করিবেন। ধর্ম্মের সনাতন অংশ সম্বন্ধে এই বলিতে চাই, শুধুই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা কোন বিষয়ের প্রমান হইতে পারে না। প্রথমতঃ কোন শাস্ত্রই সনাতন নহে। প্রত্যেক শাস্ত্রেরই একটা উৎপত্তিকাল আছে। একমাত্র কোরআন ব্যতীত জগতের কোন শাস্ত্রগ্রন্থই মৌলিক অবস্থায় নাই। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল, বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অপরিবর্ত্তনীয় ও সনাতন সত্যের প্রমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে উন্নতি করিতে চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মশক্তির অনধিগম্য ব্যাপারে গ্রন্থবিশেষে লিখিত কোন কথা বিশ্বাস করা অনর্থক আত্মশক্তির মানহানি করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের মাথা খাইয়া কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'শাস্ত্রবাক্য ভিন্ন কেহই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে না, এ ধারণা ভুল। বর্ত্তমান যুগের অবতার হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) শাস্ত্ররচনার উৎস দেখাইয়া দিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল বাকী খোদার হাতে।

তরুণ পত্র—মাসিক পত্রিকা; সডাক বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা হাতে তিন আনা ডাকে চারি আনা কার্য্যালয়, পোঃ রমনা, ঢাকা। প্রথম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৩২; প্রথম সংখ্যা পড়িয়া আমরা যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। সুদৃশ্য পাঁচখানি ব্লক, সুন্দর পরিচ্ছদ পট, বিষয়ের উদার মহান উচ্চসুর তরুণপত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই সূচনা করিতেছে বলিয়া আশা করি। "পুরাতনের সকল জীর্ণতা, সকল দুর্ব্বলতা, সকল অসাড়তা" মুক্ত করিয়া, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া তরুণ পত্র বাঙ্গালার তরুণ তরুণীদিগকে সত্যের সাধক কঠোর তপস্বী করিয়া তুলিতে পারে আমরা আল্লাতালার নিকট এই প্রার্থনা করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

হিন্দু বিধবা বিবাহ—লাহোর বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার সম্পাদক জানাইতেছেন,—উক্ত সমিতির ভারতের বিভিন্ন শাখা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সমগ্র দেশে গত এপ্রিলমাসে মোট ২০৬ জন বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৭৫৩টী বিধবার পুনর্বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে জাতি ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে তালিকা দেওয়া হইল।

জাতি নির্ব্বিশেষে ঃ—ব্রাহ্মণ—১৩৯, ক্ষত্রিয়—১৮১, অরোরা—১৫১ আগরওয়ালা ২৫, কায়স্থ ২১, রাজপুত ৫৯, শিখ—৫৪, বিভিন্ন জাতীয় ১২৩, মোট—৭৫৩।

দেশ নির্ব্বিশেষে ঃ—পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—৬১০, দিল্লী—১৭, সিন্ধু—৪, যুক্ত প্রদেশ—১০১, বাঙ্গলা—১৪, মাদ্রাজে—২, বোম্বাই—১, হায়দরাবাদ—১, মোট—৭৫০। (সঞ্জীবনী)

খৃষ্ট জগতে নারীর সমস্যা—খৃষ্টান জগত বহু বিবাহের বিরোধী। কিন্তু নিয়তির অমোঘ চক্রচালনায় কৌশলের পরিণতি কোথায়, তাহা কে বলিতে পারে? বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র ইউরোপীয় মহাসমর জগতে যে লোমহর্ষণকারী পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, তাহার বিষময় ফল যে আর কতকাল ভোগ করিতে হইবে তাহা অনিশ্চিত। এই মহাপ্রলয় কাণ্ডে ইউরোপীয় দেশ সমূহে যে পুরুষের সংখ্যা শোচনীয়রূপে খর্ব্ব হইয়া নারীর সংখ্যা অপরিমেয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা বিশস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে এক গ্রেটবৃটেনেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ১৯১৮৯৬৪ জন অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই পরিমাণে যে ইউরোপীয় যাবতীয় দেশের রমণীর সংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফলে ব্যাপার অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে

এশিয়া আফ্রিকা কালা আদমির দেশ। উক্ত দেশ সমূহের অধিবাসীগণ বর্ত্তমান সভ্যতাগর্ব্বী পাশ্চত্য জগতের খৃষ্টান অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক হীন এবং হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। উল্লেখিত গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় যখন কোন অবস্থায়ই এক স্ত্রীর বর্ত্তমানে পুরুষের একাধিক বিবাহমতের পোষকতা করেন না, তখন কিরূপ তাঁহারা স্ত্রী পুরুষের ঐ সংখ্যা বৈষম্য দূরীভূত করিয়া দেশের সমস্ত রমণীর 'বিবাহ কল্পনা করিতে পারিবেন? তাহারাত হেয় কালা আদমীর দেশে অতিরিক্ত রমণীকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত। আমেরীকা ত আইন প্রণয়ণ দ্বারা স্বদেশে বিদেশীয় লোকের প্রবেশ পথ একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আবার যখন ইসলাম প্রচারক মুফতী মোহাম্মদ ছাদেক সাহেব ১৯২০ সালে প্রচার উদ্দেশ্যে আমেরীকায় পদার্পণ করেন, তখন তথাকার শাসন সম্প্রদায় তাঁহাকে সাত সপ্তাহ কাল সমুদ্রতীরে Ditention House এ আবদ্ধ রাখেন। কারণ, তিনি ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত বহু বিবাহ মতের সমর্থনকারী। এইরূপ খৃষ্টান জগত কোন অবস্থায়ই বহু বিবাহের উপকারীতা স্বীকার না করিয়া বরং সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় নানাপ্রকারে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কিন্তু এমন ভাবে আর কয় দিন চলিবে? এখন প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সত্যের ডঙ্কা আপনা আপনি বাজিয়া উঠিতেছে মানব তাহার গতিরোধে সমর্থ হইবে না এখনস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইউরোপের খৃষ্টীয় সমাজে বহু বিবাহ প্রচার, সেই বিশ্বচালকের বিশ্ব চালনার নিয়মে অচিরে প্রচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্যথা সমাজ নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নীতিহীনতার আবাস ভূমি হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইউরোপীয় সমাজ অনন্ত কালের জন্য কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে, সুতরাং জগতে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার সেই বিশ্বনিয়ন্তারই যে ইঙ্গিত তাহা স্বতই প্রমাণিত হইতেছে।

মুসলমান ও কোফর—'জমিদার' পত্রিকা সুবিখ্যাত সম্পাদক মৌলানা জাফর আলী সাহেব গত কয়েকমাস যাবৎ আহ্‌মদী মুসলমানদিগকে কাফের প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইতমধ্যে 'হজরত রফিউদ্দরজাত আজিমলবরকাত জানশিন আলা হজরত মৌলানা হামেদ রেজা খান বেরেলবী" সাহেব. মৌলানা জাফর আলী ছাহেবের বিরুদ্ধে কোফরের ফতোয়া প্রচার করিয়াছেন। আলা হজরত রফিউদ্দারজাত ছাহেব বলিয়াছেন "জাফর আলী খান সম্বন্ধে আমার ফতোয়া এই যে, সে কাফের হইয়া গিয়াছে। তাহার কোফর এত গুরুতর যে তাহার বিবি তালাক হইয়া গিয়াছে এবং বিবি সাহেবা অবিলম্বে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জাফর আলী খাঁর কাফের হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে, সেও কাফের হইবে এবং তাহারও বিবি তালাক হইয়া যাইবে।"

আমেরিকায় এস্‌লাম ঃ—

বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমি আমেরিকায় এমাম ও এস্‌লাম প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হই। কেবল সেণ্ট লুইসেই ২০০ শতের অধিক সংখ্যক, ইউনাইটেড ষ্টেটে ৩০ জন এবং বৈদেশিক ৬ জন পুণ্যবান ব্যক্তি পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ১০০০ সহস্র এস্‌লাম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছি এবং প্রায় ৫০০ শত স্থানীয় বন্ধু সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। St. Louis এর মিশন আল্লাতাল্লার অনুগ্রহে প্রথম হইতেই নিজ খরচে চলিয়া আসিতেছে।

ইতিমধ্যে আমাকে অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কিন্তু আল্লাতালাই আমার একমাত্র সহায় ও সম্বল এবং তাঁহারই উপাসনা প্রিয়কর ও সুখদায়ক। এহেন আপদ বিপদ আমাকে ক্রমেই অধিকতর ধীর, স্থির ও দৃঢ়প্রবৃত্ত করিয়া তুলিতেছে। রহমান রহিম আল্লাতাল্লার নিকটই সর্ব্বপ্রকার পুরস্কারের প্রার্থী। তিনিই প্রকৃত পুরস্কার দিয়া থাকেন। এখন সহৃদয় বন্ধুবান্ধবের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনারা এই মিশন কার্য্যে আমার কৃতকার্য্যতার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিবেন।

শেখ আহম্মদ উদ্দিন (মিঃ মট)
St. Louis, Mo., U. S. A.

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী।

১। আহ্‌মদীর বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা মাত্র; প্রতি সংখ্যা তিন আনা। তিন আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হইয়া থাকে। বৈশাখ হইতে বৎসর আরম্ভ।

২। আহ্‌মদী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।

৩। স্পষ্ট নাম ঠিকানা দিয়া মূল্যাদি ও যাবতীয় চিঠি পত্র ম্যানেজারের নিকট প্রেরিতব্য।

লেখকগণের প্রতি ঃ—

১। সর্ব্বদা প্রবন্ধ সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। টিকেট দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

২। প্রবন্ধের সঙ্গে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি ঃ—

১। পূর্ব্ব মাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য পরবর্ত্তী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে না দিলে, চলিত মাসে সে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় না।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। ছাপার সময় কোন বিজ্ঞাপন দাতার ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন।

৪। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণ "স্মলপাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে। হেডিং প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে মানানসই অক্ষরে ব্যবহৃত হয়। আমাদের বিজ্ঞাপন পেজের সাইজ ৮×৬ ইঞ্চ।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা ২ কলম	... ...	১০৲ প্রতি মাসে
½ " বা ১ কলম	... ...	৫৲ "
¼ " বা ½ "	... ...	৩৲ "
⅛ " বা ¼ "	... ...	২৲ "

বিশেষ পৃষ্ঠার হার স্বতন্ত্র; পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

ম্যানেজার—আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
২৯এ এসমাইল ষ্ট্রীট্—পোঃ, ইটালি, কলিকাতা।

Printed by B. K. Dass, at the Model Litho & Printing Works, 93, Baitakkhana Road, Calcutta,
and published by G. S. Khadim, B.A., from 29-A, Ismail Street, CALCUTTA.

আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন",—এল্‌হাম, হজরত মসিহ মউদ (আঃ)।

১ম বর্ষ। শ্রাবণ—১৩৩২ ৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদক—গোলাম ছমদানী, বি, এ।

কার্য্যালয়—
২৯এ ইসমাইল ষ্ট্রীট,
পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।
ভিঃ পিঃতে দুই টাকা পাঁচ আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ তিন আনা।
তিন আনার টিকেট পাঠাইলে
নমুনা পাঠান হয়।

বিষয়-সূচী

আহ্মদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণদ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"——এল্‌হাম, হজরত মসিহ্ মউদ।

১ম বর্ষ। | শ্রাবণ—১৩৩২। | ৪র্থ সংখ্যা

মুসলিম হও।

মুস্‌লিম হও। জগতের নিকট মুসলিম বলিয়া পরিচয় দাও। অন্তরে বাহিরে মুসলিম হও। ষোল আনা মুসলিম হও—তোমাকে দেখিয়াই যেন লোকে বুঝিতে পারে, তুমি একজন মুসলিম। মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিওনা। জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মুসলিম ছিলেন। বর্ত্তমান জগতে যাহারা উন্নত, শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের উন্নতির কারণ খুঁজিয়া দেখ; শ্রেষ্ঠতার নিদান অনুসন্ধান কর। মুসলিম নামে পরিচিত না হইলেও দেখিতে পাইবে ইসলামের অনুসরণ করিয়াই তাঁহারা উন্নত হইয়াছেন। অন্ধের নাম পদ্মলোচন বলিলে কেহই আপত্তি করে না, এখানে পদ্মলোচন শব্দের কোন অর্থ নাই; ব্যক্তি বিশেষকে বুঝাইবার জন্য একটি সঙ্কেত মাত্র। 'মুসলিম' শব্দটি তদ্রূপ একটি অর্থহীন সঙ্কেত মাত্র নহে। মুসলিম শব্দের একটা গভীর অর্থ আছে। ইহা একটি গুণবাচক শব্দ। কাহাকেও বিদ্যানিধি, কাব্যনিধি, B. A., M. A. বলিলে যেমন তাহার বিদ্যার কতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুণের কতকটা আভাষ দেওয়াই মুসলিম নামের উদ্দেশ্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন নিয়ন্তা আছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পনকারীকেই মুসলিম বলে। শান্তি শৃঙ্খলার উপাসককেই মুসলিম বলে। সৎকর্ম্মের মনোহর উদ্যানে, সৎচিন্তার নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর তীরে, বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া যাহারা বাস করে, তাঁহারাই মুসলিম। মুসলিম বৃথা সময় নষ্ট করে না, অনর্থক বা অন্যায় কাজ করে না। মুসলিমের একমাত্র লক্ষ্য দিনের পর দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে থাকা; আল্লার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করা; সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে লব্ধ আল্লার উপদেশ অনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অধ্যাবসায় দেখান।

তুমি কি মুসলিম? বাস্তবিকই তোমার মধ্যে মুসলিমের গুণ আছে কি? জিজ্ঞাসা কর তোমার আত্মার কাছে। চিন্তা কর গভীর নিশীতে। তোমার বিবেক যদি তোমাকে মুসলিম বলিতে না চায়, অযথা মুসলিম নামে আত্মপরিচয় দিয়া মুসলিম নামের কলঙ্ক করিও না। হে সংসার-মায়া-মুগ্ধ পরকাল-ভোলা বিলাসী, নিজকে মুসলিম বলিও না। হে দার্শনিক পণ্ডিত, ঐশীবাণী মহাগ্রন্থ কোরআন হইতে শত যোজন দূরে

থাকিয়াও নিজকে মুসলিম বলিও না। হে মূঢ়, হজরত মহম্মদকে (দঃ) কালিদাস, নেপোলিয়ন, নিউটন বা কারলাইলের বড় ভাই একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ মনে করিয়াও নিজকে মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিও না। ইসলামী অনুষ্ঠান গুলিকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিয়াও নিজকে একজন মুসলিম মনে করিওনা।

খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে, পরকালে যদি অবিশ্বাস থাকে, কোরআনের মাহাত্ম্য যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, হজরত মহম্মদের (দঃ) স্বরূপ যদি বুঝিতে চাও এস, বর্ত্তমান যুগের নবী, কোরআনের ব্যাখ্যাতা রসুল, হজরত মহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক পুত্র হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদের (আঃ) নিকট আসিয়া সমুদয় সন্দেহ, অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস, ভ্রান্তি প্রমাদ দূর করিয়া, প্রকৃত মুসলিম হও।

কাবুলের কারাগৃহ হইতে শহিদ মরহুম মৌলবী নেয়ামত উল্লা খাঁর পত্র।

আজ ৩৫ বৎসর হইল যুগাবতার মসিহ ও মাহদী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কর্ত্তৃক পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলায় কাদিয়ান নামক একটি ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রামে ইছলামে আহমদীয়া ধর্ম্মমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কিরূপ ভাবে জগতের সুদুর প্রান্ত সমূহে তাঁহার শিক্ষা মানব হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল তাহার খবর অতি অল্প লোকেই জানিত। কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আমান উল্লা খাঁর আদেশে গত ১৯২৪ সালের ৩১শে আগষ্ট হইতে ১৯২৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শহিদ মরহুম মৌলবী নেয়ামত উল্লা খাঁ, বৃদ্ধ মৌলনা আবদুল হালিম ও কারী নুরআলী সাহেবজনের আফগান রাজ্যে নিহত হইবার ঘটনা, আহমদী সমাজকে পৃথিবীর প্রত্যেক শিক্ষিত নর নারীর নিকট দিবাকরের ন্যায় সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। এখন আর আহমদী সমাজ লুক্কায়িত নাই। শুধু যে বর্ত্তমান আমীরের আমলেই কাবুলে আহমদীগণকে হত্যা করা হইয়াছে তাহা নহে। ইতঃপূর্ব্বে আমীর আবদুর রহমান খাঁর আমলে মোল্লা আবদুর রহমান সাহেবকে এবং আমীর হাবিবউল্লা খাঁর আমলে সাহেবজাদা ছৈয়দ আবদুল লতীফ সাহেবকে আহমদী হওয়ার দরুণ আফগান রাজ্যে নিহত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনাদ্বয় বোধ হয় অতি অল্পলোকই অবগত আছেন। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় কাবুলে আহমদী শহিদগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব। শহিদ মরহুম মৌলবী নেয়ামত উল্লা খাঁ সাহেব কাবুলের কারাগৃহ হইতে মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে ফারছি ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহারই সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইল।

বখেদমতে, শ্রদ্ধাস্পদ জনাব হজরত ... ...

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে বরকাতুহু।

অতঃপর নিবেদন এই যে এ অধীন অদ্য ২৩ দিন যাবত কয়েদ থানায় আবদ্ধ আছে—যাহার দরজা এমন কি আলো আসিবার খিড়কিও বন্ধ করিয়া রাখা হয়। যদি কখনও দরজা খুলিবার দরকার হয় তবে তাহার এক কপাট খোলা হয়। অপরের সহিত কথা বলিতে আমার প্রতি নিষেধ আজ্ঞা করা হইয়াছে। যখন আমি ওজু বা প্রস্রাব পায়খানার জন্য বাহিরে যাই তখন আমার সহিত পাহারাওয়ালা থাকে। অধীনকে যে দিন কয়েদ থানায় আনা হইয়াছে সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত চারিটী প্রকোষ্ঠ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাকে যতই নিবিড়তর অন্ধকার ময় প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হইতেছে আল্লাহতাআলা ততই অধিক পরিমাণে জ্যোতি ও হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতেছেন। যে দিন আমাকে কয়েদ থানায় আনা হইয়াছে সেই দিন আমার হাতে খরচের জন্য এক পয়সাও ছিল না বরং তখন আমার মঃ ৫০৲ টাকা ঋণ ছিল। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত... আমার খরচ বহন করিয়া আসিতেছেন। আমি জানি না, এখন আমি তাহার নিকট কত ঋণী হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমি আরও অন্যান্য লোকের নিকট ঋণী ছিলাম। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোল্লা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন তিনি

আমার জন্য কত খরচ করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে উত্তর লইয়া আপনি সেই চিঠি হজরত খলিফাতুল মসিহের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এব্যতীত তার কিম্বা চিঠি দ্বারা সমস্ত আহমদী ভাইগণকে আমায় অবস্থা জ্ঞাত করাইবেন যেন তাঁহারা আমার জন্য প্রার্থনা করেন যে আল্লাতালা আমাকে ধর্ম্মের সেবায় সফলতা প্রদান করেন। আমি সর্ব্বদা কয়েদ খানায় আল্লার নিকট এই প্রর্থনা করি, হে এলাহী তোমার "নালায়েক বন্দাকে" (অযোগ্য দাসকে) ধর্ম্মের সেবায় সফলতা প্রদান কর, আমি ইহা চাই না যে আমাকে কয়েদখানা হইতে মুক্ত কর এবং মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দাও; আমি ইহাই প্রার্থনা করি, হে এলাহী তোমার এ অধম দাসের শরীরের অণু পরমাণু ইসলামের জন্য কোরবান (উৎসর্গ) হইতে দাও।

অতএব যদি বিধির বিধানে অধমের মৃত্যুই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে বিনীত নিবেদন এই যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক হজরত মসিহ মউদের ছাহাবীগণের (সহচর) সহিত যেন এ অধম দাসানুদাসের কুত্‌বা (স্মৃতি ফলক) মকবেরা বেহেস্তির (হজরত মসিহ মউদ প্রতিষ্ঠিত কবরস্থান) মধ্যে প্রোথিত করিয়া দেওয়া হয়। অধমের নাম—বয়স ৩৪ বৎসর। পিতার নাম আমান উল্লা, জিলা পাঞ্জাশির, তহশিল ঢোখা, মৌজা খুজা।

আহমদী ভাইগণের প্রতি নিবেদন এই যে এ অধমের মৃত্যুতে তাহারা ভীত না হন। স্বাধীনতার চেয়ে কয়েদ খানায় সহস্রগুণ অধিক শান্তি সুখ অনুভব করিতেছি। আল্লার নিকট এই আশাও রাখি মৃত্যুর পর ইহার চেয়ে কোটিগুণ অধিক শান্তি সুখ পুরস্কার পাইব। অদ্য মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে দুইবার জবান বন্দী লওয়া হইয়াছে। শুনিয়াছি আমার কেতাব সমূহও নাকি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। আমি জানি না আল্লাতালার নিকট কি বিহিত আছে।

২৮ শে জিলহজ্জ, মঙ্গলবার, ১৩৪২ হিজরি।

খাকছার

নেয়ামত উল্লাহ্ আহমদী

(আল-ফজল ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

এসলাম

(৩)

(মহম্মদ আবদুল হাফিজ)

জীব-বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব, রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় এসলামও একটি বিজ্ঞান। জাতি, বর্ণ, দেশ, কাল, পাত্র নির্ব্বিশেষে অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় এসলামও সমগ্র মানব জাতির জন্য সমান ভাবে উন্মুক্ত। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ন্যায় এসলামেও যুক্তিবিরুদ্ধ কোন কথা থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যত মুস্‌লিম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহই এ কথা বলেন নাই যে মুস্‌লিম হইবার জন্য বিচার শক্তি বর্জ্জন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে তাঁহারা সকলেই বিরুদ্ধবাদীগণকে বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করিতে বলিতেন। বিরুদ্ধবাদীগণ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করে না বলিয়াই কোরআন শরিফে উক্ত হইয়াছে "তাহাদের চক্ষু আছে দেখে না, কর্ণ আছে শোনে না, মন আছে বুঝে না। তাহারা পশুবৎ হইয়া গিয়াছে।"

'আল্লাহ মানুষের সহিত কথা বলেন' এসলামের সমুদয় সাধনা গবেষনার ভিত্তি এই মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহারা এই মতবাদ বিশ্বাস করেন না তাহাদিগকে মুস্‌রিক বলা হয়। যাহারা বিশ্বাস করেন তাহাদিগকে আহ্‌লে-কেতাব আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় আহলেকেতাব মুসলিম না হইলেও মুস্‌লিমের

নিকট আত্মীয়। এক সময় তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নিশ্চয়ই মুস্‌লিম ছিলেন। আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে যাহারা ঐশীবাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পোষণ করেন, একমাত্র তাঁহারাই প্রকৃত মুস্‌লিম। যাহারা ঐশীবাণীবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন বস্তুতপক্ষে তাহারাও মুস্‌রিক। তাহাদের চিন্তার ধারা অনেকাংশে মুস্‌রিকগণেরই ন্যায়। Guidance cometh from above' বিধাতা স্বয়ং পথপ্রদর্শন করেন, ইহাই আহ্‌লে-কেতাব বা মুস্‌লিমের প্রকৃত বিশ্বাস। Human research discovereth God" সাধনা বলে মানুষই গুপ্তরাজ্য ঈশ্বরকে খুজিয়া বাহির করে" ইহাই মুস্‌রিকের ধারণা। সংসার মায়ামুগ্ধ আহ্‌লে-কেতাব ঐশীবাণী লাভের পথ হইতে সরিয়া পড়িয়া বলিতে থাকে—ঐশীবাণীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মুস্‌রিক ঐশীবাণী স্বীকার করে না, পথভ্রষ্ট আহ্‌লে-কেতাব বলে 'পূর্ব্বে ছিল এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে'। বহু মুস্‌রিক ঐশীবাণী অস্বীকার করে না, রূপক বা কল্পনা মনে করে। পথভ্রষ্ট আহ্‌লে-কেতাবও অস্বীকার করে না, প্রাচীন কাহিনী মনে করে। আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে একমাত্র সেই সম্প্রদায়ই ঐশীবাণী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পোষণ করেন যাহাদের মধ্যে ঐশীবাণী প্রাপ্ত মহাপুরুষ (মোলহেম) বিদ্যমান আছেন। যাহাদের মধ্যে ঐশীবাণী প্রাপ্ত মহাপুরুষ নাই, তাহারা একদিকে যেমন প্রাচীন কালের মহাপুরুষদিগের কাহিনী স্মরণ করিয়া নিরাশ-প্রাণে বৃথা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেন, পক্ষান্তরে তেমনই আবার অতীন্দ্রিয় জগতের একমাত্র সংবাদবাহক ঐশীবাণী চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে প্রচার করিয়া ধর্ম্মজগতে ঘোর ঔদাসীন্যের সৃষ্টি করে। আঃ, অন্ততঃ সমুদয় আহ্‌লে-কেতাবও যদি ঐশীবাণী অনাদি অনন্ত বিশ্বাস করিয়া বৃথা যুক্তিতর্কের পরিবর্ত্তে মাথা নীচু করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট জিজ্ঞাসা করিত, নিশ্চয়ই সমুদয় ঝগড়া কলহের অবসানে জগতে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিত।

আল্লাহ অনাদি অনন্ত। তাঁহার সমুদয় গুণও অনাদি অনন্ত। তাঁহার কোন গুণ পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই এইরূপ কল্পনা করা মহাপাপ। এই প্রকার কল্পনা সম্ভব হইলে একদিকে যেমন চোর ডাকাত বদমায়েসরা অনায়াসে বলিতে পারে আল্লাহতাআলার মধ্যে প্রাচীনকালে পাপের শাস্তি বিধানের গুণ ছিল, এখন আর নাই, অন্যদিকে পুণ্যবান ব্যক্তিরও আশঙ্কা থাকিতে পারে, ভবিষ্যতে হয়ত আল্লাহতালা পুণ্যের পুরস্কার না দিতেও পারেন (নাউজ বেল্লাহ মেন জালেকা)।

পবিত্র কোরআন শরিফ হইতে দেখা যায়, আল্লাহতালা হজরত মুসার (আঃ) মাতার সহিত কথা বলিয়াছিলেন, হজরত মরিয়ম সিদ্দিকার সহিত কথা বলিয়াছিলেন, হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্যগণের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সহিত কথা বলিবেন না কেন? আমাদের কি তাঁহার বাণী শ্রবণের আবশ্যকতা নাই? আল্লার বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণ সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয় হওয়া আমাদের কি প্রয়োজনীয় নহে? কঠোর শাস্তি-দাতা আল্লাহতালার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসই সমুদয় পাপের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে। অনন্ত পুরস্কার দাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয়তাই দুরূহ কর্ত্তব্য সম্পাদনে শক্তিপ্রদান করে। যেখানে নিশ্চয়ই সাপ, বাঘ কুমীর বা কোন হিংস্র জন্তু বাস করে, সেখানে কেহই যাইতে প্রস্তুত নহে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর দেশে যাইতে সকলেই ভয় পায়। আবার কাঁটা দেখিয়া কেহই কমল তুলিতে বিরত হয় না। মুক্তার সন্ধান পাইলে কেহই অতল সমুদ্রে ডুব দিতে ইতস্ততঃ করে না। বাস্তবিকই যাহারা কঠোর শাস্তিদাতা খোদাতালার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান, তাহারা কখনও পাপে মগ্ন হইতে পারে না। স্বভাব সুলভ দুর্ব্বলতাবশতঃ দৈবাৎ কোন পাপ করিয়া বসিলেও তাহারা খুনী আসামীর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

শতকরা দশ বিশজন সরলবুদ্ধি লোক ছাড়া প্রায় সমুদয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাশালী লোক আজ পাপে মগ্ন কেন? সাপ, বাঘ, ম্যালেরিয়া, বসন্ত দেখিয়া ভয় পায় অথচ মিথ্যা জাল জুয়াচুরি ভণ্ডামি ব্যভিচার করিতে ইতস্ততঃ করে না কেন? সভ্য জগতের বর্ত্তমান ঘোর নৈতিক অধঃপতন নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিতেছে যে

দুনিয়ার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার না করিলেও নিশ্চয়ই কঠোর শাস্তিদাতা আল্লাহতালার অস্তিত্বে তাহাদের বিশ্বাস বা ঈমান নাই। এ হেন ঘোর দুর্নীতির যুগে আল্লাহতালার কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই কেমন করিয়া স্বীকার করিব? এ হেন নাস্তিকতার যুগে আল্লার কথা বলিবার আবশ্যকতা না থাকিলে পূর্ব্বে কোনও কালে ছিল কেমন করিয়া স্বীকার করিব? নিশ্চয়ই বর্ত্তমান যুগেও আল্লার বাণীর অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে। নিশ্চয়ই করুণাময় আল্লাহতালা বর্ত্তমান যুগেও কথা বলিতেছেন। যাহারা ঐশীবাণীবাদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে চান, তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছি। হজরত মসিহ মঊদ আহমদ (আঃ) কাদিয়ানীর শত শত শিষ্য ঐশীবাণী লাভ করিতেছেন। বর্ত্তমান জগতের নাস্তিকতা দূর করিবার জন্য আল্লাহতালা হজরত আহমদ (আঃ) কাদিয়ানীকে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

'ভাবিবার কথা।'

"ভাবিয়া দেখিয়াছ কি দুনিয়ার মানুষ, তোমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য স্বয়ং খোদাতায়ালা হাত বাড়াইয়াছেন। তোমরা তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অহঙ্কারে, ধনজনের অহঙ্কারে, পদ মর্য্যাদার অহঙ্কারে, আত্মহারা হইয়া সৃষ্টির কথা, তাঁহার অনুসরণের কথা, যাবতীয় মূল্যবান কথা বিস্মৃতি গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া মরিতে যাইতেছিলে। তাই মরণের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য, ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মালিক তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। তাই বলি তোমরা সাবধান হও এবং একটু ভাবিয়া দেখ। ১৯১৪ হইতে জগতের জন সাধারণকে সাধারণ ভাবে, আর ইউরোপের শক্তিবর্গকে বিশেষভাবে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া কেমন ভাবে সাবধান করা হইল। ভারতের স্থানে স্থানে প্রবল ব্যাত্যা, প্রবল ঝড়, ভয়াবহ ভূমিকম্প প্রভৃতি আল্লার নিকট হইতে এক একটি সাবধানসূচক ঘটনা তোমাদের সম্মুখে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ উন্নত জাপান মুহূর্ত্তের মধ্যে কত অবনতির ধাপে অধোগত হইয়াছে। সেই দিন রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া ভূমিকম্পে যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা কি এখনও কাণে বাজেনা? * ভুলিওনা এই সমস্ত ঘটনা। ভুলিও না এগুলিকে সামান্য জ্ঞান করিয়া। ভুলিও না এগুলিকে আকস্মিক ঘটনা মনে করিয়া। ভুলিওনা এগুলিকে আগ্নেয়গিরির উদরাময় মনে করিয়া। ভুলিওনা এগুলিকে বিস্মৃতির অন্ধকারের ভিতর দিয়া। মনে রাখিও এগুলির ভিতর একটা গভীর, অতি গভীর রহস্য নিহিত আছে। সেই রহস্য কি তাহা কি তোমরা জান? কোন দিন কি সেই বিষয়ে দুইটি কথা শুন নাই? শুনিয়াছ হজরত ইমাম মাহদী আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে দুনিয়ার ভিতরে রাশি রাশি বিপদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, ঝড় তুফান, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটিবে। তৎপর তাঁহার পাদস্পর্শে আবার শান্তির বাতাস বহিবে।

তোমরা সেই মহাপুরুষকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হও। হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পাক পবিত্র হও। পবিত্র করিবার জন্য, শুদ্ধ করিবার জন্য, সরল হইবার জন্য, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে খোদার পবিত্র সকাশ হইতে সতর্কতা সূচক ভয়াবহ ঘটনা সমূহ তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ হইতেছে। অহঙ্কার করিবার জন্য তোমাদের আর কি আছে? সকলেই এক নফছ হইতে সম্ভূত। তাই বলি দলাদলি ভুলিয়া যাও। নীচতা আর স্বার্থপরতাকে পদদলিত কর এবং সকলে মিলিয়া আল্লাহের প্রতি আকৃষ্ট হও। মনে রাখিও সত্বরই তাঁহার সমীপে সকলেই নীত হইবে।

* প্রবন্ধটি জাপান ভূমিকম্পের পর আমাদের বাংলা দেশে এক-দিন রাত্রি অনুমান ৩টার সময় যে ভূমিকম্পন হইয়াছিল, তারপরেই কাগজে দেখিতে পাই।

তুমি হিন্দু। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর হও, বিবেক বুদ্ধির সহিত কর্ত্তব্য কার্য্যে রত হও। তুমি খৃষ্টান। তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া মানুষ রূপে অপর মানুষের সঙ্গে মিশিয়া মানুষ হও। ধর্ম্মপথে সোজা হইয়া দাঁড়াও। তুমি মুছলমান, তোমার পবিত্র জীবন, নামাজ রোজা ঈমানের প্রতি মনোযোগী হও। শেরেক বেদায়াত ইত্যাদি হইতে ফিরিয়া আইস। হারাম পরিত্যাগ কর। হালাল রুজির অনুসন্ধানে দুনিয়ার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়। আত্মার আত্মশক্তির বিষয় চিন্তা কর। আর ঐ বিপদাবলীকে মাহদীর আবির্ভাবের শুভ মুহূর্ত্তের সূচনা মনে করিয়া সানন্দে ভাই ভাই মিলিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠ "নাছরুম মিনাল্লাহে ও ফাতহুন কারিব"।

১৩৩০ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের সোলতান পত্রিকায় উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক ভাই আবদুল ভাওয়ালী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অক্ষরে অক্ষরে সত্য সন্দেহ নাই। তবে তিনি এই সমস্ত বিপদাবলীকে মাহদীর আবির্ভাবের শুভ মুহূর্ত্তের সূচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা বলি, এই সমস্ত তিনি যে আসিয়াছেন তাঁহারই আগমনবার্ত্তা ও সত্যতার প্রমাণ দিতেছে। পবিত্র কোরআনে আছে وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا অর্থাৎ খোদা বলিতেছেন "যেপর্য্যন্ত আমি কোন রছুল না পাঠাই সেই পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে আমার তরফ হইতে কোন দিন শাস্তি আগমন করে না।"

এই কথার সত্যতা প্রমাণার্থ আমরা যদি পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি তবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যখনই কোন নবী বা রছুল এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন সত্যতা সম্বন্ধে তবলিগ করা সত্ত্বেও যখন লোকে তাহাকে গ্রহণ করে নাই, তখনই সেই নবীকে গ্রহণ করাইবার জন্য খোদা-তালার তরফ হইতে তাহাদের উপর দৈবশাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। হজরত নুহ (আঃ) আপনার সত্যতা লোকের নিকট যথাবিহিত প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সর্ব্বগ্রাসী জলপ্লাবন আসিয়া জগতে এক মহা প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করিয়া গেল। কেবল তাঁহার সঙ্গী কতিপয় সংখ্যক শিষ্য ব্যতীত সকলেই ধ্বংস হইল। হজরত মুছার (আঃ) সময়েও এইরূপ হইয়াছে। হজরত মুছা (আঃ) যখন ফেরাউনকে গিয়া বলিলেন আমি খোদা তালার তরফ হইতে নবী হইয়া আগমন করিয়াছি, ফেরাউন উত্তর করিল তার প্রমাণ কি? কিন্তু তিনি যখন তাঁহার সত্যতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও ফেরাউন এবং তাহার লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল না তখন তাহার রাজ্যে নানা উৎপাত আসিয়া দেখা দিল যথা—অনাবৃষ্টি, ফল ফসলের অভাব, প্লেগ, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক্ ও রক্তবর্ণ জল। এই সমস্ত শাস্তি পাইয়াও লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। অবশেষে তাহাদিগকে নীল নদীতে ডুবাইয়া মারিল।

অতএব দেখা গেল বিপদাবলী প্রতীক্ষিত জনের আগমনের পূর্ব্বে কখনও আসে নাই বরং তাহার শুভ আগমনের পরে লোকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে খোদা এবং খোদার রছুলকে গ্রহণ করাইবার জন্যই ঐ সমস্ত বিপদাবলী পরেই অবতীর্ণ হইয়াছে। হে ভাই ভাওয়ালী! আপনি যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন তিনি যে শুভ লগ্নে শুভ মুহূর্ত্তে আগমন করিয়া আপন কার্য্য সমাধা করিয়া যাহার সকাশ হইতে তিনি আসিয়াছিলেন তাহার নিকট আবার চলিয়াও গিয়াছেন। তিনি হজরত আহমদ (আঃ)। তিনিই এই যুগের প্রতীক্ষিত মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসিহ। তাঁহাকেও আল্লাহতায়ালা এক এলহাম দিয়া জানাইয়াছেন 'দুনিয়াতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ভাই! আর প্রতীক্ষা করিলে চলিবেনা। যাঁহার আসিবার কথা ছিল তিনি কোন্ সময়ে আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখনও প্রতীক্ষা করিলে বৃথা সময় নষ্ট হইবে কিন্তু প্রতীক্ষিত জন আর আসিবেন না। শুনিতে পাই ইহুদীরা নাকি এখনও আকাশে মেঘ করিলে, খরের

বাহির হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করে, ইলিয়াস নবী আগমন করেন কিনা। তাহাদের বিশ্বাস ইলিয়াস আসিলে পর ইছা (আঃ) আসিবেন। কিন্তু সকলেই জানেন ইলিয়াস নবী কোন্ সময় আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমরা কি ভাই তাদের মত হব। আমরা যে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিষ্য। তিনিই ত বলিয়া গিয়াছেন হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) আসিলে তোমরা তাঁহাকে আমার সালাম পৌছাইও।

ভাই মুসলমানগণ! আর কতকাল মোহ নিদ্রায় কাটাইবে? হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) পবিত্র পাদ স্পর্শে বাস্তবিকই যে পৃথিবীতে শান্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আসুন, আসুন, আমরা ভাই ভাই সানন্দে মিলিয়া সেই হজরত ইমাম মাহদীকে গ্রহণ করি এবং আল্লার মনোনীত ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করে সমস্ত বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে গলিত সীসা নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠি—

نصر من الله و فتح قريب

মীর রফিক্ আলী বি, এ,

নির্ব্বোধের নিবেদন

সেই দিনের কথা, পাঠক পাঠিকা বোধ হয় জানিয়া থাকিবেন যে খিদিরপুরে কোরবাণীর সময় হিন্দু মোসলমানের মধ্যে এক পশলা মার পিট হইয়া গেল। প্রায় ৬০।৭০ জন ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত। সকলকেই হাসপাতালে আনয়ন করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একজন চিরতরে রাস্তা লইলেন। পরে জানা গেল যে তাহাতে একজনও হিন্দু নাই, সকলেই নিরীহ গরীব মোসলমান। দাঙ্গার কারণাদি তদন্ত করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ সেন গুপ্ত এই ব্যাপারে মোসলমানদিগকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক ইহার ঠিক কিছু দিন পরেই ই, বি, আর, এ ভ্রমণ করিতেছিলাম। মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী, তাহাতে কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোকও গমন করিতেছিলেন। বেশ-ভূষায় পরিপাটি সম্পন্ন—সকলকেই শিক্ষিত বলিয়া মনে হইল। সকলেই গল্প গুজবে মত্ত। আমিও কতকটা তদ্রূপ। এমন সময়ে হঠাৎ কাহাকেও বলিতে শুনিলাম যে হিন্দুদের মধ্যে আজকাল Martial spirit বলিতে গেলে কিছুই নাই সুতরাং তাহাদের মধ্যে একদল সাজিয়াছেন, তাহাদের মতে যেভাবেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইতেই হইবে এবং Martial spirit অর্জ্জন করিতেই হইবে। মারিবে, ধরিবে, তবেই ত উক্ত হারান ধনটি ফিরিয়া পাইতে পারিবে। প্রথমে এই কথাটি আমার মনে যেন কেমন কেমন ঠেকল; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিলাম—তাইত, আমরা যখন হিন্দু মোসলমান ভাই ভাই, সকলে এক হইয়া এক পথ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি তখন এক বিশেষ দল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ থাকিলে চলিবে কিরূপে? তাই বলি, ভায়াহে, নির্ব্বোধের কথা কাণে তুল এবং নীরবে কিছুদিন মার পিট সহ্য কর। এই সামান্য ত্যাগটুকু যদি স্বীকার করিতে না পার, তবে Home rule বা Self-government পাইবে কি করিয়া এবং পাইলেই বা রাখিবে কি করিয়া? মনে রাখিও Home rule এর সঙ্গে সঙ্গে একটি "ভীম-রুল"ও আছে; সুতরাং Home Rule পাইতে হইলে উভয় দলকেই প্রকৃতভাবে সাজিতে হইবে। মার পিট দাঙ্গা হাঙ্গামাই যখন Martial spirit অর্জ্জন করিবার একমাত্র পথ, তবে আমাদের অন্যতম ভ্রাতা হিন্দুগণ কাহার সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে এবং কাহাকেই বা মারিবে ধরিবে এবং কি প্রকারেই বা উক্ত তেজ অর্জ্জন করিবে? শ্বেত অঙ্গে ধুলি কণা পড়িলেই ত সমূলে উৎপাটন, একেবারে দফা রফা। এমত অবস্থায় তাহাদের কি Martial spirit অর্জ্জন করিতে নাই? না, না, তোমরা ভাই মোসলমানই একটু সহ্য কর, মার খাও তবুও সহ্য কর। সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাও। পরে ত চির বাঞ্ছিত Home rule, স্বায়ত্ত শাসন পাওয়া যাইবে। ইহার বিনিময়ে কিছুদিন না হয় মারই খাইলে। ক্ষতি কি?

একটি কথা বড়ই বেখাপ্পা বলিয়া মনে হয়। যখন ইহাই একমাত্র পথ এবং আর কোন উপায় নাই তবে মোসলমানদের আপত্তি না করাই বিধেয়; কিন্তু মোসলমানদেরইবা কি উপায় হইবে? তাহারা আবার কাহার উপর পড়িবে? তাহাদিগকে ছাড়িলেও চলে না। প্রবীনদের মতে মোসলমানদিগকে ছাড়িলে ভারতের কাল্পনিক সুদিন আর ফিরিল কোথায়? ইহাত চিরকালের জন্য অন্ধকারেই থাকিয়া যাইবে। স্বদেশী movement এও ইহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকেও অন্ততঃ অর্জ্জিত Martial spirit টুকু বজায় রাখিতেই হইবে। এক্ষেত্রে নির্ব্বোধের উপদেশ এই যে মোসলমানগণ কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ কুকুর বিড়াল ইত্যাদির উপর হস্তচালনা করিয়া উক্ত অর্জ্জিত ধনটি বজায় রাখুক তার পর যখন উভয় পক্ষই সম শক্তিশালী হইবে তখন সম্মিলিত শক্তিই তাহাদিগকে সুদিন দেখাইবে। কাজেই বলি পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য না ঘটাইয়া মোকদ্দমা ইত্যাদি উঠাইয়া নেও এবং ঘরে আসিয়া Home rule এর উপাসনা কর; মার খাও, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাও এবং Home rule এর উপাসনা কর।

শ্রীমান নির্ব্বোধ

ইসলামে ত্বকচ্ছেদন প্রথা

জগতের যে সমস্ত ধর্ম্মগত মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম্মকে যদি আমরা বিজ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে আনিয়া তাহার নিত্য নৈমিত্তিক বিধানাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইবে যে ইসলামের যাবতীয় বিধানই উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহার একটা উদাহরণ স্বরূপ ইসলামের চিরাচরিত প্রথা ত্বকচ্ছেদন বিষয়ে আমেরিকা দেশের চিকাগো নগরের বিখ্যাত ডাক্তার হোয়াইটনে সাহেব কি লিখিয়াছেন তাহারই অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তিনি ত্বকচ্ছেদন সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন যে পুংজননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের চর্ম্ম বিশেষ বিরক্তিজনক। ইহার কোন উপকারীতা নাই, ইহা অপরিচ্ছন্ন ময়লা উৎপাদক এবং ক্ষত প্রভৃতি রোগ বীজানুর আবাসস্থল; সিফিলিস ও গণোরিয়া রোগের প্রধান আশ্রয়দাতা। ইহা হস্ত মৈথুনের প্রবৃত্তি জন্মায়। শিশুদিগের মৃগী ও নানা প্রকার ধাতু সংঘটিত রোগের কারণের ইহাও একটি কারণ এবং যুবকগণের পক্ষে ইহা ক্ষত হইবার উপযুক্ত স্থান ও গণেরিয়া রোগ আরোগ্য হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক।

ত্বকচ্ছেদন ইহা মানুষের স্বভাবের স্বাভাবিক প্রভাব দমন করে এবং শুক্রমেহ এবং মূত্রনালী সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ চিকিৎসার সহায়তা করে। পুং জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে চর্ম্ম থাকার দরুণ ফিমসিস নামক এক প্রকার রোগ জন্মিতে পারে যাহাতে ঐ চর্ম্মের অগ্রভাগ এমন ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে তাহা আর কোনক্রমে অপসারিত করা যায় না। মরটন সাহেব লিখিয়াছেন যে ঐরূপ সঙ্কুচিত দ্বারের ভিতর দিয়া জোর দিয়া প্রস্রাব করায় অর্শ, গুহ্যদ্বার বহিষ্করণ এবং মূত্রকোশ বিষয়ক রোগ প্রায়ই সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

ইউনাইটেড ষ্টেটে যদি জাতীয় প্রথা স্বরূপ ত্বকচ্ছেদনের চলন থাকিত তাহলে প্রতি বৎসর এখানকার বহু সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইত। সিফিলিস রোগ চিকিৎসায় ত্বকচ্ছেদন যথেষ্ট সাহায্য করে। এই প্রথা অবলম্বন করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি তত সহজে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হইত না, নির্দ্দোষ শিশুরা রোগের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইত এবং গণেরিয়া রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারিত না।

ত্বকচ্ছেদনের জন্য অস্ত্র প্রয়োগে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই অস্ত্র প্রয়োগে এবং ইহার পরবর্ত্তী চিকিৎসায় কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই।

মহম্মদ ইউছফ
ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল

আহমদীয়ত।

[আবদুল লতিফ—অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।]

অনাদি অনন্ত করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান এক অদ্বিতীয় আল্লাহতালা নিশ্চয়ই আছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত সর্ব্বগুণে বিভূষিত এবং যাহা চাহেন তাহাই করিতে সক্ষম। তিনি জড় জগতের জীব জন্তু ছাড়া ফেরেস্তা বা তাহার দূতগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহতালার আজ্ঞানুযায়ী ফেরেস্তাগণ যে সকল কাজ করেন তাহা বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিবার পর এমন আশ্চর্য্যভাবে এই জড় জগতে প্রকাশিত হয় যে তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। সেই করুণাময় এবং প্রার্থনা-শ্রবণকারী আল্লাহতালা যখন অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এবং ধর্ম্মের গ্লানি পরিলক্ষণ করেন, তখন আপন বান্দাদের পথপ্রদর্শনের জন্য এবং তাহাদের অভাব দূরীভূত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে আপন বাণীর বারিবর্ষণ করেন। সেই বাণীর পর্য্যাপ্ত বারি প্রাপ্ত মহাপুরুষ বা নবী বা অবতার আল্লার অস্তিত্বের বিষয় লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন এবং সাধুগণকে রক্ষা ও দুষ্টগণকে নিধন পূর্ব্বক অনেক লোকের মন হইতে সন্দেহ ও অন্ধকার দূর করতঃ সংসারে পুনঃ ধর্ম্ম স্থাপন করেন। মানবের সৃষ্টিকাল অবধি জগতবাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে আল্লাহতালা আপন পবিত্র বান্দাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া আসিতেছেন; বর্ত্তমানেও বাক্যালাপ করেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। ঐশীবাণীর দ্বার মানবের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। কারণ তিনি পূর্ণ, অসীম, অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার কোন গুণের অন্ত বা শেষ নাই।

আল্লাহতালার বাণী বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের বাণী আছে যাহাতে আহকাম Commandments বা law সন্নিবিষ্ট থাকে। তাহাকে শরীয়ত شريعت বা শরীয়ত-প্রযুক্ত বাণী বলা হয়। আর এক প্রকারের বাণী আছে যাহাতে কেবল ব্যাখ্যা ও উপদেশ সন্নিবিষ্ট থাকে, যদ্দারা শরীয়ত-প্রযুক্ত বাণীর প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং লোকদিগকে সৎপথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়। আর এক প্রকারের বাণী আছে যাহার উদ্দেশ্য কেবল দৃঢ়বিশ্বাস জন্মান। আর এক প্রকারের বাণী আছে যদ্দারা সাধকের অন্তরে ভালবাসা এবং প্রেমের বিকাশ করা হয়। আর এক প্রকারের বাণী আছে, সতর্ক করা বা খবরদার করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই শেষ প্রকার বাণী পাপীর প্রতিও অবতীর্ণ হইতে পারে।

পবিত্র কোরাণ পূর্ণ শরীয়ত বা পূর্ণাঙ্গ আইনগ্রন্থ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي অদ্য আমি তোমাদের ধর্ম্ম বা শরীয়তকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করিলাম এবং আমার দান বা নেয়ামতকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিলাম। কোরআনের বিধান সমূহ এত প্রশস্ত যে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের জন্য সকল সময়ই ইহা অনুসরণ যোগ্য। এই নিমিত্ত পবিত্র কোরআন শরীফের শরীয়তের পর অন্য কোন নব-বিধানের দরকার হয় না। পবিত্র কোরআনশরীফের শরীয়তই শেষ এবং পূর্ণ বিধান। ইহা মানুষ মাত্রেরই আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করিতে শক্তি রাখে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত করিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে হজরত ইমাম মাহদী এবং ঈসা এবনে মরিয়ম মির্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) জিল্লী নবুয়ত বা আধ্যাত্মিক মহম্মদের (দঃ) আসনে পৌছাইয়াছে এবং পবিত্র কোরআনের শরীয়ত যে এক অদ্বিতীয় জীবন্ত শরীয়ত তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দিয়াছে। সুতরাং তশরীয়ী (শরীয়ত বিশিষ্ট) নবী বা রসুলদের মধ্যে হজরত মহম্মদই (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন তশরীয়ী নবী নাই। তাঁহার শাস্ত্র পবিত্র কোরআন শরীফের পর আর কোন শরীয়ত বা বিধানমূলক স্বর্গীয় গ্রন্থ নাই। তাঁহার পর যিনি নবী হইবেন বা

হইয়াছেন তিনি হজরত মহম্মদেরই (দঃ) নায়েব বা প্রতিনিধি। পবিত্র কোরআন শরীফের পর যে কোন ওহি বা ঐশীবাণী অবতরণ করিবে তাহা পবিত্র কোরআনেরই ব্যাখ্যা বা সংবাদ (اسرار تفسير) মাত্র। শরীয়ত ছাড়া অন্য যে কোনপ্রকারের ওহি বা ঐশীবাণী কেয়ামত পর্যন্ত হইতে থাকিবে এবং পবিত্র কোরআনকে সমর্থন ব্যতীত কখনও বিপরীত অর্থ বুঝাইবে না।

করুণাময় আল্লাহতালা আবশ্যক মত বিভিন্ন যুগে জগদ্বাসীর পথ প্রদর্শনার্থে এমন লোকদিগকে নবী বা রসুল রূপে প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন যাঁহারা তাঁহার বাণী বহন করিবার শক্তি এবং আদর্শ মহাপুরুষ হইবার গুণ রাখেন। হজরত মহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব পর্যন্ত কোন রসুল শরীয়ত লইয়া এবং কোন রসুল পূর্ব্ব শরীয়তের অধীনে কেবলমাত্র হেদায়েত (সত্যপথ) লইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। হজরত মহম্মদের (দঃ) পর হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) গয়ের তশরীয়ী জিল্লি নবিরূপে কেবলমাত্র হেদায়েত লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। গয়ের তশরীয়ী নবী পূর্ব্ব শরীয়তের খাটি ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্য আগমন করেন। যখন নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ, ধর্ম্মের গ্লানি, পুণ্যের হ্রাস, পাপের বৃদ্ধি পূর্ণমাত্রায় চড়িয়া যায়, আধ্যাত্মিকতা হইতে দূরে সরিয়া পড়ার কারণে শরীয়তের শুদ্ধ অর্থ করিবার আলো নিবিয়া যায়,—কোন্ সিদ্ধান্তটি খাটি তাহা স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, যখন আল্লাহ তালার অসীম শক্তি এবং পূর্ণ ক্ষমতা মানবের দৃষ্টির অন্তরালে দাড়ায়, আল্লাহ তালার অস্তিত্ব কেবল কাহিনী ও গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়, তাঁহার নিত্য নুতন বিকাশ বুদ্ধির অগোচর হয়, তখন আল্লাহ তালার দিক হইতে এমন একজন নবী প্রেরিত হন যিনি ঐশীবাণীর আলোকে শাস্ত্রের শুদ্ধ অর্থ উপস্থিত করেন, নিত্য নুতন চিহ্ন দর্শাইয়া আল্লাহ তালার মহিমা প্রকাশ করেন এবং সন্দেহ ও অন্ধকার দুরীভূত করিয়া সত্যান্বেষীর দুর্ব্বল ও মৃত বিশ্বাসকে সবল ও পুনর্জীবিত করেন। যখনই আবশ্যক হইবে পরম করুণাময় আল্লাহতালা এই শ্রেণীর নবী বা মুজাদ্দেদ লোকদের হেদায়েতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত পাঠাইতে থাকিবেন।

পবিত্র কোরাণ শরীফে আল্লাহ তালা হজরত মহম্মদের (দঃ) সময়ের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:—

يا بني آدم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم
آياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب
النار هم فيها خالدون (سورة الاعراف)

"হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের উপর আমার চিহ্ন সমূহ বর্ণনাকারী রসুলগণ আসেন, তবে যাহারা আল্লাহ তালাকে ভয় করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন এবং আত্মশুদ্ধি করিবেন তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে না। আর যাহারা আমার চিহ্ন সমূহকে (যাহা নবীদের হস্তে প্রকাশ পাইবে) মিথ্যা বলিবে এবং অহঙ্কার বশতঃ সেগুলি হইতে মুখ ফিরাইবে তাহারা নরকগামী হইবে এবং নরকে বহুকাল বা দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকিবে।"

পবিত্র কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে পরিষ্কার ভবিষ্যৎ বাণী আছে, যখন হজরত মহম্মদের (দঃ) শিক্ষা লোকদের অন্তঃকরণ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তাহাদের ইমান (বিশ্বাস) আকাশের 'ছোরাইয়া' নামক নক্ষত্রপুঞ্জে ঝুলিবে তখন হজরত মহম্মদের সদৃশ এক মহাপুরুষ সালমান পারসীর বংশধরদের মধ্যে জন্মিবেন। তিনি স্বর্গীয় চিহ্ন দর্শাইয়া লোকদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ করিবেন এবং পবিত্র কোরানের বিশুদ্ধ অর্থ ও নব বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মেশকাত শরিফে আছে,—

عن ابي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلعم
اذ نزلت سورة الجمعة فلما نزلت و آخرين منهم
لما يلحقوا بهم قالوا من هؤلاء يا رسول الله و قال
و فينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلعم يده
على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله
رجال من هؤلاء (متفق عليه مشكواة صفحة ٥٧٦)

আবু হুরায়েরা বর্ণনা করেন; আমরা হজরত

মহম্মদের (দঃ) নিকট বসা ছিলাম এমন সময় সুরা জুমা অবতরণ করিল এবং যখন و آخرين منهم لما يلحقوا بهم অবতরণ করিল তখন উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লার রসুল, "ইনি বা ইঁহারা কে? আবু হুরায়েরা বলেন যে, তখন আমাদের মধ্যে সালেমান পারসী ছিলেন, হজরত মহম্মদ (দঃ) সালমান পারসীর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, যদি ইমান বা বিশ্বাস 'ছোরায়া' নক্ষত্রপুঞ্জের নিকটও চলিয়া যায় তথাপি ইঁহার জনৈক বংশধর তাহা ওখান হইতে লইয়া আসিবেন।"

হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) একজন মাতামহী সৈয়দ বংশীয়া অর্থাৎ হজরত বিবি ফতেমার বংশধরা ছিলেন। একদা কাশ্‌ফের মধ্যে হজরত মহম্মদ (দঃ) হজরত মির্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) এরূপ সম্বোধন করেন :—

سلمان منا اهل البيت على مشرب الحسن

"সালমান আমাদের পরিবার বর্গের একজন, হাসান বংশজাত। এস্থলে সালমান বা সেলেমান, (শান্তি স্থাপক) শব্দটী হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব এই হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) পারস্য বংশীয় সালমান পারসীর বংশধর ছিলেন এবং রসুলে করিমের এক হাদীস মতে বণিপারেস বণি এস্রাঈলদের মধ্যে গণ্য। হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) আরও এক কাশফে হজরত বিবি ফাতেমার সহিত সাক্ষাত করেন এবং দেখেন যে হজরত বিবি ফাতেমা হজরত আহমদের (আঃ) মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া মাতৃ স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন। হজরত আহমদের (আঃ) নিম্নলিখিত এলহাম বা ঐশীবাণী মতে তাঁহার এলহামি নাম মহম্মদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ। কারণ আল্লাহ তালা তাঁহাকে মহম্মদ বলিয়াও সম্বোধন করিয়াছেন, محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم আবার হজরত আহমদ নিজেও নিজকে হজরত মহম্মদের (দঃ) বুরুজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ;—

منم مسیح زمان منم کلیم خدا +
منم محمد و احمد که مجتبی باشد

"আমিই এ যুগের ঈসা, আমিই মুসা, আমিই মহম্মদ (দঃ)" সুতরাং হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত—

رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
(ترمذی صفحه ۳۲۴)

"আমার পরিবার বর্গের মধ্যে একজন, তাঁহার ও আমার একই নাম" সম্পূর্ণরূপে হজরত মির্জা গোলাম আহমদের (আঃ) আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা ব্যক্ত করিতেছে। হজরত মহম্মদ (দঃ) এই প্রতিজ্ঞাত মহাপুরুষকে একদিকে নিজ উম্মতের ভুল সংশোধনের জন্য মহম্মদ এবনে আবদুল্লা বলিয়াছেন, অপরদিকে বর্ত্তমান ক্রুশধর্ম্মের অসারতা প্রমান করিবার জন্য ঈসা এবনে মরিয়ম আখ্যাত করিয়াছেন,—

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم

"তোমাদের অবস্থা কেমন হইবে যখন এবনে মরিয়ম বা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম (নেতা) আবির্ভূত হইবেন?" সুতরাং প্রতিশ্রুত মহম্মদ এবনে আবদুল্লা বা এই উম্মতের মধ্য হইতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত নেতা এবং প্রতিশ্রুত ঈশা এবনে মরিয়ম একই ব্যক্তি। এবনে মাজা গ্রন্থের لا المهدى الا عيسى হাদীসটীর অর্থ 'প্রতিশ্রুত ঈসা ভিন্ন প্রতিশ্রুত মাহদী আর কেহই নহেন, এইরূপ না করিয়া যদি এরূপ করা হয় যে ঈস্রায়েলী ঈসার তুলনায় প্রতিশ্রুত মাহদীকে মাহদী বলা যাইতে পারেনা, তাহা হইলে ইমাম মাহদীকে খর্ব্ব দেখান হয় এবং তাঁহার মর্য্যাদার লাঘব হয়। কিন্তু ইমাম মাহদী হজরত মহম্মদের (দঃ) স্বরূপ, তিনি কেমন করিয়া কোন অংশে ঈস্রায়েলী ঈশা এবনে মরিয়ম হইতে হীন হইতে পারেন? অতএব যে হাদীসে ইমাম মাহদীর প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়মের স্বরূপ

প্রকাশ পাইবার কথা আছে এবং প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়মের কিছু কাল পরে আবির্ভূত হইবার কথা আছে উপরোক্ত لا المهدي الا عيسى হাদীসটিকে সেই হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ গ্রহণ করিলে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না এবং উভয় হাদীসের একত্রে এই মর্ম্ম হয় যে প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়মই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী এবং সেই একই প্রতিজ্ঞাত মহাপুরুষ দাবীর প্রারম্ভে ইমাম মাহদীও যুগের ইমাম মুজাদ্দেদ বলিয়া গৃহীত হইবেন এবং কয়েক বৎসর পর আল্লার আদেশ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম বলিয়া দাবী করিবেন। কাদীয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) অবিকল এইরূপ ভাবেই দাবী প্রচার করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যুগের মুজাদ্দেদ বা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলিয়া ঘোষণা করেন। তৎপর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম বলিয়া দাবী প্রচার করেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে এই প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম সেই ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণকারী ঈস্রায়ীলী ঈসা এবনে মরিয়ম নহেন। প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম সংক্রান্ত কোরআন শরীফের ইঙ্গিত ও হাদিস শরিফের স্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণীর এই অর্থ নহে যে সেই ঈস্রায়ীলী ঈসা পুনরাগমন করিবেন। কারণ ঈস্রায়ীলী ঈসা ক্রুশের ঘটনার অনেক বৎসর পর একশত বিশ বৎসর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুলাভ করেন। তাঁহার কবর শরীফ কাশ্মীরে খানিয়ার নামক রাজপথের পার্শ্বে এক সুশীতল স্নিগ্ধকর উচ্চভূমিতে ইউজআছফ বা নবি সাহেবের কবর নামে বিরাজমান আছে। এখন যদি সেই ঈস্রায়ীলী ঈসা পুনরায় আসেন তাহা হইলে পুনর্জন্ম বা আত্মবিনাশ ও জন্মগ্রহণ-বাদ সত্য বলিয়া মানিতে হয় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা অন্য দেহে অধিষ্ঠান করিতে পারে কিম্বা এই জড় জগতে ফিরিয়া আসিতে পারে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পবিত্র কোরআনের ক্ষানুযায়ী উভয় মতই অশুদ্ধ। কোন জীবিত বা মৃত ক্তির আত্মা বা আধ্যাত্মিক শক্তি মানবের বা অপর ন প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়া অন্য কাহারও অন্তরের মধ্যে কখনও প্রবেশ করে না। এক ব্যক্তির আত্মা তাহার জীবিতাবস্থায় বা তাহার মৃত্যুর পর যেমন অপর ব্যক্তিতে প্রবেশ করেনা, তদ্রূপ এক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তিও তাহার জীবিতাবস্থায় বা তাঁহার মৃত্যুর পর আর এক ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে না। হাঁ একজন নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরের উপর চালনা করিতে পারে এবং অপরের হীন আধ্যাত্মিক শক্তিকে সবল ও সতেজ করিতে পারে। হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) কখনও এরূপ বলেন নাই যে হজরত ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা বা আধ্যাত্মিক শক্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং আমিই সেই ঈস্রায়িলী ঈসা। তিনি কেবল নিজকে সেই ঈস্রায়িলী ঈসার বুরুজ বা স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কখনও এরূপ দাবী করেন নাই যে আমিই ঈসা পয়গম্বর (আঃ)। বরং তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে আমি মছিহে মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ঈসা পয়গম্বর। অতএব প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম, এস্থলে ঈস্রায়িলী ঈসা এবনে মরিয়মকে বুঝায় না। তাঁহার বুরুজ বা স্বরূপকে বুঝায়। তিনি আধ্যাত্মিকতায় ও চরিত্রে ঈস্রায়িলী ঈসার (আঃ) সদৃশ। বুরুজ শব্দের এই অর্থ নয় যে প্রথম ব্যক্তির আত্মা দ্বিতীয় ব্যক্তিতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রকাশ পায়। বরং বুরুজ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে প্রথম ব্যক্তির উপর যে ভাবের স্বর্গীয় দান হইয়াছে দ্বিতীয় ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বর্গীয় দান লইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে যে প্রতিশ্রুত ঈসা এক জন আল্লার দাস বৈ আর কেহ নন যাঁহাকে আল্লাতালা বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন এবং যাহাকে তিনি ঈস্রায়িলী ঈসার সমকক্ষ ও সদৃশ করিয়াছেন।—

(ان هو الا عبد انعمنا عليه و جعلناه مثلا لبني اسرائيل)

স্থূল কথা এই যে বাপ্তাইজকারী ইয়াহইয়া (আঃ) যেমন ইলিয়াসের (আঃ) আধ্যাত্মিকতায় ও গুণ রাশিতে বিভূষিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত ইলিয়াসের (আঃ) আকাশ

হইতে অবতরণ করিবার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপই শেষ যুগের ইমাম মাহদী হজরত মির্জা গোলাম আহমদ ইস্রায়িলী ঈশা এবনে মরিয়মের আধ্যাত্মিকতায় ও গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তৎকর্তৃক প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়মের নাজিল হইবার ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হইয়াছে। পবিত্র কোরআন শরীফে হজরত মুসার (আঃ) স্বর্গীয় বিধানে এবং হজরত মহম্মদের (দঃ) স্বর্গীয় বিধানে এক মহাসামঞ্জস্যের উল্লেখ আছে। হজরত মহম্মদকে (দঃ) হজরত মুসার (আঃ) সদৃশ এবং হজরত মহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী গণকে হজরত মুসার (আঃ) আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীগণের সদৃশ বলা হইয়াছে। এই সামঞ্জস্য প্রদর্শনার্থেই হজরত মহম্মদের (দঃ) সর্ব্বশেষ আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিকে ঈসা এবনে মরিয়ম নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। হজরত মহম্মদ (দঃ) যেমন মুসার বিধানের হজরত মুসার (আঃ) স্বরূপ ছিলেন, তাদৃশভাবে হজরত মহম্মদের (দঃ) সর্ব্বশেষ প্রতিনিধিও হজরত মুসার (আঃ) বিধানের সর্ব্বশেষ সংবাদবাহক ঈসা এবনে মরিয়ম নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

হজরত মহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক দর্শন (কাশফ) দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে এই প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়ম ঈস্রায়িলীয় ঈসা এবনে মরিয়ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রদত্ত প্রতিশ্রুত ঈসা এবনে মরিয়মের হুলিয়া (শারীরিক লক্ষণ সমূহ) ঈস্রায়িলীয় ঈসা এবনে মরিয়মের হুলিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈস্রায়িলীয় ঈসা এবনে মরিয়ম স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং পবিত্র কোরআনের বিধান অনুযায়ী মৃতব্যক্তির পুনরাগমন অসম্ভব। পবিত্র কোরাণ শরীফে উল্লেখ আছে যে "ويمسك التي قضى عليها الموت" আল্লাহতালা যে সমস্ত মানব-আত্মার উপর মৃত্যুর আজ্ঞা জারি করেন সেই সমুদয় মানব-আত্মাকে পৃথিবীতে আসিতে দেন না।" অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেন ;— ومن وراٸهم برزخ الى يوم يبعثون মৃত্যুর পর মানব আত্মা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত বরজখে (purgatory) অবস্থিতি করিবে। পুনশ্চ আল্লাহ তালা বলেন ;— وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون "যে গ্রামবাসীদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহাদের সম্বন্ধে ইহাই স্থিরকৃত যে তাহারা ফিরিয়া আসিবে না।"

রীফ নেতা

গাজী আবদুল করিম

['লণ্ডে টাইমসের' প্রতিনিধির সাক্ষাৎ]

আবদুল করিমের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমায় কিছুমাত্র অভিভূত হই নাই। আমার কল্পনা এতকাল তাঁহাকে যেরূপ শূরেন্দ্র মূর্তিতে আঁকিতে ছিল, প্রথম সাক্ষাতে তার কিছুমাত্র আভাস পাই নাই। পদে পদে জীবন বিপন্ন করিয়া বহু কষ্টে আমি আবদুল করিমের সাক্ষাৎ লাভ করি। প্রথম দর্শনে মনে হইল যে, আমার এত শ্রম ও নিদারুণ ক্লেশ বুঝি নিরর্থক হইল। আমি অনবরতই ভাবিতে লাগিলাম যে, স্পেনীয় সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া পদে পদে মৃত্যুকে আহ্বান করিলাম, অগ্নিসম রবিকরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরুপথে শত শত মাইল অতিক্রম করিলাম; পরিশেষে এই স্থুল দেহ মুরের কাছে উপনীত হইয়া সব খানিই কি ব্যর্থ মনে করিতে হইবে? ইনিই যে সেই মহান আবদুল করিম, পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। তারপর সত্যের অনুরোধে বলিতেই হইবে, আবদুল-

করিমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল্‌টিসো যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিলেন, তখন আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

তবে, তাঁর প্রতি আমার এই বিরুদ্ধ মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। যখন আমি আবদুল করিমের ঐন্দ্রজালিক আঁখির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, এ মুর কোন সাধারণ মানুষ নহেন। আবদুল করিম অতিমাত্রায় বিনয়-নম্র। তিনি আমার সুখসুবিধার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম "কি কারণে আজ আপনি স্পেনের সঙ্গে মহা সমরে লিপ্ত হইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে চাই এবং আপনার দেশবাসীর তরফ হইতে আপনার কি বলিবার আছে, দয়া করিয়া তাহাই আমাকে বিবৃত করুন। ইংরেজ জাতি আপনার সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতার অজস্র প্রশংসা করেন ও আপনাকে ভক্তি করেন। আপনি নিজ মুখে এ সম্বন্ধে কিছু বলিলে আমার স্বদেশবাসী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাহা পাঠ করিবেন।"

তিনি বলিতে লাগিলেন "যখন ক্ষুদ্র বালক ছিলাম, তখনই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হই। বাল্যকালে আমাকে পবিত্র কোরাণ পাঠ, অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছোড়া নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। যৌবনে পদার্পন করিয়াই অসম সাহসিক কার্য্য করিবার অদম্য স্পৃহা লাভ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটনেরও আগ্রহ জন্মে। এই সময় স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ি এবং বহু দুঃসাহসিক কার্য্য সাধনের পর স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিংএ গ্রাজুয়েট পরীক্ষা পাশ করি। এই সময় স্পেন সরকারের অধীনে স্পেন-গোলন্দাজ-বাহিনীতে কর্ম্মচারীর পদ লাভ করি। স্পেনীয় সেনাবিভাগের সেই চাকুরী কেন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সে বিষয়ে বেশী কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না তবে আপনি আমার অবস্থায় উপনীত হইলে সহজেই তাহা বুঝিতে পারিতেন।"

আবদুল করিম আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "ইউরোপের সংবাদ-পত্রসমূহ আমাকে রাহাজান ডাকাত বলিয়া আখ্যায়িত করে। ইহারা রৈছুলিকেও রাহাজান বলিত। ধরুন, আমরাও যদি আপনাদের মত শক্তিশালী হইয়া আপনাদের দেশের উপর চড়াও করি, আপনাদের মূল্যবান খনিসমূহ লুণ্ঠন করি, আর তখন যদি আপনাদের কোন রাজা আমাদের তাড়াইয়া দিতে আসেন এবং আমরা যদি তাহাকে দস্যু রাহাজান বলি, তবে তাহাতে কি আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন? আজ আপনারা ইউরোপবাসী এ বিষয়ে কেন যে এতটা ন্যাকামীর পরিচয় দিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রীফের মধ্যে আমিই কি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলপতি নই? আপনি কি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? সুতরাং আমি ব্যতীত রীফের রাজা হইবার অধিকতর দাবী আর কাহার হইতে পারে? আমি যদি আমার জাতির জন-নিয়োজিত প্রতিনিধি না হইতাম, তবে কি এখানে পাঁচ মিনিটও টিকিয়া থাকিতে পারিতাম? আমাদের দেশ যদি খনিজ-সম্পদে সম্পদশালিনী না হইত, তবে আপনি কি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করেন যে ইউরোপীয় শক্তি-নিচয় আমার স্বদেশ অধিকারে এতটা প্রাণপণ করিত?

গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্পেনীয়গণ আমার স্বদেশবাসীর সঙ্গে রক্ত-সমরে লিপ্ত আছে, কিন্তু আল্লার কৃপায় কিছুই করিতে পারে নাই। আমরা আমাদের পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দুর্গের ভিতর নিরাপদে থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে উপেক্ষা করিতে পারি। অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেই স্পেন-সরকার আমাকে এক চরমপত্র দান করিয়া বলেন যে, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত না হইলে তাহারা আমাদের অবিলম্বে পর্য্যুদস্ত করিবেন। এই স্পেন গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমাদের কিছুই করিতে পারে নাই। স্পেনের বৃথা দম্ভ ও বাক্যাড়ম্বর লইয়া আজ আমাদের হেরেমের বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত কৌতুক করে।"

"ইংরাজ ও মার্কিণ যদি বিনা অস্ত্রে শস্ত্রে আমাদের দেশে আসেন, তবে আমরা তাঁহাদের

স্বাগত সম্ভাষণ করিব। কিন্তু স্পেনীয়দের আমরা ঘৃণা করি, যেহেতু ইহারা কাপুরুষ। কয়েক দিন পূর্ব্বে দেড়লক্ষ স্পেনীয় বাহিনীর সঙ্গে মাত্র পনর হাজার রীফ সেনা লইয়া যুদ্ধ করিয়াছি এবং বিশ হাজারকে এখনও বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। আমার আজাদীরের কেন্দ্রস্থলকে রণপোত ও হাওয়াই জাহাজ হইতে গোলা-বাজি করিয়া ধ্বংস করিবার আস্ফালন এখনো স্পেনীয়গণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি নিজেই দেখিতেছেন যে, আমার সমুদয় হেড কোয়ার্টারই মাটির নিম্নে অবস্থিত। আপনি ইহাও দেখিয়াছেন যে, আমার হেড কোয়াটার ও সমুদ্র-উপকূল এই উভয়ের মধ্যে আমার ইউরোপীয় বন্দীদিগকে অনাশ্রিত অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছি। এমন অবস্থায় স্পেন কি অন্য কোন শক্তি যদি আমাদের উদ্দেশ্যে গোলাবাজি করে, তবে আগে তাহাদের সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীকেই ধরা শায়ী করিবে। "আমার রীফ-বীরগণ সকলেই অব্যর্থ সন্ধানী। তারপর তাহারা, যে কটা রঙের 'জিগনার বাস্' পরিধান করে, তাহার ফলে এরোপ্লেন হইতেও তাহাদিগকে আদৌ দেখা যায় না। আমরা যে অসংখ্য স্পেনীয় বিমানযান ভূমিস্যাৎ করিয়াছি, আমাদের এই পরিচ্ছদই তার প্রধানতম কারণ। বিমান-যানের যুদ্ধে ইউরোপীয়গণ কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করিতে পারিবেনা। কারণ আমাদের সৈন্যদল এক জাগায় জমায়েত-বস্তু না থাকিয়া নানা দিকে ও নানা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা সম্যকরূপেই অবগত আছি যে, কোন ইউরোপীয় শক্তিই এইরূপ বৃথা বিমান ব্যয় বহন করিয়া উঠিতে পারিবেনা। আমার এক লক্ষ ষাট হাজার সেনা যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ষাট হাজার সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত করা আবশ্যক হইয়াছে।"

আবদুল করিমের উন্নত চরিত্র-বল ও অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। আবদুল করিমের ইঞ্জিনিয়ারকে বাঁশ ও লোহার পাতের সাহায্যে সুন্দর এরোপ্লেন প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

হল্যাণ্ডে ইসলাম—মিস বাড হল্যাণ্ড দেশের জনৈকা উচ্চ শিক্ষিতা নারী। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ধর্ম্ম বিষয়ে কাদিয়ানের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার চলে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে হজরত খলিফাতুল মসিহ লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিবার অল্প কাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নিকট ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। তখন তাঁহার ইসলামী নাম রাখা হয় হেদায়েত (Guidance) ডাচ্ ব্যতীত ইংরেজী ভাষায়ও তাহার সবিশেষ দখল আছে। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার চৌধুরী জাফরউল্লা খাঁ হল্যাণ্ডে মিশন স্থাপন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। চৌধুরী সাহেবের প্রত্যাগমনের পর মিস বাড্ একাই মিশনের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। হল্যাণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকায় "আহমদী মোসলেম। (Ahmady Moslem.) নামে তিনি ডাচ ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার চতুর্থ সংখ্যা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ Review of Religions পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি একটি ফ্রি পাঠাগারও খুলিয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডনস্থ আহমদী মিশনের প্রধান ইমাম মৌলবী আবদুর রহিম দর্দ এম, এ, হল্যাণ্ডে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ইসলাম গ্রহণ—২৫শে জুলাই "আলফজল" পত্রে ডাঃ মুফতি মোহাম্মদ ছাদেক সাহেব লিখিতেছেন:—মিস্ মেরী এমেলিয়া হার্ট আমেরিকার আয়োয়ার সহরে একজন অতি উচ্চ শিক্ষিতা প্রসিদ্ধ কবি। তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আয়োয়ার সহরে তাহাকে রাজকবি মনোনীত করা হইয়াছে। আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবত তাহার সহিত আমার পত্র ব্যবহার জারি আছে। যখন আমি আমেরিকায় মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম তখন মিস্ হার্ট প্রচার কার্য্যে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। আমাদের মিশন হলে তিনি অধিকাংশ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি তখন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থা হন নাই। সম্প্রতি মিস হার্ট তাঁহার "বয়েত নামা" (ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আবেদন পত্র) হজরত খলিফাতুল মসিহর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম রাখা হইয়াছে সোফিয়া। আমরা নব দীক্ষিতা ভগিনীর সফলতা কামনা করি।

মোসলমানের খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ—বগুড়ার সহযোগী "দেশের কথায়" প্রকাশ সম্প্রতি বগুড়ায় খৃষ্টমিশন সাহেবরা খাতুন নাম্নী জনৈকা মুসলমান যুবতীকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়াছেন। যুবতীর স্বামী দিনাজপুর ফৌজদারী আদালতে চাকুরী করেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। যুবতী নাকি নাটোরের চৌধুরীদের আত্মীয়া—নওগাঁর হাকিম সাহেবের সহিতও নাকি তাহার সম্পর্ক আছে। যুবতীর সঙ্গে আবদুল হামিদ খাঁ নামে তাহার একজন দূর সম্পর্কীয় ভাইও আসিয়াছে, সেও শীঘ্রই দীক্ষিত হইবে। রাজসাহী জেলার নেয়ামতপুর গ্রামের মসিহর রহমান নামক আর একটী যুবকও শীঘ্রই ক্রুশ কাষ্ঠের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

হে বাঙ্গালী মৌলবী ও পীর সাহেবগণ মুরিদের বাড়ীর মুরগীর বংশ ধ্বংস না করিয়া "দাল্লিন" "জাল্লিন" ও "শেজরার" বহছ পরিত্যাগ করিয়া এক বার এদিকে আপনাদের নেক নজর পড়িবে কি?

কামালপাশার হাল চাষ—শিক্ষিত তুর্কীগণ কৃষি কার্য্যকে অপমান জনক বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহাদের এই অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি গাজী মোস্তফা কামালপাশা দস্তুর মত সমস্ত দিন চাষের কাজ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস, এনাটোলিয়াতে কৃষি শিল্পের উন্নতি না হইলে তুর্কীর আর্থিক সমস্যা দূর হইবে না।

আমাদের দেশেও যদি শিক্ষিত যুবকগণ চক্ষু লজ্জা ও চাকুরীর মোহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষি শিল্পের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যা অতি সত্বর হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে যে পল্লী সংগঠন কার্য্যেরও বিস্তর সহায়তা হইবে সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের পল্লীগুলি উদ্ধার হইবার

একমাত্র কারণ এই যে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ চাকুরীর মোহে পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছেন। কাজেই উপযুক্ত লোকের অভাবে পল্লীগুলি দিন দিন ধ্বংস হইতেছে। শিক্ষিত যুবকগণ কৃষি কার্য্যে মনোযোগী হইয়া পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গেলে আবার বাঙ্গালার পল্লীতে অনাবিল সুখের স্রোত ফিরিয়া আসিবে। তাই আমরা যুবক-দিগকে বলিতেছি "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণিয় তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।"

ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি—মাসিক ২০্‌টাকার ৯টী, ১৫ টাকার ৩৩ টী এবং ১০্‌ টাকার ৬৩টী বৃত্তি আছে। প্রথম ৯টীর মধ্যে মুসলমান ১টী অর্থাৎ নয় ভাগের একভাগ মাত্র। দ্বিতীয় ৩৩টীর মধ্যেও মুসলমান মাত্র একটি অর্থাৎ ৩৩ ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্ট ৬৩টীর মধ্যে মুসলমানের ভাগ্যে ৬টী মাত্র জুটিয়াছে। অপর বৃত্তিগুলি অবশ্যই হিন্দু ছাত্রগণের হস্তগত হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালা দেশে মুসমানের সংখ্যাই বেশী! নীচের দিকেই মুসলমান ছাত্রদের যে শিক্ষা ভাল হইতেছে না, বোধ হয় ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এই মুসলমানেরাই আবার কিছুদিন পূর্ব্বে ননকোঅপারেশনের হুজুগে দলে দলে স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে!

তঞ্জিম—তঞ্জিম বা সংগঠন যে জাতীয় উন্নতির পথে কতদূর আবশ্যক, বর্ত্তমান যৌথবাণিজ্য ও সমবায় প্রথার যুগে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেই চারিদিকে বিরাট তঞ্জিম হইতেছে। বড় বড় কারখানা, বড় বড় কোম্পানী, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, বিবিধ রাজনৈতিক দল, বড় বড় অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান, সমাজ সংস্কারের চেষ্টা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসর যাহারা নিদ্রিত ছিলেন, আমাদের প্রতিবেশী সেই হিন্দুভ্রাতাগণও নানা ভাবে নানা রকমে সংগঠন করিয়া জাতীয় উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছে।

দুঃখ ভারতের মুসলমানের জন্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মুস্‌লিমের চেতনা-শূন্যতা দেখিয়া। নাই তাহাদের বড় কারখানা, নাই বড় ব্যবসায়, নাই স্কুল কলেজ, নাই তাহাদের নিজস্ব একটা রাজনৈতিক মত। দারিদ্রপ্রপীড়িত, অভিজাত্য মথিত, সাম্প্রদায়িক কলহ মুখরিত, ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, বিজাতীর বা বিধর্ম্মীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালী মুসলমানের যে কি দশা দাঁড়াইবে তাহা আমরা কল্পনা করিতেই ভয় পাই। তিন কোটি বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে যে দশ বিশ জন সর্ব্বদল মোসলেমের মিলনকামী অমুসলিমের বিরুদ্ধে মুসলিমের স্বার্থ সংরক্ষণাভিলাষী মুসলমান আছেন হাজার হাজার 'বাহাদ্ব' প্রিয় মৌলানা পীর ছাহেবানের নর্ত্তন কুর্দ্দন চীৎকারের নীচে তাঁহারা বিলকুল নাচার। কিছুদিন পূর্ব্বে মাণ্যবর এ কে ফজলুল হক্‌ সাহেব তঞ্জিম করিবেন বলিয়া কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তার পর আর কিছুই শুনিতে পাই না। গত জুলাই মাসে অমৃতসরে তঞ্জিমের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদল মোসলেম সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহ মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ ছাহেব যে সার গর্ভ প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক সমাজ হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলিমের পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কাদিয়ানে পত্র লিখিলে উক্ত প্রবন্ধ বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

মহরম—মুসলমানী বৎসরের প্রথম মাস মহরম নববর্ষের আনন্দ উৎসবের পরিবর্ত্তে বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে দুনিয়ার লীলা খেলার সংক্ষিপ্ত সার এমনই জোরের সহিত বলিয়া যায় যাহা সারা বৎসরেও ভুলা যায় না। সংসার একদিকে ক্ষমতা গর্ব্বিত ইন্দ্রিয়ের দাস নরাকার পশুর বীভৎস রঙ্গমঞ্চ। অন্যদিকে মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাপ্রাণ সাধুগণের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে আত্মাহুতির পুণ্যক্ষেত্র। এই মাসে ক্ষমতাগর্ব্বিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ বাদসাহ এজিদ হজরত এমাম হোসেনের (রা) প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া কারবালা প্রান্তরে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছিল এবং হজরত এমাম হোসেন শত অত্যাচার সত্ত্বেও দুষ্কৃত পাপীকে খলিফা বা ধর্ম্মগুরু মানিতে অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মের জন্য কেমন করিয়া শহিদ হইতে হয় তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

কিন্তু কালচক্রের ঘূর্ণনে এই মহরম স্মৃতিকে জড়াইয়া কত যে কোরআন ও পবিত্র হাদিছ-বিরুদ্ধ আচার অনুষ্ঠান ইসলামধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! শিয়া এবং অজ্ঞ সুন্নিদের নিকট মহরম আজ একটি ইসলামী পর্ব্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি অনেক হিন্দুও মুসলমানের সহিত মহরমে যোগদান করিয়া থাকে। মহরম সংক্রান্ত শিরিক বেদায়াতের প্রতি আমাদের ফতাদী উলামাগণের নেক নজর পড়িলে মোসল-মান সমাজের যে অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

রসুল স্মৃতি সভা—ত্রিপুরা হিতসাধিনী সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার সময় পরলোকগত মহামতি আবদুর রসুল সাহেবের অষ্টম বার্ষিক স্মৃতি সভা কলিকাতার এলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বসিবার স্থান না পাইয়া বহু লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। দুঃখের সহিত বলিতে হয় রসুল সাহেবের স্মৃতি সভায় মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল; বাঙ্গালার মুসলমাননেতাদেরও সভায় বড় একটা দেখা যায় নাই। ইহা ছাড়া ভীষণ ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই নিজকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন; মাত্র গণ্ডা কয়েক মুসলমান টুপি পড়িয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে অনেক যুবককে দেখিয়া চেনা গেল যে তাহারা জাতিতে মুসলমান। ইহা যে মুসলমান সমাজের পক্ষে একটা ঘোর কলঙ্কের কথা তাহা কি কাহাকেও আবার বুঝাইয়া বলিতে হয়? মুসলমানদের এইরূপ জঘন্য মনোবিকার দেখিয়া অনেক সহৃদয় হিন্দু ভ্রাতার মনেও আঘাত লাগিয়াছিল। হে বঙ্গের শিক্ষিত মুসলমান যুবক দল! তোমরা কি আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অনুকরণশীল বাঁদরে পরিণত হইয়াছ? মোসলেম জাতীয়তার একবিন্দু রক্তও কি তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয় না? ন্যাংটা মাথায় এই কলঙ্ক ভার আর কত কাল বহন করিবে? অন্তর বাহিরে মুসলমান সাজিয়া ইসলামের সেই অতীত গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষা কি তোমাদের হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও জাগ্রত হয় না? সমাজ তরণীর কর্ণধার শিক্ষিত যুবক দল, তোমরা কি হীনতা, দীনতা ও নীচতা ছাড়িয়া একবার মুসলিম নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে তৎপর হইবে না?

পরলোকে সার সুরেন্দ্রনাথ—দেশবন্ধুর বিয়োগে এখনও বাঙ্গালী হৃদয়ে শোক প্রবাহ প্রশমিত হয় নাই। কিন্তু বিধির বিধানে আজ আবার বাঙ্গালার একি নিদারুণ অবস্থা। ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাতা, কংগ্রেসের শৈশব ধাত্রী, স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষাগুরু, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত সার সুরেন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী কাল স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া ৭৭বৎসর বয়সে ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১॥ ঘটিকার সময় বঙ্গজননীর কোল শূন্য করিয়া তিনি পরম পিতার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমগ্র ভারত শোকাভিভূত।

Regd No c 1356.

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী।

১। আহ্‌মদীর বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা মাত্র; ছাত্রদের জন্য এক টাকা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। তিন আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হইয়া থাকে। বৈশাখ হইতে বৎসর আরম্ভ।

২। আহ্‌মদী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।

৩। স্পষ্ট নাম ঠিকানা দিয়া মূল্যাদি ও যাবতীয় চিঠি পত্র ম্যানেজারের নিকট প্রেরিতব্য।

লেখকগণের প্রতি ঃ—

১। সর্ব্বদা প্রবন্ধ সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। টিকেট দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

২। প্রবন্ধের সঙ্গে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি ঃ—

১। পূর্ব্ব মাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য পরবর্ত্তী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে না দিলে, চলিত মাসে সে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় না।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। ছাপার সময় কোন বিজ্ঞাপন দাতার ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন।

৪। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণ "স্মলপাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে। হেডিং প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। আমাদের বিজ্ঞাপন পেজের সাইজ ৮×৬ ইঞ্চ।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা ২ কলম	... ...	১০৲ প্রতি মাসে
১/২ ,, বা ১ কলম	... ...	৫৲ ,,
১/৪ ,, বা ১/২ ,,	... ...	৩৲ ,,
১/৮ ,, বা ১/৪ ,,	... ...	২৲ ,,

বিশেষ পৃষ্ঠার হার স্বতন্ত্র ; পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

ম্যানেজার,—আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
২৯এ এসমাইল ষ্ট্রীট—পোঃ, ইণ্টালি, কলিকাতা।

Printed by B. K. Dass, at the Model Litho & Printing Works, 93, Baitakkhana Road, Calcutta, and published by G. S. Khadim, B.A., from 29-A, Ismail Street, CALCUTTA.

আহ্‌মদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই. কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন",—এল্‌হাম, হজরত মসিহ মউদ (আঃ)।

১ম বর্ষ। | আশ্বিন, কার্ত্তিক ১৩৩২ | ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা।

অস্থায়ী সম্পাদক—দৌলত আহামদ খাঁ বি, এ।

নোট—আগামি শারদীয় পূজা উপলক্ষে প্রেস দুই সপ্তাহ কাল বন্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সে স্বয়ং সম্পাদক সাহেব এবং আমাদের বিশিষ্ট কর্ম্মীগণ বিশেষরূপে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

ম্যানেজার

কার্য্যালয়—

৬৯, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।
ভিঃ পিঃতে দুই টাকা পাঁচ আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ তিন আনা।
তিন আনার টিকেট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

সূচীপত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণদ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"——এল্‌হাম, হজরত মসিহ্ মউদ।

১ম বর্ষ। | আশ্বিন, কার্ত্তিক—১৩৩২। | ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা

মোছলেম-সংগঠন।

এছ্‌লাম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। উহা কোন দেশ, জাতি কিংবা সমাজবিশেষের জন্য আবির্ভূত হয় নাই। সকল প্রকার জাতি ও বর্ণের, উচ্চ ও নীচের এবং ধনী ও নির্ধনের সমুদয় ভেদাভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বিশ্ব-মানবকে এক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতঃ এক অদ্বিতীয় আল্লা-তালার উপসনা-দ্বারা জগতে শান্তি ও ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই এছ্‌লামের উদ্দেশ্য। কেন না প্রাগৈছ্‌লামিকযুগে জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পারিক ভাবের আদান প্রদানের কিংবা যাতায়াতের ততটা সুবিধা ছিল না। এই জন্যই তৎকালীন সমুদয় ধর্ম্মই কোন জাতি কিংবা সমাজ বিশেষের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু এছ্‌লামের আগমনের সময় জগতের আর সেই অবস্থা ছিল না। এই জন্যই এছ্‌লামের খোদা রাব্বিল-আলামিন (সমুদয় বিশ্বের নিয়ন্তা, বিধাতা), এই জন্যই এছ্‌লামের নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (সমুদয় বিশ্বের জন্য রহ্‌মত বা অনুগ্রহ স্বরূপ)। সুতরাং এছ্‌লাম প্রচারমূলক ধর্ম্ম। প্রচার ব্যতীত এছ্‌লামের বিশ্বজনীন বার্ত্তা বিশ্বমানবকে পৌছান যায় না। এছ্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রাথমিক মোছলমানগণ যে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন কৃপণের ধনের মত উহাকে গৃহকোণে লুকাইয়া না রাখিয়া বিশ্বমানবকে বিলাইয়া দিবার জন্য পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী ও সমুদ্রের বাধাবিঘ্ন সমুদয় উল্লঙ্ঘন করিয়া দিগ্বিদিকে উল্কাপিণ্ডের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের ইমানের তেজে তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব কর্ম্ম-কুশলতায় ও তাঁহাদের প্রখর জ্ঞানজ্যোতিতে দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর, তাঁহাদের করতলগত হইয়াছিল ও অসংখ্য অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বর্ব্বরজাতি সভ্যতার আলোক পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য। এছ্‌লামের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটা আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত, যাহা কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচণ্ডবেগে ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিয়া অকস্মাৎ কোন কারণে নিরস্ত হইয়াছে। এখনও উহা কোন কোন স্থান হইতে ধুম উদ্গীরণ করিয়া স্বকীয় মুমূর্ষু জীবনের লক্ষণ দেখাইতেছে বটে, কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। আজ এছ্‌লাম শতধা বিচ্ছিন্ন। এছ্‌লামের প্রচারিণী শক্তি আজ মন্দীভূত অথবা লুপ্তপ্রায়। আজ এছ্‌লাম আত্মকলহে নিমগ্ন। এই অবসরে সুযোগ বুঝিয়া এছ্‌লামের চিরশত্রুকুল সকলে এক-

যোগে ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। কেহ বাহুবলে এছ্‌লামকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আর এক দল শয়তানের মত মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অজ্ঞ মোছলমানদিগকে ছলে বলে ও কলে কৌশলে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া আপনাপন দলপুষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। হায়, এছ্‌লামের নন্দনকানন আজ শকুনী গৃধিনীর চারণভূমি হইয়াছে। এছ্‌লামের শত্রুদল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপর তাঁহার পুত-চরিতা বিবিগণের (রাঃ) উপর ও এছ্‌লামের অন্যান্য মহাপুরুষদের উপর যে সমস্ত অলীক দোষারোপ করিয়া এছ্‌লামকে জগতের সম্মুখে খাটো করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক মোছলমানের হৃদয়ে শেলের মত তীব্র আঘাত লাগে। এই আঘাত অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে তখন, যখন আমাদের মনে পড়ে যে এছ্‌লামের এমনি দুঃসময়ে মোছলমানগণ সামান্য সামান্য সাম্প্রদায়িক ভেদ লইয়া পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি ও মারামারি করিতেছে আর অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ শুধু এছ্‌লামকে ধ্বংস করিবার জন্য আপনাদের আভ্যন্তরীণ সমুদয় বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া একদলে এছ্‌লামকে আক্রমণ করিতেছে। এই জন্য শুধু আত্মরক্ষার জন্যও মোছলমানদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ সব ভুলিয়া এছ্‌লাম প্রচারে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত আর একটা মহত্তর উদ্দেশ্যও আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ সাদা ও কালোর মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানা প্রকার অসুবিধায় ভুগিতেছে। এছ্‌লামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অংশীদার করিয়া এই সমস্ত লোকের দুর্দ্দশা দূর করা মোছলমানদের কর্ত্তব্য। মোছলমান যে দিন এই সমস্ত মহত্তর কর্ত্তব্য ভুলিয়া ক্ষুদ্র সাংসারিক স্বার্থ লইয়া পারস্পারিক দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইয়াছে সেই দিন তাহার অবনতির দিন, সেই দিন তাহার উপর বিধাতার অভিশাপ অবতীর্ণ হওয়ার দিন। এক দিন মোছলমান এছ্‌লাম-প্রচারে উদাসীনতা দেখাইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছে আজ দ্বিগুণ উৎসাহে এছ্‌লাম প্রচার করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, নতুবা লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করা দূরে থাকুক দিন দিন মোছলমান রসাতলে যাইবে। মানবের সংস্তব বৃত্তিনিচয়ের বিকাশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কোন সমাজ কিংবা জাতি আজ পর্য্যন্ত উন্নতির পথে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

এমন এক সময় ছিল যখন মোছলমান এদেশে শিক্ষা সভ্যতায় গুরুর আসনে আসীন ছিল। কিন্তু হাত হইতে শাসনভার স্খলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা নিজদোষে আর কতকটা শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়ায় আজ মোছলমান-সমাজে মূর্খতা সকলের চেয়ে বেশী দেখা যায়। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ প্রথম হইতেই নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষালাভে অগ্রসর হওয়ায় আমাদের অনেক অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদের দোষ দিতে পারি না। তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আপন কর্ত্তব্য করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যেহেতু আমরা হিন্দু ও মোছলমান একই দেশের অধিবাসী, আমাদের এক সমাজ মূর্খ কিংবা দরিদ্র থাকিলে আমাদের গোটা দেশের শক্তি তৎপরিমাণে কম হইবে ও স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের দেশ তদনুপাতে কম যোগ্য বিবেচিত হইবে। সেই জন্য আজ দেশের হিন্দু মোছলমান সকল শুভাকাঙ্ক্ষী নেতারই সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়া এই অবনত মোছলমান সমাজকে শিক্ষায় অগ্রসর করাইয়া দেওয়া উচিত। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে এতদ্দেশ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেবল গ্রন্থ বর্দ্ধন করার নামই শিক্ষা নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিশেষতঃ মোছলমান-সমাজে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক (Scientific and Techinical) শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য একটি সমিতি গঠন করা উচিত, যাহা উপযুক্ত মোছলমান ছাত্রদিগকে ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য পাঠাইবেন। এই ভাবেই দেশের উন্নতি সম্ভব হইতে পারে। জাপান এই ভাবেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা আয়ত্ত করিয়া প্রাচ্যে প্রতীচ্যের অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শুধু ইউরোপ ও আমেরিকায় মোছলমান ছাত্র পাঠাইয়া পাশ্চাত্য শিল্প-কলায় বিশেষজ্ঞ করাইয়া আনিলেই সমুদয় কর্ত্তব্যের

অবসান হইবে না। সেই সমস্ত মোছলমান বিশেষজ্ঞদিগকে মোছলমানদের গঠিত ও মোছলমানদের অর্থে ও লোকে পরিচালিত লিমিটেড্ কোম্পানীর মধ্যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। তবেই মোছলমান দেশের শিল্পে ও বাণিজ্যে আপন সংখ্যানুসারে অংশীদার হইতে পারিবে ও কতক পরিমাণে মোছলমান সমাজের ঘোর দরিদ্রতা অপনোদিত হইবে। অতএব হে মোছলমান সমাজপতিগণ! আপনারা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়ায় নিযুক্ত না হইয়া মোছলমানদের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য এবং সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি আশু মনোযোগ দান করুন। নতুবা মোছলমানের অস্তিত্ব এদেশ হইতে মুছিয়া যাইবে।

তারপর মোছলমান-সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। মোছলমান-সমাজের দরিদ্রতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। আজপৃথিবীর সর্ব্বত্র মোছলমানজাতি অভিশপ্ত ইহুদী জাতির মত

ضربت عليهم الذلت و المسكنة

অর্থাৎ 'লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা-প্রপীড়িত" হইয়াছে। সুতরাং মোছলমানদের অর্থ-নৈতিক সংগঠন একান্ত কর্ত্তব্য। এদেশের সমুদয় লাভবান ব্যবসায় অমোছলমানদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এদেশের প্রধান নগর কলিকাতার অলিগলিতে তালাস করিলে বাঙ্গালী মোছলমানদের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। এখানে যে সমস্ত মোছলমান ব্যবসায়ী আছেন (যদিও তাঁহাদের সংখ্যাও বেশী নহে) তাঁহারা প্রায় সকলেই বোম্বাই, সুরাট, দিল্লী, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অথবা কাবুলের অধিবাসী। বাঙ্গালী মোছলমান ব্যবসায়ী খুবই অল্প, এত অল্প যে একেবারে নগণ্য। এদেশে আমাদের (মোছলমানদের) সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা কলিকাতার মধ্যে সংখ্যায় হিন্দুদের প্রায় একতৃতীয়াংশ এই প্রশ্ন লইয়া মোছলমান-সমাজ-পতিগণকে বড় একটা মাথা ঘামাইতে দেখা যায় না। অথচ কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বাংলা দেশে কমিয়া যাওয়ায় বড় বড় হিন্দু-বৈজ্ঞানিকগণ পুস্তক লিখিয়া ও সংবাদপত্রে আন্দোলন করিয়া আসমুদ্র হিমাচল কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। যাহাহউক দরিদ্রতাই কলিকাতার মত সহরে উহাদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ। আমরা মোছলমানদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কয়েকটি কথা বলিব। আশা করি আমাদের সমাজপতিগণ ইহা মনোযোগ সহকারে তলাইয়া দেখিবেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মোছলমানদের কারবার খোলা উচিত এবং মোছলমানগণের শুধু মোছলমানদের দোকান হইতেই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা উচিত। এতদ্বারা আমরা আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভাইদের প্রতি কোন বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিতেছি না। পক্ষান্তরে মোছলমানদের আর্থিক উন্নতিবিধান ও আত্মসম্মান-জ্ঞান-বৃদ্ধিই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে সকল ব্যবসায় বাণিজ্য হিন্দুদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় একদিকে যেমন কোটী কোটী টাকা বৎসর বৎসর মোছলমান সমাজ হইতে হিন্দু ব্যবসায়ীদের হাতে যাইতেছে, তেমনি মোছলমানগণ হিন্দুদের প্রস্তুত মিঠাই ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অকাতরে খাওয়ায় এবং মোছলমানের স্পর্শ লাগিলেই হিন্দুর খাদ্যদ্রব্য যেন কি আলবুলার জল পর্য্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায় এই বিবেচনা করায় মোছলমানদের আত্মসম্মানে বড়ই আঘাত লাগে। ইহাতে এমন কি মূর্খ লোকদের এই বিশ্বাস হইয়া যায় যে হিন্দুগণ নিশ্চয়ই মোছলমান হইতে ধর্ম্মেও শ্রেষ্ঠ, নতুবা মোছলমান বিনা আপত্তিতে হিন্দুর ছোওয়া সকল জিনিষ খায় অথচ হিন্দু মোছলমানের ছোওয়া হুকার জল পর্য্যন্ত ফেলিয়া দেয় কেন? আর এক কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। শুধু দোকান খুলিলেই সমাজের তথা দেশের অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। শিল্পের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। শুধু দোকানদারী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায় বটে কিন্তু নূতন অর্থ উৎপাদন করা যায় না। ইহা শুধু একমাত্র শিল্পদ্বারাই সম্ভব। ব্যবসায় সম্বন্ধে মোছলমানদের পাশ্চাত্য ধরণের ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আমরা সমীচীন বোধ করি না। পক্ষান্তরে প্রাচীনকালে 'বয়তুলমাল' বলিয়া যে ধর্ম্ম-গোলার প্রচলন ছিল, তৎপ্রতি আমরা মোছলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কেন না আমরা কোনমতেই সুদের আদান-প্রদানের সমর্থন করিতে পারি না। এছলাম প্রতীচ্য অর্থনীতির সম্যক অনুসরণ করিবে না। পক্ষান্তরে এছলাম উহা হইতে সুদের হলাহল বর্জ্জন করিয়া উহাকে বিশিষ্ট ঐছলামিক রূপ দিবে। আর এক কথা। সমুদয় মোছলমান ব্যবসায়ী

গণের একটি চেম্বার অব কমার্শ (Moslem Chember of Commerce) স্থাপন করা উচিত যেন পরস্পর পরস্পরের ও গোটা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতে পারে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে বাংলার মোছলমানদের মধ্যে এতদসম্বন্ধে কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। মোছ্লেম-সংগঠন ব্যাপার লইয়া পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে মোছলমানদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়াছে, বাংলাতে উহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। বাংলার মোছলমান যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল যে পুজার বন্ধে বঙ্গীয় মোছ্লেম লিগের একটি অধিবেশন হইবে। সে দিন "দি মোছলমান" (The Musalman) পত্রিকায় দেখিলাম যে লিগের অথবা কার্য্যকারক সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক (Secretary) কে হইবেন এই লইয়া নেতাদের মধ্যে ঝগড়া (অন্ততঃপক্ষে মতদ্বৈধতা) উপস্থিত হওয়াই লিগের অধিবেশন না হওয়ার কারণ। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে সমিতির অধিবেশনে "কোরাম" (quoram) না হওয়ায় অর্থাৎ আশি জনসভ্যের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ জন ও উপস্থিত না হওয়ায় কোন ঠিক সিদ্ধান্ত হয় নাই। আর বিশেষতঃ বরিশাল হইতে ও লিগ-বৈঠক সম্বন্ধে কোন সাঁড়া পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত অভিযোগের কোনটাই কম পরিতাপের বিষয় নহে। বাংলার তরুণ মোছ্লেম-সমাজ স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিল যে নিশ্চয়ই লিগের শারদীয় বৈঠকে সমাজের শিক্ষাসম্বন্ধীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এমন সব কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত হইবে, যাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া অতি শীঘ্রই বঙ্গীয় মোছ্লেম-সমাজ শিক্ষা ও বাণিজ্যে উন্নত প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের সমকক্ষ হইতে পারিবে। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে তরুণহৃদয়ের সেই আশা ছাইভস্মে পরিণত হইয়াছে, অনশন-ক্লিষ্ট অর্দ্ধনগ্ন বঙ্গীয় মোছলমান কৃষকের সেই আশা অরণ্যে রোদনের মত হইয়াছে। আসল কথা মোছলমানদের ইমান (বিশ্বাস) নষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য সমাজের কাজের জন্য নিঃস্বার্থও পরার্থ-পরায়ণ নেতা বড় একটা দেখা যায় না। যাঁহারা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কোন না কোন একটা চরম উদ্দেশ্য (Ulterior motive) থাকে। অবশ্য আমরা সকলের কথা বলি না। সেই জন্যই এই সমস্ত নেতাদের বক্তৃতা হৃদয়কে প্রভাবিত করিতে পারে না। গয়র আহ্মদী মোছলমানদের আর একটি বিশেষত্ব এই হইয়াছে যে তাহাদের সকলেই নেতা হইতে চান। কেহই কাহারও কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন। এই জন্যই কাহারও নেতৃত্ব বহুদিন টিকিতে পারে না। আমরা এই হতভাগ্য মোছলমান সমাজের সাম্নে আল্লার প্রেরিত হজরত মসিহমউদকে (আঃ) নেতা স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি। হে বঙ্গীয় মোছ্লেম, তোমার মুক্তি একমাত্র খোদার প্রেরিত নেতা দ্বারাই সম্ভব, অকূল ভবসমুদ্রে হজরত মসিহ মউদ (আঃ) ও ইমাম মাহ্দী ব্যতীত তোমার কাণ্ডারী হইবার কাহারও যোগ্যতা নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা খোদার প্রেরিত মসিহ ও মাহদী হজরত মির্জা গোলাম আহ্মদকে (আঃ) গ্রহণ না কর, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের কল্যাণ নাই। আল্লাহ-তালা তোমাদের চক্ষু খুলিয়া দিন, হৃদয় উন্মীলন করিয়া দিন যেন তোমরা সত্য গ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অধিকারী হইতে পার। আমিন। অস্থায়ী সম্পাদক।

তুরস্কে আহ্মদিয়তে—১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের "তৌহিদ্-ই এফ্কার" পত্রিকায় ওমররেজা বে নামক জনৈক লেখক লিখিতেছেন :—"ঈছাকে (আঃ) মছিহ (messiah) বলা হয়। ইহার অর্থ হইল যিনি অধিক ভ্রমণ করেন। সিরিয়া দেশে ইহুদীদের অত্যাচারে টিকিতে না পারিয়া তিনি ইছ্রাইলের হারানো দলগুলির সন্ধানে আফ্গানিস্থানে চলিয়া আসেন। অতঃপর তথা হইতে কাশ্মীরে যান। এখানেই তিনি মৃত্যুলাভ করেন ও সমাধিস্থ হন। ক্রুশে যে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই একথা বাইবেল হইতেও প্রমাণ করা যায়।"

ডাক্তার ইছমাইল হাক্কি বে ও হজরত ঈছার (আঃ) মৃত্যু স্বীকার করেন। পরন্তু তিনি ক্রুশোপরি তাঁহার প্রাণ-নাশ তাঁহার মর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্বের অনুপযুক্ত মনে করেন।

এসলাম।

(৪)

[মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ।]

ইতিপূর্ব্বে এসলাম শীর্ষক তিনটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি বা আত্মার উন্নতি বিষয়ক নিয়ম কানুন যে শাস্ত্রে যথাবিহিত আলোচিত হয় তাহাকে এসলাম বলে, প্রথম প্রবন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে। আত্মার উন্নতি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক আইন কানুন প্রণয়নকারিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর ভাবুকগণ নিজেদের চিন্তাশক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন। আর এক শ্রেণীর মহাপুরুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার বাণী প্রাপ্ত হন বলিয়া দাবী করেন এবং সাধারণের নিকট আল্লাহ তা'লার বিধি নিষেধ প্রচার করেন। প্রথম শ্রেণীর ভাবুকদিগের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও বিরোধ এত অধিক যে তাহাদের মধ্যে ঐক্য নাই বলিলেই চলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষদিগের প্রত্যেকেই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় মহাপুরুষের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করেন এবং তাঁহাদেরই শিক্ষা লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে অথবা বিস্মৃতির গর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া নূতন ভাবে প্রচার করেন। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদিগের প্রচারিত শাস্ত্রের নাম এসলাম, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ইহাই দেখান হইয়াছিল। তৃতীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত—হজরত আদমের (আঃ) সময় আরম্ভ হইয়াছে এবং কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিবে। বর্ত্তমান যুগে হজরত আহমদ (আঃ) কাদিয়ানী অপর্য্যাপ্তরূপে ঐশীবাণী পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এখনও ঐশীবাণী প্রাপ্ত মহাপুরুষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি প্রবন্ধ হইতে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, এসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদীর সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ যাহারা ঐশীবাণীবাদ অস্বীকার করেন, অথবা একটা রূপক বা কল্পনা মনে করেন এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিই যথেষ্ট' এই কথা মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ যাহারা ঐশীবাণীবাদ মানেন অথচ কোন একটা বিশেষ সময় পর্য্যন্ত ঐশীবাণী অবতরণের যুগ সীমাবদ্ধ করেন। অবশ্য এই দুই শ্রেণীর আবার বহু উপশ্রেণী ও মিশ্রশ্রেণী আছে। বাহাই সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যা সমাজ (Theosophical Society) প্রভৃতি প্রথমঃ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহুদি, খৃষ্টান ও আর্য্যসমাজ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর আপত্তি খণ্ডন করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার, ইহাদের আপত্তি খণ্ডন করিতে না পারিলে আহলে-কেতাব বা অবতারবাদিগণের বিরাট শাস্ত্র-সৌধ নিমিষে নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহাদের আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে ঐশীবাণী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পেশ করা আবশ্যক অথবা অন্ততঃপক্ষে ঐশীবাণীপ্রাপ্ত মহাপুরুষের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে ইহাদের গোচরীভূত করা আবশ্যক। শুধু এই টুকুই যথেষ্ট হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ঐশীবাণীর বিশেষত্ব ও উপকারীতা দেখাইয়া দিতে হইবে এবং ঐশীবাণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে কেবলমাত্র তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত নূতন বিধানের সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে এবং যেখানে সামঞ্জস্য নাই সেখানে অসামঞ্জস্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইতে হইবে। মিশ্রশ্রেণীর আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে মিশ্র উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদীর আপত্তি খণ্ডনের যে উপায় উপরে লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ঐশীবাণীবাদীকে প্রথমতঃ কোনও অবতার বা

পয়গম্বরের দাবী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ঐশীবাণীর বাস্তবতা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করিবার অপরিহার্য্য নিয়ম কানুন জানা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ ঐশীবাণীর বিশেষত্ব ও উপকারিতা ব্যক্তিগত ভাবে জগতের সম্মুখে প্রকটিত করা আবশ্যক। জীবন-ধারণের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন অনুসন্ধান অধ্যবসায় যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক, এই ত্রিবিধ আবশ্যকতার উপকরণও তেমনই ভাবে অনুসন্ধান, অধ্যবসায় যত্ন এবং চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়।

কোন্ মহাপয়গম্বরের জীবনী ও শিক্ষা, দীক্ষা এখনও ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া যায়? কোন্ পয়গম্বরের শিষ্যগণ গুরুর উত্তরাধিকারীরূপে এখনও ঐশীবাণী প্রাপ্তির দাবী করেন? ঐশীবাণী লাভের পথ কোন অবতারের শিক্ষার মধ্যে এখনও সম্যক বর্ণিত পাওয়া যায়? কোথায় আজ হজরত মুসার উত্তরাধিকারী ইহুদিগণ? কোথায় হজরত যীশুখৃষ্টের শিষ্যগণ? কোথায় শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হিন্দুগণ? কেহ আছ কি তোমাদের অবতার বা পয়গম্বরের পক্ষ হইতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে? কেহই নাই। কেহই উদ্ধৃত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে সাহসী হইবে না। এই সমুদয় প্রশ্নের উত্তর মাত্র একটি। আমাদের উম্মি নবী হজরত মহাম্মদের (দঃ) জীবনী ব্যতীত আর কোন পয়গম্বর বা অবতারের জীবনী ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া যায় না। একমাত্র হজরত মহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত পবিত্র কোরআন ব্যতীত আর কোন পয়গম্বর বা অবতারের প্রচারিত পুস্তক মৌলিক ও অবিকৃত অবস্থায় জগতে নাই। একমাত্র হজরত মহাম্মদের (দঃ) শিষ্যগণ ব্যতীত আর কোন মহাপুরুষের শিষ্যগণ তাহাদের পয়গম্বর বা অবতারের উত্তরাধিকারীরূপে ঐশীবাণী পাইয়া থাকেন বলিয়া দাবী করেন না। গত ১৩০০ বৎসর ধরিয়া হজরত মহাম্মদের (দঃ) শিষ্যগণের মধ্যে যে সকল ঐশীবাণীপ্রাপ্ত মহাপুরুষ অবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের সজীবতার প্রমাণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে আহমদীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আহমদ কাদিয়ানীর (আঃ) নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হইবে। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র আহমদ কাদিয়ানীই (আঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা দীক্ষার আধ্যাত্মিক ওয়ারিশ বলিয়া দাবী করিয়াছেন—ইউরোপীয় সভ্যতার দারুণ আক্রমণের বিরুদ্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ধর্ম্মজগতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ন্যায় আধ্যাত্মিক উচ্চতর সত্যগুলি রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া আত্মসম্মান বাঁচাইতে একমাত্র তিনিই চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমান যুগের ঘোর জড়বাদের ভীষণ আক্রমণের বিপক্ষে একমাত্র হজরত আহমদ কাদিয়ানীই 'পয়গম্বরগণের পোষাকে ভূষিত খোদার পাহ্‌লোয়ান'। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র তিনিই ঘোষণা করিয়াছেন "আমি পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় পয়গম্বর বা অবতারের উত্তরাধিকারী, হজরত মহাম্মদের (দঃ) বুরুজ বা আধ্যাত্মিক পুর্ণবিকাশ। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমি কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষ হইতে ন্যূন নহি। জগদ্বাসী আমার নিকট ছুটিয়া এস খোদার সুর পাইবে। এ যুগে একমাত্র আমিই সন্তোষজনক পথপ্রদর্শক।"

সুতরাং ঐশীবাণীবাদ অবিশ্বাসকারী বা সন্দিগ্ধ-দিগকে নিরস্ত করিতে হইলে হজরত মহাম্মদের (দঃ) শিক্ষা ও তাঁহার শিষ্যগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পেশ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় আহলে কেতাব বা অবতারগণের শাস্ত্র লুপ্ত বা বিকৃত হওয়ার জন্য প্রকৃত পথের সন্ধান পাইতে হইলে হজরত মহাম্মদের (দঃ) শিক্ষার আলোকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া ব্যতীত আর কোন চারা নাই।

আল্লাহ্‌তা'লা হাকীম। তাঁহার প্রত্যেক কাজের মধ্যেই একটা না একটা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জগতের লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের মধ্যে একমাত্র হজরত মহাম্মদের (দঃ) শিক্ষা দীক্ষা ও জীবনী সুরক্ষিত করিবার নিশ্চয়ই যথেষ্ট হেতু আছে।

বিশ্বমানবের আত্মিক উন্নতির পথের পূর্ণ বিবরণ বা আবশ্যক সমুদয় বিধি নিষেধের সমষ্টির নাম এসলাম বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের কেন্দ্রীভূত বিষয় সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর জন্যই এক। স্থান কাল পাত্র ভেদেমাত্র ইহার প্রয়োগবিধি বিভিন্ন। "আল্লা এক, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই" এই টুকুই সমুদয় পয়গম্বর, অবতার বা মহাপুরুষদিগের শিক্ষার সার মর্ম্ম।

ইহাই বুঝাইবার জন্য দার্শনিকের নিকট এক রকম যুক্তি তর্কের আবশ্যক হইয়াছে, গ্রাম্য কৃষকের নিকট আর এক রকম। প্রথম শতাব্দীতে এক রকম, বিংশ শতাব্দীতে অন্য রকম। ফলতঃ মনুষ্যসমাজের ক্রমিক বিকাশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অনুযায়ী এই একই সত্য প্রচারের জন্য মহাপুরুষগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই অতি সত্য কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে বিশ্বমানবধর্ম্ম এসলামের ইতিহাসে তিনটি যুগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আদম বা আদিপুরুষের যুগ। এই যুগে মানবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং সকলেই এক জায়গায় বাস করিতেন। তাহাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বর্ত্তমান যুগের তুলনায় অতি সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্ম্মের মূলসূত্র বা কেন্দ্রীয় বিষয় প্রচারের জন্য সাদাসিধে বিধি-নিষেধই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। "আল্লা এক, গাছ-পালা, গরু-বাছুর পাথরের উপাসনা করিও না" এই শিক্ষা দিবার জন্য প্রাথমিক যুগে দার্শনিক কূট তর্কের সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক হইত না। এই অবস্থায় আদম সন্তানগণ কতদিন একত্র বাস করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় না থাকিলেও এতটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে তাঁহারা বেশী দিন এই অবস্থায় থাকিতে পারেন নাই। সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণ বশতঃ তাঁহারা ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হন এবং আপন আপন সুবিধামত বিভিন্ন দল বিভিন্ন দেশে বসতি আরম্ভ করেন। এইরূপে জগতে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি বা জগতময় আদম সন্তানগণের ছড়াইয়া পড়ার এই সময়টা এসলামের দ্বিতীয় যুগ। এই যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পয়গম্বর বা অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন এবং প্রত্যেকেই শিক্ষা দিতেন,—"আল্লা এক, মাত্র তাঁহার উপাসনা কর। গাছ পালা, গরু বাছুরের উপাসনা করিও না।" বিভিন্ন জাতি তাহাদের সভ্যতা ও জ্ঞানগরিমার তারতম্য অনুযায়ী অবতারগণের নিকট নিজ নিজ সন্দেহ ও আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী উত্তর পাইয়াছেন। এইরূপে জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতঃপর আন্তর্জ্জাতিক আদান প্রদানের যুগ আসিল। এক জাতি আর এক জাতির সহিত মিলামিশা আরম্ভ করিল। ক্রমিক সাধনার ফলে যাতায়াত সুগম হইয়া উঠিতে লাগিল। বিভিন্ন জাতির মিলন মিশ্রণে প্রতিযোগীতা, প্রতিদ্বন্দীতার মধ্য দিয়া সারা দুনিয়া একটা বিরাট বিশাল জাতিতে পরিণত হইতে চলিল। বিশ্ববাসীর মিলনের এই যুগই এসলামের তৃতীয় যুগ।

মানবসমাজের ক্রমবিকাশের এই তিন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় প্রাথমিক যুগে এসলাম সম্বন্ধে পূর্ণ শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ অবতীর্ণ হইতে পারে না। কারণ তখনও জগতে যে সকল কুতর্ক ও কুক্রিয়ার উদ্ভব হয় নাই তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া প্রাথমিক যুগের মানুষকে অনর্থক বিভ্রাটে পতিত করা সমীচীন হইতে পারে না। দ্বিতীয় যুগেও এসলাম সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা অসঙ্গত। কারণ, কোনও জাতির নিকট বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে কোনও বিষয় প্রচারিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট সংবাদ পৌছাইবার উপায় থাকা আবশ্যক। সংবাদ পৌছাইবার উপায় সুগম না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও দেশে সেই দেশবাসীর আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে কোন উপদেশ গচ্ছিত রাখা নিতান্তই অসঙ্গত। সুতরাং তৃতীয় যুগই পূর্ণ অবতারের যুগ, পূর্ণ গ্রন্থ অবতরণের স্বর্ণ সময়। এই তৃতীয় যুগই আমাদের উম্মী নবী পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ মহাম্মদ মস্তফা আহমদ মোজতবা ছল্লু আলায়হে অছাল্লামের যুগ; এ সামের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হইবার সময়।

প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ যে এসলাম বা বিশ্বমানবের ধর্ম্মসংক্রান্ত পূর্ণগ্রন্থ ও পূর্ণ অবতারের যুগ নয়, হজরত মহাম্মদ (দঃ) যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাই যে পূর্ণ অবতারের আবির্ভাবের উপযুক্ততম সময় এবিষয়ে অধিক প্রমাণ দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শুধু তৎপ্রতি পাঠক পাঠিকা-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। সৌরজগতের অধিবাসীর নিকট যেমন সূর্য্যের বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বেশী যুক্তি তর্কের আবশ্যক করে না, আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য্য হজরত মহাম্মদের (দঃ) বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার জন্যও অধ্যাত্মজগতের অধিবাসীর নিকট অধিক প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যক নাই। অবশ্য যাহারা সংসারমায়ায় ঘোর মুগ্ধ, তাহাদের জন্য বারান্তরে বিশেষ ব্যবস্থার চেষ্টা করিব।

মসিহ্ মউদের (আঃ) সত্যতা।

আহম্‌দীব পাঠকগণ অবগত আছেন যে দামেস্ক নগরে আমাদের প্রচারক পৌঁছিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে সেখানে চারিজন দামেস্কবাসী আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। তথায় আমাদের একজন প্রচারকের সঙ্গে সেখানের একজন আলেমের সহিত হজরত মসিহ্ মউদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

দামেস্কের আলেম। আপনারা হজরত ঈছাকে (আঃ) মৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এ কথা না হয় মানিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) মসিহ্ মউদ হইলেন কিরূপে?

আহ্‌মদী প্রচারক। একজন মসিহ্‌এর আগমনের সংবাদ হাদিসে আছে ও তাঁহার সম্বন্ধে হজরত নবী করিমের (আঃ) পরিষ্কার উপদেশ এই যে তিনি (সহি-বোখরী) এ (সহি মোছলেম) হইবেন; অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্য হইতে অর্থাৎ উম্মতে মহম্মদীয়ার (আঃ) মধ্য হইতে হইবেন। হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) মোহাম্মদী মসিহ্ (আঃ) বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং হাদিসানুসারে প্রকৃত প্রতিশ্রুত মসিহ্ তিনিই। সুতরাং দাবীগুলিতে সত্য দেখিয়া হাদিস অনুসারে আমরা তাহাকে মানিতে বাধ্য হইয়াছি।

দাঃ আঃ। যদি কেহ ঐ সমস্ত হাদিস বিশ্বাসযোগ্য মনে না করে, তবে কিরূপে তাঁহাকে প্রকৃত মসিহ্ মউদ বলিয়া প্রমাণ করিবেন?

আঃ প্রঃ। যদি আমাদের সামনে কোন বিরোধী হাদিস উপস্থিত হয়, তবে আমরা কোরআনে বর্ণিত সত্য নির্ণয়ের উপায় সমূহ দ্বারা ও স্বকীয় বিবেকবুদ্ধি দ্বারা তাহার সত্যতার প্রমাণ দিব। আর যদি উক্ত ব্যক্তি কোরআনও না মানে তবে আমরা তাহার সামনে ঐ সমস্ত মোজেজা (অলৌকিক ব্যাপার) ধরিব যাহা আল্লাহ-তালা হজরত মসিহ মউদের (আঃ) সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইয়াছেন।

দাঃ আঃ। আচ্ছা আমাকে বলুন ত দেখি হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) আপনাদের রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক কি উপকার করিয়াছেন?

আঃ প্রঃ। হজরত মসিহ্ মউদের (আঃ) ব্যক্তিত্ব হইতে আমাদের এই রাজনৈতিক উপকার লাভ হইয়াছে যে আমরা এই বিভ্রাটপূর্ণ সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সমুদয় আপদ বিপদ হইতে নিরাপদ আছি আর ধর্মনৈতিক উপকার অসংখ্য লাভ করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার কৃপায় জগতজোড়া একদল মোছলমানের সৃষ্টি হইয়াছে যাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তিনি এছ্‌লাম প্রচারার্থ এক নূতন প্রাণ ও নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছেন। অধিকন্তু এমন সময়ে এই উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছেন, যখন মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে জীবনহীন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল এবং মোছলমান বাদসাহগণ ও আমির ওমরাহগণ সকলেই এছলাম প্রচার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। আর আলেমদিগের ত এই অবস্থা ছিল যে তাহারা একে অন্যের সঙ্গে সর্ব্বদা বাগড়ায় নিযুক্ত এবং এছ্‌লামের শত্রুগণ যে এছ্‌লামের সর্ব্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তৎপ্রতি একেবারে অমনোযোগী ছিল। তিনি আপন সম্প্রদায়ের জন্য এছলামের সত্যতার এমন সব প্রমাণের এক ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন যে আমরা এইগুলি দ্বারা সজ্জিত হইয়া সকল মিথ্যা-ধর্মের উপর জয়লাভ করিতে পারি। আমাদের প্রচারকগণ পৃথিবীর প্রতি কোণে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের এই গরীব কিন্তু ধর্মোন্মাদনায় উন্মত্ত সম্প্রদায় কাফেরদের দেশে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া 'আল্লাহু-আক্‌বার" রবে দিগ্বিদিক কাঁপাইতেছেন। সংক্ষেপতঃ আমরা কোরআনে উল্লিখিত অর্থাৎ "তোমরা মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণ্ডলী, তোমরা সৎকর্ম্মের উপদেশ দাও ও অসৎ কর্ম্ম হইতে মানবকে নিবারণ কর" আল্লার এই আদেশের প্রতি অবহেলা করিতেছিলাম। তিনি আবির্ভূত হইয়া আমাদের সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের মৃতপ্রাণে অমৃত-সঞ্জিবনী ঢালিয়াছেন ও জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার মোজেজা সমূহ দ্বারা আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে খোদা আছেন, তিনি আমাদের নিকট হইতে কি চান ও আমরা কিরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি। তাঁহার কৃপায় কোরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ ও প্রকৃত অর্থ আমরা শিক্ষা করিয়াছি ও জ্ঞানপূর্ণ খোদার বাণী কিরূপে মানব-হৃদয়কে বশীভূত করে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি।

দাঃ আঃ। একজন পঞ্জাবনিবাসী লোক কি আরবী-ভাষী লোক হইতে কোরআন বেশী বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে?

আঃ প্রঃ। কেন পারিবে না? কোরান খোদার গ্রন্থ, সমুদয় জগত ইহার প্রচারক্ষেত্র। আল্লাহ-তালা বলেন, অর্থাৎ খোদার প্রিয় ও মনোনীত

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا -

ভৃত্যগণ তাহার গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। যদি খোদার মনোনীত মানব কেবল আরব দেশেই বিশেষ করিয়া জন্মায় তবে আপনার কথা সত্য যে আরবী ভাষী লোকের চেয়ে বেশী কেহ কোরআন বুঝিতে পারে না। আর যদি কোরআন-শরীফ সমুদয় পৃথিবীর জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং যদি হজরত মোহাম্মদের (আঃ) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির বলে পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে খোদার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া কেহ কোরআনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তবে মাতৃভাষা আরবী নহে এমন লোকও খোদার শিক্ষকতায় এমন দাবী করিতে পারেন যে আমি সকলের চেয়ে বেশী বুঝি, কেন না আমার শিক্ষক সেই আল্লাহতালা যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতি কণার জ্ঞান রাখেন। শুধু কথায় নহে কাজেও হজরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাহার উক্ত দাবীর প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তিনি আরবী ভাষায় সুরা ফাতেহার তফ্ছির লিখিয়া জগতের সমুদয় আলেমকে তদনুরূপ তফসির লিখিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কই, তাঁহার আহ্বানে ত এখনও কেহ সাড়া দিলে না, তাঁহার সম্মুখে সকলেরই লেখনী ভাঙ্গিয়া গেল, হৃদয় অসাড় হইয়া গেল এবং কেহই কোন গ্রন্থ এখনও উপস্থিত করিতে পারিল না।

দাঃ আঃ। আচ্ছা আমি কি আপনাকে কোন আয়াতের তফ্ছির (বিশদ ব্যাখ্যা) করিতে জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

আঃ প্রঃ। হাঁ, খুব পারেন।

দাঃ আঃ। আল্লাহ-তালা বলেন

ان الله لا يامر بالفحشاء -

অর্থাৎ "আল্লাহ্-তালা অসৎ কর্ম্মের জন্য আদেশ দেন না।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেন;

اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا -

অর্থাৎ 'আমি যখন কোন গ্রামকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করি, তখন আমি উহার সম্পত্তিশালী লোকদিগকে আদেশ দেই। তখন তাহারা অসৎ কর্ম্ম করে।" উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা আপনি কিরূপে দূর করিবেন?

আঃ প্রচারক। উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে নিশ্চয়ই বিরোধ নাই। এক স্থানে নিয়ম-স্বরূপ তিনি এই কথা বলেন যে তিনি অসৎ কর্ম্মের আদেশ দেন না, অন্য স্থানে উক্ত নিয়মেরই সমর্থন করিয়া বলেন যে যখন তিনি কোন গ্রাম ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তথাকার সঙ্গতিপন্ন লোকদিগকে আদেশ করেন, তাহারা অমান্য করে। উক্ত আয়াতে কোথায় এই কথা আছে যে তিনি অসৎ কর্ম্মের আদেশ দেন? খোদা-তালা যখন অসৎ কর্ম্মের আদেশ-দান আপন নিয়মের বিরোধী বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন, তখন امر (আমর) শব্দ হইতে এই বুঝা যাইবে যে খোদা তালা তাহাদিগকে সৎকর্ম্মের আদেশ দেন, কিন্তু মানুষ উহা অমান্য করে। যে সমস্ত অনুবাদক ও ভাষ্যকার امر 'আমর' শব্দটি হইতে 'অসৎ কর্ম্মের আদেশ' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা শব্দে ভুল করিয়াছেন।

দাঃ আঃ। আমি মির্জা গোলাম আহমদ ছাহেবকে (আঃ) বড় একজন সংস্কারক বলিয়া তো মানি, কিন্তু নবুয়তের দাবী মানিতে প্রস্তুত নহি।

আঃ প্রঃ। উহার কারণ এই যে আপনি মসিহ্ মওউদের (আঃ) দাবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। আপনার মাতৃভাষা আরবী। আমি কি আপনাকে কোন আয়েতের অর্থ করিতে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

দাঃ আঃ। হাঁ, খুব পারেন।

আঃ প্রঃ। আল্লাহ তালা সুরা আল্-হাকাহতে বলেন

لوتقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين -
ثم لقطعنا منه الوتين -

বলুন ত এই আয়েতের অর্থ কি ?

দাঃ আঃ। আক্ষরিক ভাবে উক্ত আয়েতের এই অর্থ যে যদি মোহাম্মদ (আঃ) স্বকপোলকল্পিত কোন কথা খোদার প্রতি আরোপ করিতেন তবে আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাঁহার মনি-রগ কাটিয়া দিতাম। এই হইল ইহার আক্ষরিক অর্থ। আমি ইহার আসল অর্থ জানি না।

আঃ প্রঃ। শুন্থন ছাহেব, আমি আপনাকে আসল অর্থ বলিয়া দিতেছি। উহা মসিহ্ মউদ (আঃ) আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ-তালা খোদার নিকট হইতে অবতীর্ণ হওয়ার ও ঐশীবাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে যদি মোহাম্মদ (আঃ) স্বকপোলকল্পিত কোন কথা খোদার প্রতি আরোপ করিতেন তবে তাঁহাকে অপদস্থ-করিয়া ধ্বংসকরা হইত। যেহেতু তিনি ঐশীবাণী প্রাপ্তির পরও (তেইশ) বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন সেই জন্য ইহা প্রমাণিত হয় যে তিনি কোরাআন শরীফ নিজে তৈয়ার করেন নাই, পক্ষান্তরে খোদা-তালাই অবতীর্ণ করিয়াছেন। আর তাঁহার দাবীও খোদার ইচ্ছানুযায়ী ছিল। আমাদের বিবেকবুদ্ধিও ইহাকে সঙ্গত বলিয়া বোধ করে। এই কথা আমাদের কোন প্রকারেই বোধগম্য হয় না যে এইরূপ প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ-তালা তত দিন জীবিত রাখেন যতদিন হজরত রছুলুল্লাহ্‌কে (আঃ) রাখিয়াছিলেন।

দাঃ আঃ। মার্‌হাবা, জাজাকাল্লাহ্।

আঃ প্রঃ। আবও শুন্থন, এই দলিল দ্বারা হজরত মসিহ্ মউদ (আঃ) ও নিজ সত্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যখন হজরত মোহাম্মদকে (আঃ) প্রবঞ্চক হইলে খোদাতালা তেইশ বৎসরের মত লম্বা সময় পর্য্যন্ত বাঁচিতে দিতেন না, তবে আমি ঐশীবাণী-প্রাপ্তির দাবী করার পর তেইশ বৎসরের অধিককাল বাঁচা সত্ত্বেও প্রবঞ্চক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারি কিরূপে ? আমার প্রভু হজরত মোহাম্মদের (আঃ) স্বীয় দাবীর পর তেইশ বৎসরকাল বাঁচিয়া থাকা যেমন তাঁহার সত্যতার নিদর্শন তেমনি আমিও আপন দাবীর পরে এত বড় লম্বা সময় পর্য্যন্ত বাঁচিতে পাওয়ায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছি। উক্ত আয়াত বিদ্যমান থাকিতে যদি কেহ হজরত মসিহ্ মউদকে (আঃ) না মানে, তবে এমন নামধারী মোছলমানের উক্ত আয়েতটী কোরাআনে অবিশ্বাসী লোকদিগের সামনে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিবার কোন অধিকার নাই। কেন না বিরুদ্ধবাদিগণ বলিতে পারে যে যখন মির্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) আপন দাবীর পর তেইশ বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও অবিশ্বাস কর, তবে মোহাম্মদের (আঃ) আপন দাবীর পর তেইশ বৎসর বাঁচিয়া থাকা ব্যাপারটাকে তাঁহার সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ উপস্থিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে ?

দাঃ আঃ। এখন আমি আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে চাই না। যদি আমার স্থবিধা হয় তবে একবার কাদীয়ান গিয়া তথায় দুই তিন মাস থাকিব। অঃ সঃ

আহমদীয়ত।

(৪)

[আবদুল লতিফ—অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।]

বন্ধুগণ, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই এই দাবী যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ তাআলার সহিত বন্ধুত্ব রাখেন, কিন্তু ইহাই প্রমাণ-সাপেক্ষ যে আল্লাহ তাআলা তাহাদিকে ভালবাসেন কি না। আল্লাহ তাআলার ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে আল্লাহ তাআলা আপন প্রিয় দাসদের অন্তঃকরণ হইতে সেই আবরণ দূরীভূত করেন, যাহার বিদ্যমানতা হেতু মানুষ স্থিরনিশ্চয়তার সহিত আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না এবং এক ঘোর সন্দেহপূর্ণ, অপরিস্কার ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। এমন কি অনেক সময় পরীক্ষার স্থলে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে অস্বীকারও করিয়া থাকে। এই আবরণ দূরীভূত করা ঐশীবাণীর আলোক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নহে। অতএব মানুষ প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের সাগরে তখনই ডুব মারিতে পারে যখন আল্লাহ তাআলা তাহাকে নিজ অস্তিত্বের সুসংবাদ জ্ঞাপনার্থ আপন প্রেমপূর্ণ সুমধুর বাণীতে সম্বোধন করেন। তখন মানুষের জ্ঞান কেবল নিজ কল্পিত দার্শনিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক প্রমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আল্লাহ তাআলার সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা লাভ হয় যেন সে আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাস্তবিক আল্লাহ তাআলার উপর মানুষের পূর্ণ বিশ্বাস তখনই হইয়া থাকে, যখন মানুষকে আল্লাহ-তাআলা আপন অস্তিত্বের সুসংবাদ নিজেই দিয়া থাকেন। আল্লাহ তাআলার ভালবাসার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে আল্লাহ তাআলা আপন দাসদিগকে কেবল নিজের অস্তিত্বের সংবাদই দিয়া থাকেন এরূপ নহে বরং নিজের অসীম করুণা ও অনন্ত দানের চিহ্ন সমূহ বিশেষভাবে তাহাদের প্রতি প্রকাশ করেন। তিনি তাহাদের সেই সমুদয় প্রার্থনাও মঞ্জুর করেন যাহা মানুষের নিকট আশার অতীত ও অসম্ভব মনে হয়। তিনি নিজের বাক্যের দ্বারা তাহাদিগকে এই মঞ্জুরি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অবগত করান যেন তাহাদের চিত্ত পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা বিশ্বাস করেন যে বাস্তবিক আল্লাহ তাআলা সর্ব্বশক্তিমান, তিনি মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, এবং বিপদহইতে মানবকে রক্ষা করেন। এইরূপে তাহারা মুক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন এবং আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। জাগ্রৎ এবং সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সাধারণ লোকদিগকেও তিনি কখন কখন সত্য স্বপ্ন বা কাশফ দেখান, কিন্তু আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে পৃথক ব্যাপার। ইহা ঐশীবাণীর (মোকালামা ও মোকাশাফার) ভিতর দিয়া আল্লাহ তাআলারই প্রকাশ, যাহা তিনি নিজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ দাসগণকে দর্শাইয়া থাকেন। যখন আল্লাহ তাআলার কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ দাস প্রার্থনা করে, তখন তিনি আপন প্রভুত্বের অপূর্ব্ব শক্তিসহ তাহার প্রতি প্রকাশ পান। আপন রুহ (বাণী) তাহার উপর অবতীর্ণ করেন এবং প্রেমপূর্ণ ভাষায় প্রার্থনার মঞ্জুরি সংবাদ প্রদান করেন। যাঁহার সহিত এই প্রকারের বাক্যালাপ প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পায় তাঁহাকে এস্‌লামীয় পরিভাষায় নবি বা মুহাদ্দেস বলা হয়। সত্যধর্ম্মের ইহাই প্রকৃত লক্ষণ যে সেই ধর্ম্মের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া এমন মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হন যাঁহারা জিল্লি নবি বা মুহাদ্দেসের পদ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন, যাহাদের সহিত আল্লাহ তাআলা ওহিও মোকাশাফার দ্বারা বা ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) প্রেরণ করিয়া বাক্যালাপ করেন। ইসলামের সত্যতার ইহাও একটি লক্ষণ যে ইহাতে ক্রমাগত এইরূপ সংস্কারক বা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে, যাহারা আল্লাহ তাআলার সহিত বাক্যালাপের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। পবিত্র কোরান শরিফে আল্লাহ তাআলা বলেন—

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
الملئكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم
توعدون -

নিশ্চয়ই যাঁহারা বলেন যে আমাদের প্রভু একমাত্র

আল্লাহ তাআলা, স্বর্গীয় দূতগণ অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দেন যে তোমরা (এই বিপদে) ভয় করিও না বা দুঃখিত হইও না এবং সেই স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হও যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করা হইত। অর্থাৎ পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত মহাপুরুষগণ কোন সঙ্কটে বা বিপদে পড়িলে মোকাশাফা বা আধ্যাত্মিক প্রকাশের অবস্থায় আল্লাহ তাআলার দূতগণের দর্শন পান যাহারা তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সুসংবাদ প্রদান করেন ও সান্ত্বনা দেন। ইহা হইতে তাহাদের আত্মা স্বর্গীয় শান্তি উপলব্ধি করে। অতএব ইহাই সত্য এবং জীবন্ত ধর্মের লক্ষণ যে সেই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই ঐশীবাণী (ওহি বা মোকালামা), আধ্যাত্মিক প্রকাশ (মোকাশাফা), সত্য স্বপ্ন (رؤيا صادقة), ফেরেশতার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন মোকাশাফা বা সত্য স্বপ্নে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। এখন যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ঐশীবাণী বা বাণীর অধিকারী বলিয়া দাবী করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির চরিত্র বিচার করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। পবিত্র কোরান শরিফ আল্লাহ তাআলা বলেন,—

قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله - افلا تعقلون - فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته - انه لا يفلح المجرمون -

বল, হে মহম্মদ (দঃ), যদি আল্লাহ তাআলা অন্যরূপ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমি ইহা (ঐশীবাণী) তোমাদিগকে পড়িয়া শুনাইতাম না এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে ইহা জানাইতেন না। আমি তোমাদের মধ্যে ইতঃপূর্বে এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি (এবং তোমরা আমার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত আছ)। কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না? আর কে অধিক অবিচারক সেই ব্যক্তি হইতে যে আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে মিথ্যা মনগড়া কথা বলে কিম্বা তাঁহার সত্য চিহ্নগুলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই অবিচারকগণ (সত্যের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদনকারিগণ) কৃতকার্য্য হয় না। সুতরাং কোন সচ্চরিত্র বা সত্যবাদী ব্যক্তি যদি প্রত্যাদেশবাণীর অধিকারী বলিয়া দাবী করেন তাহা হইলে তাঁহার দাবীকে তুচ্ছ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে দাবী আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করেন, সেই বাণীর মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অসীম গুণাবলীর পরিচয় লক্ষিত হয় কি না এ সম্বন্ধেও বিশেষ চিন্তা করা কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন ইহাও দেখা উচিত যে তাঁহার প্রত্যাদেশবাণীতে এরূপ ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় কি না যাহা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষমতাধীন নহে। যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে তদ্রূপ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার নিয়মানুযায়ী পূর্ণ হইতে দেখা যায় কি না নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, যদি ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের অনেকটাই পূর্ণ হইতে দেখা যায় তবে বলিতে হইবে যে বাণীর দাবীকারক কার্য্যকর্তারই প্রেরিত পুরুষ এবং তিনি সত্যবাদী। পবিত্র কোরআন শরিফে আল্লাহ তাআলা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির হজরত মুসা (আঃ) সম্বন্ধীয় উক্তিকে নিজ ভাষায় এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

ان يك كاذبا فعليه كذبه و ان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم -

যদি তিনি (মুসা) মিথ্যাবাদী হন, তাহা হইলে তাঁহার মিথ্যা তাহারই অমঙ্গল ঘটাইবে, আর যদি তিনি সত্যবাদী হন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যে সমুদয় অমঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন সেগুলির কতকটা তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

ঐশীবাণী প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ এই যে তিনি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার দাস হইয়া পড়েন এবং শয়তানের কোন অংশই তাঁহার মধ্যে থাকে না। কারণ যেস্থলে মৃতদেহ থাকিবে কুকুরগুলিও নিশ্চয় তথায় একত্র হইবে। এইজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,—

هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم -

কি তোমাদিগকে জানাইব কাহার উপর শয়তানগণ অবতরণ করে? প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর উপর অবতরণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তির মধ্যে শয়তানের কিঞ্চিন্মাত্রও অংশ থাকে না, তিনি সাংসারিক জীবন হইতে এত অধিক দূরে যাইয়া পড়েন, যেন তাহার সংসার সম্বন্ধে মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং তিনি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ দাস হইয়া পড়িয়াছেন, আল্লাহ তাআলার দিকে উপস্থিত হইয়াছেন এবং শয়তানের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। পবিত্র কোরান শরিফে আল্লাহ তাআলা বলেন,—

ان عبادي ليس لك عليهم سلطان -

নিশ্চয়ই আমার দাসবৃন্দের উপর হে শয়তান, তোর কোন শক্তি চলে না। যে কেহ শয়তানের এবং শয়তানী অভ্যাস নিজের মধ্যে রাখে তাহারই দিকে শয়তান দৌড়ায়। আল্লাহ তাআলার বাণী

এক বিশেষ আশীর্ব্বাদ, মর্য্যাদা এবং তৃপ্তি নিজের মধ্যে ধারণ করে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা শ্রবণকারী, বিজ্ঞ এবং দয়ালু, তিনি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং সাধু দাসগণকে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়া থাকেন এই প্রশ্ন ও উত্তরের শৃঙ্খলা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অধিষ্ঠান করিতে পারে। যখন তাঁহার দাস নম্রতা-সহকারে এবং ভক্তি-প্লুত হৃদয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে, তখন অল্প সময়ের পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার উপর এক প্রকারের তন্দ্রা অবতরণ করে। সেই তন্দ্রার আবরণের অবস্থায়ই সে স্বর্গীয় উত্তর প্রাপ্ত হয়। তৎপরে যদি সে অন্য কোন প্রশ্ন উপস্থিত করে তাহা হইলে অবিলম্বে তাহার উপর অন্য এক সমাধির অবস্থা অবতরণ করে এবং সেই সমাধিস্থ অবস্থায়ই ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা এত অধিক দাতা, দয়ালু এবং ধৈর্য্যশীল যে সহস্রবারও যদি তাঁহার কোন দাস তাঁহাকে প্রশ্ন করে তত্রাচ সে উত্তর হইতে বঞ্চিত হয় না, কিন্তু যেহেতুক আল্লাহ তাআলা স্বাধীন, জ্ঞানী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সেই জন্য কোন কোন প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে দান করেন যাহা প্রশ্ন-কারী তখন তখনই বুঝিতে পারে না। যদি কেহ বলে, যে কেমন করিয়া বুঝা যাইতে পারে যে এই সমুদয় উত্তর আল্লাহ তাআলার দিক হইতে অবতরণ করে, শয়তানের দিক হইতে আসে না, তবে তাহার জানা উচিত যে শয়তান এক প্রকার বাকশক্তিহীন। তাহার কথায় লালিত্য এবং দৃঢ়তা নাই। সে বোবার ন্যায় সুপক্ক এবং অধিক পরিমাণে কথা বলিতে পারে না। কেবল দুর্গন্ধময় নিয়মানুসারে দুই একটী কথা মনে ঢুকাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকে সে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই এরূপ শক্তি পায় নাই যে সে সুমিষ্ট ও সুপক্ক শক্তিশালী কথা বলে কিম্বা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রশ্ন ও উত্তরের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারে। আর সে এক প্রকার বধিরও বটে। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, আর সে অপারগও আছে, নিজ বাণীতে কোন শক্তি বা উচ্চ দরের ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎবাণীর দৃষ্টান্ত দর্শাইতে পারে না এবং তাহার গলার স্বরও স্পষ্ট নহে, জাঁকজমকের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিতে পারে না, কাপুরুষদের ন্যায় তাহার স্বরও দুর্ব্বল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বোবা, বধির এবং অপারগ নহেন, তিনি শ্রবণ করেন এবং অনবরত উত্তর দেন, তাঁহার কথায় জাঁকজমক, গাম্ভীর্য্য এবং উচ্চ স্বর থাকে, তাঁহার বাক্য হৃদয়গ্রাহী এবং সুমিষ্ট। কিন্তু শয়তানের বাক্য স্ত্রীলোকদের স্বরের ন্যায় ক্ষীণস্বর প্রযুক্ত এবং অস্পষ্ট। তাহাতে কোন প্রকার মর্য্যাদা বা উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায় না। এক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কথার লহর জারি রাখিতে পারে না বরং অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহার কথায় দুর্ব্বলতা ও দুঃসাহস প্রকাশ পায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার বাক্য ক্লান্তি প্রকাশ করে না বরং প্রত্যেক বিষয়ের শক্তি তন্মধ্যে নিহিত থাকে এবং শক্তিশালী প্রতিজ্ঞা সমূহ প্রকাশ করে। সেগুলি হইতে আল্লাহ তাআলার প্রতাপ, মাহাত্ম্য, শক্তি এবং পবিত্রতার সুগন্ধ অনুভব করা যায়, আল্লাহ তাআলার বাক্য এক প্রবল এবং দৃঢ় নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, সুতীক্ষ্ণ লৌহফলকের ন্যায় হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, হৃদয়ের মধ্যে এক পবিত্র শান্তি উদয় করে এবং হৃদয়কে আকর্ষণ করে। আর যাহার উপর অবতরণ করে তাহাকে এক অসাধারণ যোদ্ধার ন্যায় গড়িয়া তুলে, যদি তাহাকে তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয়, কিম্বা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া রাখা হয় কিম্বা পৃথিবীতে যত প্রকারে কষ্ট ও যাতনা দেওয়া সম্ভব তৎসহ তাহাকে উৎপীড়ন করা হয়, কিম্বা জ্বলন্ত অগ্নিতে তাহাকে নিক্ষেপ করা যায় তত্রাচ সে কখনই বলিবে না যে ইহা আল্লাহ তাআলার বাক্য নহে যাহা আমার উপর অবতরণ করে। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজ সৌন্দর্য্যের আশক্তি তাহার হৃদয়ে ঢুকাইয়া দেন এবং ধন, প্রাণ, সম্মান তাহার নিকট এত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় যেন একগাছি তৃণ, সে কখনই আল্লাহ তাআলাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না যদিও সমুদয় পৃথিবী তাহাকে পদদলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে এবং সে স্বাবলম্বন, ভরসা, সাহস এবং দৃঢ়তায় অসাধারণ হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের বাণীপ্রাপ্তগণ কিম্বা মণ্ডকলী ফকিরগণ এরূপ অসাধারণ সাহস ও শক্তিপ্রাপ্ত হয় না কারণ শয়তান কিম্বা মণ্ডকলগণ নিজেরাই এরূপ সাহসী ও শক্তিশালী নহে।

শয়তানী স্বপ্ন বা এলহামে কখন কখন ভবিষ্যৎ সংবাদ

থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ-সংবাদ তিনটি লক্ষণ নিজের মধ্যে ধারণ করে। প্রথম লক্ষণটী এই যে সেই ভবিষ্যৎ সংবাদ কোন শক্তিশালী ব্যাপার সম্বন্ধীয় সংবাদ হয় না যেমন নিম্নলিখিত ঐশীবাণীতে অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়'—"পৃথিবীতে একজন সাবধানকারী (নবী) আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাহাকে গ্রহণ করাইবেন এবং প্রবল শক্তিশালী চিহ্নসমূহের দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন" এই প্রকারের ভবিষ্যৎ-সংবাদ শয়তান বা তাহার মণ্ডকলগণ দিতে পারে না, তবে নিম্নলিখিত প্রকারের অসত্য ও আনুমানিক ও ভ্রমপূর্ণ সংবাদ প্রদান করা শয়তান বা তাহার মণ্ডকুলগণের পক্ষে খুব সহজ ;—(১) "১৩৩৫ হিজরীর প্রথম কয়েক মাস পর হইতে কাদিয়ানী মজহাবের উন্নতি শেষ হইয়া অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, আল্লাহ তাআলা জানেন এই অবনতি কতদূর যায়।" (২) "ঈসা নামক মণ্ডলী ফকির ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাভাষী লোক। তিনি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত আফগানিস্থানের নিকটবাসী। নির্দ্দিষ্ট কোন্ জিলার লোক তাহা অবগত নহি।" (৩) "ঈসা মরিয়া গিয়াছেন ও তাহার রূহ (আত্মা) তোমার অন্তরে প্রবেশ ও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তুমিই ঈসা।" এক ব্যক্তি মরিয়া গেলে পর তাহার রূহ (আত্মা) অন্য ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ ও জন্মগ্রহণ করার মত ইসলামের শিক্ষানুযায়ী অসত্য সুতরাং যে মুসলমান পীর বা ফকীর এরূপ মত পোষণ করে সে শয়তানেরই চেলা (শিষ্য)। দ্বিতীয় লক্ষণটী এই যে শয়তানী স্বপ্ন বা এলহাম কৃপণতা প্রকাশ করে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ভবিষ্যৎ সংবাদ থাকে না এবং শয়তানী এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐশীবানী প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে মোকাবালাতে জয়ী হইতে পারে না। কারণ ঐশীবাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোকাবালাতে তাহার ভবিষ্যতে সংবাদ এত সামান্য যেমন এক সমুদ্রের সম্মুখে একবিন্দু জল। তৃতীয় লক্ষণটী এই যে শয়তানী স্বপ্ন বা এলহামে মিথ্যার ভাগ বেশী থাকে, কিন্তু রহমানী স্বপ্ন বা এলহামে সত্যের ভাগ বেশী থাকে অর্থাৎ যদি সমুদয় এলহাম বা বাণীগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা হইলে রহমানী এলহামে সত্যের প্রাধান্য থাকিবে এবং শয়তানী এলহামে অসত্যের প্রাধান্য থাকিবে। এস্থলে 'সমুদয়' শব্দ রহমানি এলহাম বা স্বপ্ন সমূহের প্রতি এজন্য প্রয়োগ করা হইল যে কোন কোন রহমানি স্বপ্ন বা এলহাম মুতাশাবেহাতের (متشابهات) বা অস্পষ্ট এলহাম বা স্বপ্ন সমূহের ধরণে প্রকাশ পাইয়া থাকে অথবা কোন কোন রহমানি স্বপ্ন বা এলহাম সম্বন্ধে এজতেহাদি (اجتهادي) রকমের ভুল প্রকাশ পায় এবং অজ্ঞান মূর্খেরা যাহাদের এরূপ ধারণা যে "পয়গম্বরগণ" অহী ও এলহাম বুঝিতে কখনও ভুল করেন না" এরূপ সত্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে অসত্য বলিয়া মনে করে এবং এই প্রকারের অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় পরীক্ষার্থ হইয়া থাকে। আর কোন কোন সত্য ভবিষ্যদ্বাণী পুরুস্কারের (وعد) পরিবর্ত্তে ভয় দেখাইয়া সাবধান করার উদ্দেশ্যেও (وعيد) হইয়া থাকে। এরূপ ভবিষ্যৎ-বাণী আপন গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে তাহাতে উল্লিখিত শাস্তি প্রকাশ পায় না। যেমন হজরত ইউনুছ পয়গম্বরের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত স্বর্গীয় শাস্তি তাহার লোকদের প্রতি তাহাদের ভয় পাইবার ও কাঁদা-কাটি করিবার দরূণ প্রকাশ পায় নাই। প্রার্থনা এবং কাঁদা-কাটি করিলেও হঠকারিতা পরিত্যাগ করিলে যে প্রতিজ্ঞাত শাস্তি ক্ষান্ত থাকে ইহার দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরানশরিফে এরূপ বর্ণিত আছে ;—

ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك
بما عهد عندك انا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب
اذا هم ينكثون -

যখন হজরত মুসা (আঃ) লোকদের উপর শাস্তি অব-তরণ করিলেন তখন তাহারা হজরত মুসাকে (আঃ) সম্বোধন করিয়া বলিল, হে মুসা! তুমি তোমার প্রভুকে আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার সহিত যাহা চুক্তি করিয়াছেন তদনুসারে ডাক, নিশ্চয় হেদায়েত পাইব, কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা প্রতিজ্ঞাত শাস্তি সরাইয়া নিলেন তখন তাহারা নিজ প্রতিজ্ঞার উপর স্থির থাকিল না।

(ক্রমশঃ)

ইছলামে গৃহবিবাদের প্রারম্ভ।*

হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবিতকালই ইছলামের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত স্বর্ণযুগ। মনে পড়ে সেই দিন, যে দিন তিনি আল্লাহ তালার প্রত্যাদেশক্রমে কোরেশবংশের সমক্ষে সত্যধর্ম্ম ইছলামের প্রচারকরূপে আপনাকে ঘোষণা করতঃ সমুদয় জগদ্বাসীকে এই সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। তার পর ২৩ বৎসর-ব্যাপী কি ভীষণ অক্লান্ত প্রাণপণ চেষ্টা ও জীবনমরণ অধ্যবসায়, যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরে তাঁহার দেবচরিত্রের প্রভাব মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং এমন এক শক্তিশালী সমাজ গঠিত হইয়াছিল যাহার ভিতর ও বাহির একেবারে ইছলামময় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু হায় হজরতের তিরোধানের ১৫ বৎসরের মধ্যেই ইছলামের অমল ধবল সৌধপ্রাচীরে আত্মকলহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে সাম্প্রদায়িক হিংসারূপ বটবৃক্ষ সকল উত্থিত হইয়া সৌধগাত্রে বহুসংখ্যক শিকড় প্রেরণ করতঃ ইহাকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

এই গৃহবিবাদের সূচনা কিরূপে হয় তাহা আজও নিঃসন্দেহরূপে নিরূপিত হয় নাই। এই সময়কার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এতই জটিল এবং ঐতিহাসিক-গণের বিভিন্ন মতাবলী এমনি পরস্পর বিরোধী যে তাহাদের ভিতর হইতে সত্য উদ্ধার করা এক উৎকট সমস্যা। ইছলামের শত্রুগণ বলিয়া থাকেন যে ইছলামের ইতিহাসের এই অধ্যায়টী তাহার গাত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। ইছলামের মিত্রগণ কিরূপে এই অপবাদ প্রক্ষালিত করিবেন স্থির করিতে পারেন না। যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারেন নাই।

আমি এই বিষয়টীর প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। এতদ্বিষয়ে যত ইতিহাস প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের হস্তগত হইয়াছে সব পাঠ করিয়াছি। এইরূপ বিশ্বাস বর্ত্তমানকালে বহুলোকের অবিদিত। পরম কারুণিক খোদাতালার অপার অনুগ্রহে এতকাল যে সত্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাই আমার স্বধর্ম্মীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞাত বলিয়া এই কালটীকে ভ্রূকুটীকুটিল চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ বিদেশী ও বিধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক চিত্রিত এই কালের ছবি অবলোকন করিয়া ইছলামের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছেন ও ইছলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ইছলামের অতীত ইতিহাস যাহাদের নিকট এমন বিভী-ষিকাময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাঁহারা যে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাহীন হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ ভ্রান্তিধারণার একমাত্র কারণ ইছলামের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহাদেরই নিজ অজ্ঞতা। তাহারা অবগত নহেন যে ইছলামের বিগত ইতিহাস কিরূপ গৌরবমণ্ডিত এবং ইহাতে লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। হজরত রছুলে করিমের সহচরগণ তাহার নিত্য সহবাসজনিত অমৃতময় ফলস্বরূপ যে বিশাল উদার স্বভাব ও অটল উন্নত-চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহা জগতে অতুলনীয়। তাহারা সেই বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ চরিত্রবলে রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের সর্ব্বগ্রাসী আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। হজরতের পদতল ছিল তাহাদের শয্যা তাহার দক্ষিণ হস্ত তাহাদের নির্ভর, তাহার অমৃতময় বাক্যসুধা ছিল তাঁহাদের অন্ন-পান আর তাহাদের কর্ম্ম ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম্ আল্লাহ তালার তৌহিদ প্রচার করা। এহেন শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তস্বভাব কর্ম্মীগণ উত্তরকালে স্বার্থপরতার মোহে ইছলামে আত্মকলহের সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন ভাবিতেও ধমনীতে রক্তস্রোত নিশ্চল হইয়া পড়ে।

---

* আহমদীয়া সমাজের নেতা হজরত মির্জা মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মছিহ কর্ত্তৃক লাহোর ইছলামিয়া কলেজের Martin Historical Societyতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলম্বনে।

দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন ও গভেষণার ফলে আল্লাহতালা আমাকে যে সত্যের আলোক দেখাইয়াছেন তাহা আমার স্বধর্মীদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

ইছলামের সর্ব্বপ্রথম ত্যাগীদ্বয়—আপনারা সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমি হজরত ওছমান ও হজরত আলীর (রাঃ) খেলাফত সম্বন্ধে আলোচণা করিব। এই দুই জন ইছলামে সর্ব্বপ্রথম আত্মোৎসর্গকারীগণের অন্যতম ইঁহাদের সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া এক প্রকার ইছলামেরই প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়ার মত। উভয়ের দ্বারা ইছলামের যে খেদমত হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রত্যুত তাহাদের ফেরেস্তা চরিত্রে কোনরূপ দোষারোপ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, কারণ প্রকৃত ইতিহাস এই বাক্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

তৃতীয় খলিফার সময় গৃহবিবাদের কারণ কি?—ইছলামের ইতিহাস অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে মোছলমানদের মধ্যে মতভেদ সর্ব্বপ্রথমে হজরত ওছমান (রাঃ) তৃতীয় খলিফার সময় বিশিষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার পূর্ব্বতন খলিফা হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরের (রাঃ) সময় মতভেদ ছিল কিন্তু তাহা এরূপভাবে কখনও মাথা তোলে নাই। তাহাদের সময়ে বিশ্বাসীগণের বাহিরের একতা এত মজবুত ছিল যে শত্রুগণ কল্পনা করিতে পারে নাই যে ইঁহাদের মধ্যে কোনও মতভেদ থাকিতে পারে। এই কারণে সাধারণে এই ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে হজরত ওছমান (রাঃ) দুর্ব্বল স্বভাব ছিলেন বলিয়াই তাঁহার সময়ে কলহের আগুণ জ্বলিয়া উঠে। এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রকৃত ঘটনা যে কি ছিল তাহাই আমি বর্ণনা করিব।

হজরত ওছমানের পূর্ব্ব জীবনী—খালিফা হজরত ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর ছাহাবাগণের দৃষ্টি হজরত ওছমানের (রাঃ) উপর নিপতিত হয়। প্রধান প্রধান ছাহাবাগণ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকেই খালিফা মনোনীত করিলেন। তিনি হজরত রছুলে করিমের জামাতা। পর পর দুটী কন্যা হজরত তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। যখন ২য় কন্যাটী ও স্বর্গারোহণ করিলেন তখন হজরত এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমার যদি আর একটী কন্যা থাকিত তাহাকেও ওছমানের হস্তে সম্প্রদান করিতাম। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় হজরত তাঁহাকে কিরূপ স্নেহ ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তারপর মক্কাবাসীদের মধ্যে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা সেকালের তুলনায় বিশেষ সম্পত্তিপন্ন ছিল। মক্কাবাসী কাফেরগণ তাঁহার সহিত অতিশয় সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিত। হজরত রছুলে করিম ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। একদা হজরত মহম্মদ (দঃ) শায়িত অবস্থায় ছিলেন এমন সময় হজরত আবুবকর (রাঃ) আগমন করিলেন, তারপর, হজরত ওমর (রাঃ) আসিলেন তারপর যখন হজরত ওছমান (রাঃ) আগমন করিলেন তখন হজরত রছুলে করিম তাড়াতাড়ি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দুরস্ত করিয়া লইলেন। হজরত বলিয়াছিলেন যে ওছমানের স্বভাবে লজ্জার ভাব একটু বেশী, তাই আমি তাহার স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা দূর করিলাম। হজরত ওছমান (রাঃ) সত্যধর্ম্ম গ্রহণকারী মুষ্টিমেয় বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন যাঁহারা ইছলাম গ্রহণের পূর্ব্বে কখনও মদ্যস্পর্শ করেন নাই অথবা পরদার গমনে চরিত্র কলুষিত করেন নাই। এই দুটী প্রথা তৎকালে আরবদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, শিষ্ট ব্যবহার ও অপরাপর সদ্‌গুণাবলীর জন্য সকলেই তাঁহাকে গভীর সম্মানের চোখে দেখিতেন। হজরত ওমর (রাঃ) বলিতেন যে হজরত ওছমান (রাঃ) সেই ৬ জন ছাহাবার অন্যতম যাঁহারা হজরত রছুলে করিমের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার অখণ্ড প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। আবার তিনিই সেই দশজনের একজন যাঁহাদের সম্বন্ধে হজরত বেহেস্তের সু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

হজরত ওছমানের (রাঃ) খেলাফতের মছনদে উপবেশনের পর ৬ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিরোধ বিবাদের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় নাই তৎপর হঠাৎ অতর্কিত ভাবে এমন আগুণ জ্বলিয়া উঠিল যে শত চেষ্টাতে ও সে আগুণ নিভিল না। ইহার ফলে ইছলামের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। আজ পর্য্যন্ত ও মোছলমানগণ তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেছে।

বিবাদের সূচনা কোথা হইতে হইল? এক্ষণে প্রশ্ন

এই বিবাদ কোথা হইতে সমুদ্ভূত হইল? কেহ কেহ বলেন হজরত ওছমান (রাঃ) স্বয়ং বিবাদের মূলকারণ। তিনি সরিয়তের বিরুদ্ধে কয়েকটী কার্য্যকরার দরুণ জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, হজরত আলী (রাঃ) খেলাফতের লোভে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতে থাকেন এবং কৌশলে জনসাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার হত্যাসাধনে সহায়তা করেন। কিন্তু উভয় বর্ণনাই সম্পূর্ণ ভুল। হজরত ওছমান (রাঃ) কস্মিনকালেও কোন ইছলামবিরুদ্ধ কাজ করেন নাই। হজরত আলীও (রাঃ) কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই পবিত্রাত্মা সাধুপুরুষ ছিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) সম্বন্ধে হজরত রছুলে করিম ইহাও বলিয়াছিলেন; এই ব্যক্তি ইছলামের এত খেদমত করিয়াছেন যে অতঃপর তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম তাঁহার স্বভাবগত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে হজরত আলীর (রাঃ) মত আদর্শবীর ও আদর্শ সাধক যে খেলাফতের লোভে এমন ঘৃণিত কর্ম্ম করিবেন এরূপ ধারণা করাও মহাপাপ। আমি যতদূর চিন্তা করিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে বিবাদের মূল কারণ চারিটি।

বিবাদের চতুর্ব্বিধ কারণ। প্রথম কারণ—মানুষের মন স্বভাবতঃ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের অনুকূলে ধাবিত হয়। কেবল যাহারা আল্লাহ তা'লার কৃপা লাভ করতঃ আত্মাকে নির্ম্মল করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহারাই এই মোহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। হজরত মহম্মদের (দঃ) ছাহাবাগণের ক্রমিক পদোন্নতি ও শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া নবাগত মোছলেমগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। তাহাদের ইমান তখনও পরিপক্ক হয় নাই। ইঁহাদের মনে এই আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয় যে বৃদ্ধ ছাহাবাগণ শাসনকার্য্য হইতে সরিয়া পড়ুক, আমরা যুবকগণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিব। তাহা হইলে আমাদের কার্য্যদক্ষতা দেখাইবার অবসর পাইব। শাসনকার্য্যভার সম্পূর্ণ ছাহাবাগণের উপর অর্পিত ছিল। তাঁহারা ধনাগার হইতে বিশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইতেন যাহা সাধারণের অংশ হইতে অধিক ছিল। নবদীক্ষিতগণ এই কারণে ও হিংসানলে জ্বলিতে থাকে। তাহাদের শাসনকার্য্যে অধিকার লাভের ও তৎসঙ্গে যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ভিতরে ভিতরে প্রধূমিত হইতে থাকে।

বিবাদের দ্বিতীয় কারণ—ইছলামের প্রাথমিক শাসনপ্রণালী পার্থিব শাসনপ্রণালী হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল নবদীক্ষিত মোছলেমগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রে শাসনকর্ত্তাগণ সাধারণতঃ প্রজাগণের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শরিয়তের শাসন সম্পূর্ণ বিপরীত। রাষ্ট্রে প্রজাসাধারণের মতামত অনুসৃত হইয়া থাকে, কিন্তু শরিয়তের বিধান সাধারণের মুখাপেক্ষী নহে। শরিয়তের মূল বিধানগুলি সম্বন্ধে কাহারও মতামত চলে না, শুধু তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়। কেবল উক্ত বিধানগুলির প্রয়োগক্ষেত্রে মতভেদ উদয় হইতে পারে। শরিয়তের কাজ সাধারণের মতামত উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে শরিয়ৎ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা। আমরা এই কথাটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে খেলাফতে ইছলামিয়ার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিব।

খেলাফতে ইছলামিয়া একটি সুশৃঙ্খল ধর্ম্মশাসন। খেলাফতে ইছলামিয়ার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া এই সকল অপরিপক্ক ইমান নবাগত মোছলমানগণের মনে উপরোক্ত ভ্রান্তিধারণার উদয় হইয়াছিল। ইহা কোন পার্থিব রাষ্ট্রশাসন ছিল না এবং ছাহাবাগণও আমীর ওমরাহ ছিলেন না। ইহা একটি সুব্যবস্থিত ধর্ম্মশাসন ছিল, যাহা ছুরা নুরের প্রত্যাদেশ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ছাহাবাগণ এই ধর্ম্মশাসন কার্য্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের আদেশ মানিয়া চলা আধ্যাত্ম উন্নতির পথে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া আল্লাহতা'লা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছাহাবাগণ তাঁহাদের সাংসারিক সকল সুখ স্বচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া হজরতের অনুসরণ করেন। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র স্বজনবর্গ এমন কি প্রিয় জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া শুধু দারিদ্র্যকে অবলম্বন করিয়া তাহারা আল্লার পথে বাহির হইয়া পড়েন। যত অপমান, নিগ্রহ, অত্যাচার এমন কি নিজের জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে সঙ্কটাপন্ন করিয়া

হজরতের অমৃত সঙ্গ বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতাব্দীর তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত হজরতের শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইছলাম শিক্ষা করেন এবং তাহাদের বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সেই শিক্ষা আমল করিয়া দেখান। তাঁহারা সত্যই বুঝিয়াছিলেন, কিরূপে ইছলামের শিক্ষা আমল করিতে হয় এবং এই প্রকার আমল করিলে কি শ্রেয়ঃসাধন হয়। খেলাফত একটি পার্থিব বাদসাহী ছিল না এবং ছাহাবাগণও বাদসাহের ওমরাহ ছিলেন না। তাহারা সত্যধর্ম্ম ও শেষ নবী কর্ত্তৃক আনীত শরিয়তের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাহাদের উপর এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার অর্পণ করা হইয়াছিল যে তাহারা ইছলামের শিক্ষা স্বয়ং পালন করিয়া লোকশিক্ষার সহায়তা করিবেন এবং এই শিক্ষা দিকে দিকে প্রচার করিবেন। তাহারা সংসারের প্রতি পূর্ণ উদাসীন ছিলেন যদি সম্ভব হইত তাহারা সমুদয় সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া নিজ পর্ণকুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ দয়াময় আল্লাহ তালার অমৃতনাম জপ করিতে করিতে (জেকরে এলাহিতে) জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের গুরুভার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া সকল সুখশান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িতেন। তাঁহারা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আল্লাহ তালার ও তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু ও জীবনসুহৃদ হজরত রছুলে করিমের আদেশ কি প্রকারে অবহেলা করিতে পারেন? তাঁহারা যাহা করিতেন তাহাতে স্বকীয় স্বার্থ কিছুমাত্র জড়িত ছিল না। কেবল আল্লাহ ও রছুলের আজ্ঞা পালন তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। সুতরাং এইরূপ মহাজনগণের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করা ও তাঁহাদের কার্য্যে অভিসন্ধি আরোপ করা উপরোক্ত নবদীক্ষিত মোছলেমগণের নিদারুণ ভ্রম ছিল। ছাহাবাগণের উপর ধনাগার হইতে নির্দ্ধারিত বৃত্তি হজরত রছুলে করিমের (দঃ) আদেশানুযায়ী ধার্য্য করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় এই ব্যবস্থা অতি সামান্যই ছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তালার সুসংবাদ ছিল যে ছাহাবাগণ এক দিন ধনে মানে অগ্রণী হইবেন। খোদার রছুল এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হার অভিপ্রায়ে ছাহাবাগণের প্রাপ্য অপর সকলের প্রাপ্য হইতে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থা যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কিন্তু একথাও স্মরণ করিতে হইবে যে এই সকল ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ তাপসগণ যে বৃত্তি লাভ করিতেন তাহা কখনও নিজ আরামের জন্য ব্যয় করিতেন না। নিতান্ত যৎসামান্য অংশমাত্র নিজের আবশ্যকীয় অভাব মোচনের জন্য রাখিয়া বাকী সব দরিদ্রের সেবায় ও আর্ত্তের দুঃখ বিমোচনে নিয়োগ করিতেন। কেহ কেহ অর্দ্ধাশনে ও অনশনে পর্য্যন্ত দিনপাত করিতেন! ইঁহাদের অজস্র দান ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

ছাহাবাগণ বিবাদের মূল কারণ নহেন—প্রত্যুত ছাহাবাগণের বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কোনও প্রকৃত কারণ ছিল না। যাহা হউক ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ লোক তাঁহাদিগকে হিংসার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহারা মনে মনে এই সঙ্কল্প পোষণ করিতে লাগিল যে সুযোগ পাইলে ছাহাবাগণের হস্ত হইতে শাসন ও প্রতিপত্তি কাড়িয়া লইবে। এই সকল অর্ব্বাচীন অসহিষ্ণু লোকের এইরূপ মানসিক অবস্থা হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। ইছলামের আবির্ভাবের পর মানবাত্মার স্বাধীনতা এমনি বজ্রনিনাদে ঘোষিত হইয়াছিল যে ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে এরূপ আর কখনও শ্রুত হয় নাই। বড় বড় দার্শনিকগণও ইছলামের পূর্ব্বে সমগ্র মানবজাতির সাম্য, সমান অধিকার এবং আত্মার ও মনের পূর্ণ স্বাধীনতা এমন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন নাই অথবা কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেখান নাই। এই স্বাধীনতার বাণী যেমন জগতে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে তেমনি স্থানভেদে অযোগ্য পাত্রে ইহার যথেষ্ট কুফলও ফলিয়াছে। হজরত মহম্মদের (দঃ) সময়েও এরূপ মানসিক অবস্থার দুই একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একদা এক ব্যক্তি হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে আল্লার রছুল, আপনি ধর্ম্মভীরুতার সহিত বাক্য কহিবেন, এবার ধন বণ্টনকার্য্যে আপনি ন্যায়পরতা অবলম্বন করেন নাই। এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া হজরত কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন তৎপর বলিলেন, এই ব্যক্তির বংশ হইতে এমন একদল লোক বাহির হইবে

যাহারা বার বার কোরাণ পাঠ করিবে, কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠের নিম্নে যাইবে না। উহারা ধর্ম্ম হইতে এমনি সরিয়া পড়িবে, যেমন তীর তাহার নিশান হইতে দূরে সরিয়া পড়ে" ।* তৎপর খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ও এরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। একদা খলিফা দরবারে সমাসীন ছিলেন এমন সময়ে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বলিল "আপনি এই পরিধেয় বস্ত্র কিরূপে পাইলেন ?" একবার ভাবিয়া দেখুন যে খলিফা আপন সমগ্র শক্তি ইছলামের সেবায় ও ইছলামের সংরক্ষণে নিঃশেষ করিয়াছিলেন তাঁহার উপর ঈদৃশ অন্যায় অভিযোগ! ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তৎকালে অসন্তোষ অগ্নিকণার ন্যায় ভিতরে ভিতরে মিট্‌ মিট্‌ করিতেছিল তাহাই হজরত ওছমানের (রাঃ) খেলাফতের সময় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। হজরত ওছমানের সময় অসন্তোষের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে উহা শির উত্তোলন করিতে পারে নাই। হজরত ওছমানের (রাঃ) সময়ে তাহা অবসর বুঝিয়া আকাশে শীর্ষোত্তোলন করিল। তারপর হজরত আলীর সময় উহা দীর্ঘ মহীরুহরূপে দণ্ডায়মান হয়। হজরত আলী ইহাকে যে প্রচণ্ড আঘাত প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার মূলোচ্ছেদ না হইলেও ইহা অত্যন্ত শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণেই বিপ্লববাদীগণ ইছলামের ধ্বংসসাধনে সমর্থ হয় নাই। তবু তাহারা ইছলামের যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহার ফল আজও আমরা ভোগ করিতেছি।

الا مخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية * (بخاري كتاب المغازي)

খলিফার বাণী

বাংলার আহমদী ভ্রাতাগণ! আচ্ছালামো আলায়কুম।

ভ্রাতা চৌধুরী আবুল হাসেম খান গত দুই বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের আহমদী ভ্রাতাগণকে সম্বোধন করিয়া কর্ত্তব্যপালন এবং চরিত্র সংশোধন সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একখানি পত্র লিখিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। ভ্রাতার এই সদিচ্ছাটি পূর্ণ করিতে আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, নানা প্রকার ঘটনাবলীর এমনি সমাবেশ হইতে থাকে যে আমি বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে পারি নাই। করুণাময় আল্লাতালার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করার ক্ষমতা তিনি আজ আমাকে দিয়াছেন।

হে ভ্রাতাগণ, আমি বারংবার এই মত প্রকাশ করিয়াছি যে আহমদী মত প্রচারের জন্য বাংলা দেশ পৃথিবীর সেরা স্থান সমূহের মধ্যে অন্যতম উপযুক্ত স্থান। আল্লাতালা তোমাদের দেশের উপর এমনি কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন যে এই দেশের অধিবাসীগণ সরল ও সাদাসিদে এবং সত্যকে গ্রহণ করার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। পক্ষান্তরে এদেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জ্ঞান আহরণের একান্ত উপযোগী। যে জাতির মধ্যে এই দুটি জিনিষ পাওয়া যাইবে সেই জাতির উন্নতি সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই ভারতবর্ষে এছলামের প্রভাব পঞ্জাবের পরে বঙ্গদেশেই সর্ব্বাধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে তখন এই ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। কারণ অভিজ্ঞতার দ্বারাই সকল সংশয় কাটিয়া যায়।

সর্ব্বদা বাঙ্গালী জাতির প্রতি একটা প্রগাঢ় প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। যে কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে তাহা আমাকে পক্ষপাতশূন্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে (এবং এইরূপ হওয়াই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত)। তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে আমি বাংলার অধিবাসীগণকে অনেক দেশের লোক হইতে বেশী পছন্দ করি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলা দেশ হইতে ইছলাম ও আহ্‌মদীয়াতের অনেক উপকার সাধিত হইবে। হজরত রছুলে করিম ইয়মন হইতে যেমন সুগন্ধ অনুভব করিতেন, আমিও তেমনি সিন্ধু দেশ ও বাংলার দিক হইতে মনোহর গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। মানুষ তাহার ধারণার অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকে। আমি তোমাদের চেষ্টা ও উদ্যম আমার ধারণার অনুযায়ী দেখিতে বাসনা করি।

হে ভ্রাতাগণ, আল্লাতালা তোমাদের উপর গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। হেদায়েত পাওয়া তেমন শক্ত নহে; কিন্তু তাহাকে নিরাপদ রাখা ও কদর করা বড়ই কঠিন কাজ। নাক, কাণ, জিহ্বা প্রভৃতি মানুষকে চেষ্টা করিয়া আহরণ করিতে হয় না। এমন অন্ধ অনেক কম দেখিতে পাওয়া যায় যে জন্মাবধি দেখিতে পায় না। কিন্তু এমন অন্ধের সংখ্যাই বেশী, যাহারা চক্ষুর সদ্ব্যবহার করে না এবং চক্ষু থাকিতেও অন্ধের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বন্ধুগণ আল্লাতালা তোমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন ও সত্যকে গ্রহণ করিবার শক্তি দিয়াছেন। এই সত্যকে সাবধানে রক্ষা করিবে। অবহেলায় নষ্ট হইতে দিও না। মনে রাখিও হেদায়েত উপর হইতে আসিয়া থাকে। যদি তোমরা চক্ষু বুজিয়া না থাক তবে হেদায়েত পাওয়া তোমাদের পক্ষে বড় কঠিন নহে। হজরত আবুবকর (রাঃ) এমনি করিয়া সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমার গুরু হজরত নুরউদ্দীন (রাঃ) এমনি করিয়া সত্যকে দেখিতে পান। তাই তাঁহারা সত্যকে গ্রহণ করিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেন নাই। হজরত ওমর (রাঃ) যতদিন কোরআনের বাক্য শুনিতে পান নাই, ততদিন ইছলামের সহিত যুঝিয়াছেন; কিন্তু যে শুভ মুহূর্তে পবিত্র বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল অমনি তিনি ইছলাম গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ইছলাম গ্রহণ করা ও সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া একটা মস্ত কাজ নহে। ইহা কোন কর্মফলে অর্জ্জনীয় নহে বরং ইহা আল্লাতালারই বিশেষ দান। যদি আমরা আমাদের অন্তঃকরণের জানালা বন্ধ করিয়া না রাখি তবে হেদায়েত আপনিই অন্তরে প্রবেশ করিবে, যেমন সূর্য্যের আলো ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না রাখিলে আপনাআপনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু হেদায়েতের রক্ষণাবেক্ষণ কাহার দ্বারা? বিশ্বাসীগণের মধ্যে তা জমা হয় এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পরীক্ষা করা হয়। এই কার্য্য দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহার সমুচিত সদ্ব্যবহার করা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের জীবনকে তদনুযায়ী গঠিত করা। এই দুই কার্য্যেই আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহস, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও মানব-প্রেমের পরীক্ষা হইবে। যদি আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তবে বুঝিব আমরা কিছু করিয়াছি। তবেই আমরা খোদাতালার পুরস্কারের উপযুক্ত হইব, নতুবা নহে; যেহেতু সূর্য্যকে কেহ সূর্য্য বলিলে তদ্দ্বারা পুরস্কারের যোগ্য হয় না। হে ভ্রাতাগণ, নিজকে সাচ্চা পাক্কা মোমেনরূপে তৈয়ার কর এবং প্রকৃত আহ্‌মদী হও, যেন তোমার সঙ্গলাভ কারণ হয় এবং তোমার গৃহ এই পৃথিবীতেই স্বর্গে পরিণত হয়। তোমাদের মনকে আলস্য ও জড়তার ব্যাধি হইতে মুক্ত কর। কাপুরুষতা ও পরছিদ্রান্বেষণরূপ অগ্নিবের গ্রাস হইতে এই বক্ষটীকে বাঁচাইয়া রাখ। অজ্ঞতার অপমৃত্যু হইতে নিজকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। বিদ্যার সুমিষ্ট শীতল জল পান কর এবং ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে বলা হয় যে সম্পদ আহরণ কর। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই সেই ব্যক্তি পচা শবদেহের মত—তাহা দ্বারা কাহারও উপকার হয় না বরং বহু লোকের অনিষ্ট সাধিত হয়।

হে ভ্রাতাগণ, মিথ্যা কথা পরিত্যাগ কর, পরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না। কাহারও নিন্দা করিও না। কাহারও সহিত অবজ্ঞা সূচক বাক্য ব্যবহার করিও না। বৃথা বাক্যব্যয় হইতে চেষ্টা কর। পরের দোষ অন্বেষণ করার চেয়ে পরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। ঘৃণার পরিবর্ত্তে সম্মানের সহিত ভ্রাতাগণের নাম উচ্চারণ করিবে। এমন কি যে তোমার শত্রু তাহারও সম্মানের সহিত নাম উচ্চারণ করিবে। কারণ প্রেমের ছুরি যাহা কাটিতে পারে শত্রুতার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র তাহা কাটিতে পারে না, শুধু প্রেমের দ্বারাই শত্রুকে বিজয় করিতে পার, শত্রুতার দ্বারা কখনই নহে।

লোকের সহিত আদান প্রদানে নিষ্কাম থাকিবে। কাহারও গচ্ছিত ধন সম্পত্তি গ্রাস করিও না। দরিদ্রের সহায়তা, বিধবার দুঃখ-মোচন, রোগীর সেবা, দীন দুঃখীর পরিচর্য্যা তোমাদের জীবনের ব্রত হউক। তোমাদের জীবন-প্রণালী এত নির্দ্দোষ ও পবিত্র হউক যেন শত্রুও স্বীকার করে যে আহমদী মত গ্রহণ করিলে মানুষের মধ্যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহা পশুকেও মানুষের প্রকোষ্ঠে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা ইমান রক্ষা ও হেফাজতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহার অপর দিক হইতেছে ইমানের কদর করা। ইহার আবশ্যকতাও কম নহে। আল্লাতালা কোরাণ শরীফে ফরমাইয়াছেন * * * *

و اما بنعمة ربك فحدث

অর্থাৎ খোদাতালার নিকট হইতে যে নেয়ামত পাইয়াছ তাহা প্রকাশ কর ও তাহার সংবাদ চারিদিকে প্রচার কর। অন্যত্র বলিয়াছেন * * * * *

لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ।

অর্থাৎ যদি তোমরা আমার নেয়ামত সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আরও নেয়ামত দান করিব। কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে যে শুধু সেই সকল নেয়ামত কাড়িয়া লইব তাহা নহে, আমার ক্রোধাগ্নি তোমাদের উপর নিপতিত হইবে। সৎপথ প্রদর্শন আল্লার দান এবং অতি শ্রেষ্ঠ দান। এই দানের সদ্ব্যবহার কর এবং ইহার সদ্ব্যবহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—স্বর্গীয়বার্ত্তা সকলের নিকট বহন কর।

সম্ভবতঃ তোমরা আহমদী মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করিতেছ এবং স্বর্গীয় বার্ত্তা লোকের কাছে বহন করিতেছ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তোমরা যতটা করিতেছ তাহাতে কি কথা বলা যায় যে আল্লাতালার নেয়ামতের পক্ষ-পক্ষে কদর করা হইতেছে? তোমাদের দেশের অভাবের কথা মনে করিলে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর "না" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং একথা স্বীকার্য্য যে তোমরা আল্লাতালার নেয়ামতের যথোপযুক্ত কদর না সদ্ব্যবহার কর নাই। প্রিয় ভ্রাতাগণ আজ পনর বৎসরের অধিক কাল যাবৎ বাংলাদেশে আহমদী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এই দেশের ছয় কোটি অধিবাসীর মধ্যে আহমদীর সংখ্যা ২।৩ হাজারের অধিক হইবে না। আরও চিন্তার বিষয় এই যে আহমদী-গণের নিবাস, বিশেষ কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ। শত শত মাইল পরিমিত এমন জনপদ পড়িয়া আছে যেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পৌঁছে নাই। অথচ এই সকল স্থান প্রচারের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং কৃতকার্য্যের আশাও যথেষ্ট রহিয়াছে। যখন বাংলার এই অবস্থা তখন তোমরা কিরূপে নিজ মনকে সান্ত্বনা দিতে পার যে তোমরা আপনাপন কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছ? একদিকে দেখিতে পাই ভূমি বীজধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী, অপর দিকে দেখি বীজ কিছুই বপন হইতেছে না। তখন স্বীকার করিতে হইবে যে যথাযথ চেষ্টার নিতান্ত অভাব। এই অভাব মোচনের চেষ্টা যত ক্রততর হয় ততই মঙ্গল।

অতএব তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে তোমরা সম্মিলিত ভাবে বাংলার সর্ব্বত্র প্রচার কাজে লাগিয়া যাও। হাঁ তোমরা সংখ্যায় অতি অল্প আর তোমাদের সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে। কিন্তু মনে রাখিও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সত্য সমাজই প্রথমে অল্প সংখ্যক ও দুর্ব্বলতাপূর্ণ থাকে। তোমাদের চেয়েও দুর্ব্বল থাকে। তোমরা সংখ্যায় অল্পতার প্রতি দৃষ্টি করিও না। নিজ দুর্ব্বলতার দিকে চাহিও না। ইমান ও সততা তোমাদের প্রধান সম্বল। তৎপর মিলিতভাবে এক নিয়মাবদ্ধ সঙ্ঘাধীনে থাকিয়া তোমরা আত্মত্যাগ করিতে ও কাজ করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যে তোমরা সফলতা লাভ করিবে এবং দেশের অবস্থাতে অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে। যদি তোমরা এই প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে পার এবং সমাজের ভিতরের ও বাহিরের উন্নতি সাধনে এবং আহমদী মত প্রচারের প্রতি মনোযোগী হও তবে আমি এই প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে আমি সর্ব্বদা আল্লাতালার সমীপে তোমাদের সকল চেষ্টা ফলবতী করিবার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে থাকিব। খোদাতালা তোমাদিগকে তাঁহার অনুমোদিত পথে পরিচালিত করুন, তিনি তোমাদিগকে সাহস ও শক্তি দান করুন, যেন তোমরা সত্যকে

পৃথিবীতে প্রচার করিতে পার। তিনি তোমাদিগকে সত্যপথ দেখাইয়া দিন এবং তোমাদের বাক্যে ও লেখনীতে এবং মস্তিষ্কে তাঁহার মঙ্গল-প্রেরণা দান করুন। আমিন।

মির্জা মাহ্‌মুদ আহমদ (খলিফাতুল মসিহ্)

বালায়ে দামেস্ক (بلاء دمشق)

(ফরাসীর বর্ব্বরতা)

ধরিত্রীর রক্তপিপাসা এখনও মিটিল না। বিগত মহাযুদ্ধের শেষ ধূম্ররাশি এখনও গগনপ্রান্তে বিলীন হয় নাই, যুদ্ধনিরত জাতি সমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখনও যুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তদনুরূপ হয় নাই, তথাপি সমরানল দাও দাও করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে যে উহা যুদ্ধ নহে, সমানে সমানে শক্তি পরীক্ষা নহে, পক্ষান্তরে আধুনিক ও নবাবিষ্কৃত সমুদয় মারাত্মক যুদ্ধায়োজনে সজ্জিত এক শক্তিশালী রাজশক্তির স্বাধীনতাকামী আপন নিরস্ত্র প্রজাসাধারণকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা মাত্র। এই রাজশক্তি ফরাসী ও প্রজা, সিরিয়ার দরিদ্র ও নিরস্ত্র আরবজাতীয় মোছলমান। সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে যুদ্ধের অবসানে মেণ্ডেটস্ (Mandates) বা অভিভাবকত্ব মূলক দেশ নামক এক প্রকার নূতন দেশের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তত্তদ্দেশের অধিবাসীবর্গ দুর্ব্বল ও স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ায় কোন শক্তিশালী পাশ্চাত্যশক্তির অধীনে কয়েক বৎসর থাকিয়া শাসনপটু হইবে। এইরূপ যুক্তির বলেই ইরাক ও পালেষ্টাইন ইংরেজ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা সিরিয়া দেশ ফরাসির কবলিত। বলা বাহুল্য যে ইহা পশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের আত্ম-সম্প্রসারণের নবোদ্ভাবিত এক উপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইরাক, পালেষ্টাইন বা সিরিয়ার কেহই আপনাদের অভিভাবকদিগকে খুব সাদরে বরণ করিয়া লয় নাই। পক্ষান্তরে ইতিহাস ইহার বিপরীত কথারই সমর্থন করে। কয়েক মাস যাবৎ সিরিয়া দেশের পার্ব্বত্যাঞ্চলে দ্রুজ নামক এক জাতীয় লোক ফরাসীদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অত্যধিক করভারে পীড়িত নানাপ্রকার অত্যাচারে জর্জ্জরিত দামেস্কের আরবেরাও উহাতে যোগ দিয়াছিল। তাই ফরাসী নিযুক্ত সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা সেনাপতি সারাইল অনবরত সাতাশ ঘণ্টা ব্যাপী গোলা বর্ষণ করিয়া এছলামের অভ্যুদয় যুগে মোছলেম শিক্ষা সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রভূমি অসংখ্য নয়ন-মুগ্ধকর অট্টালিকা ও মছজিদ-মাজার পরিশোভিত মোছলেম সভ্যতার নানা স্মৃতি-বিজড়িত উম্মিয়া-বংশীয় খলিফাগণের লীলাভূমি ভূতলে অতুল, মর্ত্ত্যে অমরপুরী সদৃশ দামেস্ক নগরী ধ্বংস করিয়াছে। এই গোলাবর্ষণের ফলে ২৫ হাজার লোক জীবন্ত সমাধিস্থ হইয়াছে। নৃশংসতা এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। বার হাজার কয়েদী পলাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে গোলাবর্ষণে সংহার করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে চারি কোটী টাকার কম নহে। ইহাতে যে গভীর রাজনৈতিক বিশ্বাস-ঘাতকতা ও গূঢ় ধর্ম্মনৈতিক রহস্য নিহিত আছে তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ

দৌলত আহাম্মদ খাঁ বি, এ,

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

লণ্ডন-মছ্‌জিদ। জগতে মোছলমানের সংখ্যা চল্লিশ কোটী। কিন্তু চল্লিশ কোটী মোছলমান যে কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই মুষ্টিমেয় আহ্‌মদী সম্প্রদায় শুধু ইমানের বলে সেই কাজ করিতে পারিয়াছে। আহ্‌মদীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে বিগত বৎসর আমাদের নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ধর্ম্মসভার দ্বারা আহুত হইয়া লণ্ডন মহানগরীতে গমন করিয়াছিলেন। তখনই তিনি লণ্ডনের সাউথ ফিল্ডস্‌ নামক স্থানে আহ্‌মদীয়া মছজিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতেঃ উক্ত মছজিদের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে তথাকার ইমাম (আহমদী) আরবী ভাষায় আল্লাহতাআলার নিকট দোওয়া করিয়াছিলেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে হজরত ইব্‌রাহিম (আঃ) কাবা-নির্ম্মাণ সময়ে যে দোওয়া করিয়াছিলেন, সেই দোওয়াও তিনি করিয়াছিলেন। তৎপর ইমাম ছাহেব ও আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের উপস্থিত অন্যান্য সভ্যবৃন্দ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (আঃ) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ যে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে মাদনা নগরে সর্ব্বপ্রথম মছজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেইগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে আধ-ঘণ্টা যাবৎ স্বহস্তে ভূমিখনন করিয়াছিলেন। ধন্য আহ্‌মদীদের ইমানের তেজ।

পশ্চিম আফ্রিকায় এছ্‌লাম প্রচার।—পশ্চিম আফ্রিকায় স্বর্ণোপকূল হইতে আমাদের তথাকার প্রচারক মৌলবী হেকিম ফজলুর রহমান সাহেব সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে সেখানে সম্প্রতি ৭৭ (সাতাত্তর) জন লোক আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। নাইজীরিয়ায় প্রথম অর্থাৎ ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে অনেক মোছলমান ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খৃষ্টান প্রচারকবৃন্দ নানা উৎপাত করিয়া তথাকার অর্দ্ধসভ্য অশিক্ষিত মোছলমানদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছিল। আর কয়েক বৎসর আমাদের প্রচারক তথায় উপস্থিত না হইলে সেইখানে এছ্‌লামের নামগন্ধ থাকিত কি না সন্দেহ। তখন বিগত ১৯২১ খৃঃ অব্দে আমাদের লণ্ডনস্থ অন্যতম প্রচারক মৌলবী আবদুর রহিম নায়ার ছাহেব গমন করিয়া ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোককে এছলামধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই পৌত্তলিক ও এছলাম হইতে নানা কারণে ভ্রষ্টমোছলমান ছিল। আজকাল আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে সেইখানে খৃষ্টান প্রচারকগণ আহ্‌মদীদের সম্মুখীন হয় না। কেন না তাহারা জানে যে আহমদী প্রচারকদের সাম্‌নে খৃষ্টান ত্রিত্ববাদ মুহূর্ত্তকাল টীকিতে পারে না, সুতরাং তাহারা বুঝিয়াছে যে তাহাদের ধূর্ত্তামির দিন চলিয়া গিয়াছে।

উদারতা কোথায় গড়াইবে?—বিগত ৩০শে আশ্বিন শুক্রবারের মোহাম্মদীতে জোনাব মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী ছাহেব এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "তারপর সামাজিক মতের কথা, আমি মোছলমানগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে একতা সম্প্রীতির ঘোর পক্ষপাতী। আহলে কেব্‌লার মধ্যে কাহাকেও কাফের বলিয়া মনে করি না। এমন কি কোরাণের অনুবাদক গিরীশ বাবুকে কাফের মনে করি না, তিনি একেশ্বরবাদী এবং মোছলমানের সমস্ত পয়গম্বরকে তিনি ভক্তি করেন, পয়গম্বর বলিয়া মান্য করেন।" আমরা মৌলানা মোছুফের উক্তির প্রথমাংশের সঙ্গে একবাক্যে কণ্ঠ মিলাইতেছি। কেন না আমাদের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মসিহ মউদ ও মাহ্‌দীয়ে আখের-উজ্জমান নবি-উল্লাহ হজরত আহমদ (আঃ) কাদীয়ানীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্যই হইল বায়াত্তর সম্প্রদায়ে বিভক্ত মোছলমানদিগকে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক তিয়াত্তরতম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা। কিন্তু আমরা তাঁহার উক্তির শেষাংশের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কেন না আমাদের মতে কলেমা, নমাজ,

রোজা, হজ্জ জাকাত্ প্রভৃতি এছলামের সকল প্রকার অনুষ্ঠানের পালন ব্যতীত কেহ কেহ মোছলমান পদবাচ্য, হইতে পারেন না, যদিও তিনি একেশ্বরবাদী ও এছলামের সকল পয়গম্বরের প্রতি মৌখিক বিশ্বাস প্রকাশ করুন না কেন। তাই মৌলানা মোছুফকে জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা হয় যে তাঁহার উদারতা আর কতদূর গড়াইবে?

ন্যায় বিচার।—সকলেই অবগত আছেন যে শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার দরুণ গত বৎসর তিন জন নিরপরাধ ও রাজভক্ত দরিদ্র আহ্‌মদী প্রজাকে আফগান গবর্ণমেণ্ট প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যা করিয়াছিল। সহায় সম্বল হীন আহ্‌মদী সমাজ ধর্ম্ম ভ্রাতৃদের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণামে একটি তপ্তশ্বাস, একটি সহানুভূতিপূর্ণ "আহাশব্দ" প্রকাশ ব্যতিরেকে আর কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু যে নৃশংস বর্ব্বরতার প্রতি সমগ্র সভ্য জগত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে খোদার ও ন্যায় বিচারে আঘাত লাগিয়াছিল। তাই কুক্ষণে আফগান গবর্ণমেণ্ট ডেবিয়ো পিপারণো নামক একজন ইটালী দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারকে হত্যা করিল। আর সেই উপলক্ষে সাইনর নোয়ঞ্জীনীর চারিটা শর্ত্তরূপে খোদার অভিশাপ আফগান গবর্ণমেণ্টের উপর পতিত হইল। প্রথম শর্ত্ত এই ছিল যে কাবুলে সর্ব্বসাধারণ সভা করিয়া হত্যাব্যাপারের প্রতিবাদ করিবে, দ্বিতীয়তঃ, আফগানিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব একদল সৈন্য লইয়া কাবুলস্থ ইটালীয় দূতের আফিসে যাইবে ও তথায় ইটালীয় পতাকাকে সসৈন্যে সেলাম করিবে, তৃতীয়তঃ, পিপার্ণোর জীবনরক্ষার্থে যেটাকা আফগান গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা ফেরত দিতে হইবে, ও চতুর্থতঃ, আফগান গবর্ণমেণ্ট ইটালীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৭০০০ পাউণ্ড (১০৫০০০ টাকা) দিবে। বলা বাহুল্য যে দুর্ব্বলপীড়নে মজবুত হইলেও ইটালীর এই সমস্ত অন্যায় শর্ত্ত নৈতিক বলহীন আফগান গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ করিয়া চিরকালের জন্য কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাকেই বলে খোদার ন্যায় বিচার।

নিখিল বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আহ্‌মদীয়া সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুই দিবস পুরুষদের ও তৃতীয় দিবস মহিলাদের অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে হজরত খলিফাতুল মসিহের একটী বাণী (message) পঠিত হয় ও অধিবেশনে তাহার বাণী কার্য্যে পরিণত করার্থে দৃঢ় সঙ্কল্প করা হয়। কাদীয়ান হইতে মৌলবী গোলাম আহ্‌মদ ছাহেব, মৌলবী আবদুল গফুর ছাহেব এবং লণ্ডন ও বার্লিনের ভূতপূর্ব্ব আহ্‌মদী প্রচারক মৌলবী মোবারক আলী বি-এ, বি-টি, ছাহেব উক্ত অধিবেশনে যোগদান পূর্ব্বক উহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বগুড়া, ঢাকা, জলপাইগুড়ী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কলিকাতা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বাঁকুড়া, রংপুর প্রভৃতি জিলা হইতে আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসর অনেক নূতন লোক আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের সম্প্রদায়ের একটী বালক বালিকাও যাহাতে অশিক্ষিত না থাকে, সমিতির ইহাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বড় বড় কেন্দ্রে পাঠশালাও খোলা হইয়াছে। গোঁড়া মোছলমানদের কতকটা এই সম্প্রদায়ের অনুকূলে মনোভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। আহ্‌মদী ব্যতীত অনেক গয়ের আহ্‌মদী মোছলমান এবং হিন্দুও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস মহিলাসমিতিতে মহিলাগণ বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত বক্তাগণ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহিলাগণ তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিতে ও সম্প্রদায়ের কার্য্যে অধিক সাহায্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

অন্য স্থানে হজরত খলিফাতুল মসিহের বাণী প্রকাশিত হইল।

The following useful books can be had from the Manager, "Book Depot, Ta'lif-o-Isha'at," Qadian, District Gurudaspur, Punjab.

		Rs.	A.	P.
1.	**The Holy Quran, Part I** (English translation with exhaustive commentary)	2	0	0
2.	**The Teachings of Islam** by the Promised Messiah and Mahdi, philosophical exposition of the fundamental principles of Islam	1	12	0
3.	**Islamic Mode of Worship** (illustrated) by Hazrat Mirza Basheer Uddin Mahmud Ahmed, Khalifatul Masih	0	8	0
4.	**Ahmdiyat or the True Islam** by Do An exposition of original Islam as a world religion	3	8	0
5.	**A Present to the Amir of Afghanistan** by Do. Urdoo	2	0	0
	Persian	5	0	0
6.	**A Present to the Prince of Wales** by Do unbound	1	0	0
7.	**A Present to the Kings** An Epistle to H. E. H. the Nizam of Hyderabad by Do	0	8	0
8.	**The Ahmadiya Movement** by Do	1	8	0
9.	**The Truth about the Split** being a reply to a pamphlet entitled "The Split" by M. Muhammad Ali, M. A. of Lahore by Do	3	0	0
10.	**The Teachings of the Promised Messiah**, being selections from his own writings	1	0	0
11.	**Claims & Teachings of Ahmed** (P)	3	8	0
12.	**Ahmed, the Messenger of Latter Days** A brief account of the life of the Promised Messiah by Hazrat Mirza Basheer Uddin Mahmud Ahmed	2	0	0
13.	**A character Sketch of the Promised Messiah** by Hazrat Moulvi Abdul Karim	1	8	0
14.	**The Message of Peace,** a way to bring about peace in India. The last writing of the Promised Messiah (P)	0	2	0
15.	**Islam and other Faiths,** by Hazrat Mirza Bashir Uddin Mahmud Ahmad	0	6	0
16.	**Ahmad and his Teachings,** selections from the writings of the Promised Messiah (P)	1	8	0

THE REVIEW OF RELIGIONS.

The only magazine of its kind published from London every month dealing with important religious questions, offering a fair and impartial review of the prominent religions of the world and removing misunderstandings about Islam. Annual subscription Rs. 7-8; for sample copy write to the Manager, Review of Religions,

AHMADIA MOSQUE.
63, Melrose Road
Southfields, S. W. 18, London.
or
QADIAN.
Gurdaspur, The Punjab.

Regd No c 1356.

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী।

১। আহ্‌মদীর বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা মাত্র; ছাত্রদের জন্য এক টাকা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। তিন আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হইয়া থাকে। বৈশাখ হইতে বৎসর আরম্ভ।

২। আহ্‌মদী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।

৩। স্পষ্ট নাম ঠিকানা দিয়া মূল্যাদি ও যাবতীয় চিঠি পত্র ম্যানেজারের নিকট প্রেরিতব্য।

লেখকগণের প্রতি :—

১। সর্ব্বদা প্রবন্ধ সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। টিকেট দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

প্রবন্ধের সঙ্গে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি :—

১। পূর্ব্ব মাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য পরবর্ত্তী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে না দিলে, চলিত মাসে সে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় না।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। ছাপার সময় কোন বিজ্ঞাপন দাতার ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন।

৪। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণ "স্মলপাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে। হেডিং প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। আমাদের বিজ্ঞাপন পেজের সাইজ ৮×৬ ইঞ্চ।

বিজ্ঞাপনের হার :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা ২ কলম	... ...	১০৲ প্রতি মাসে
½ " বা ১ কলম	... ...	৫৲ "
¼ " বা ½ "	... ...	৩৲ "
⅛ " বা ¼ "	... ...	২৲ "

বিশেষ পৃষ্ঠার হার স্বতন্ত্র; পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

ম্যানেজার—আহ্‌মদী।

৬৯, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed by Z. A. Ludi at the Model Litho & Printing Works, 93, Baitakkhana Road, Calcutta, and published by G. S. Khadim, B.A., from 69, Raja Dinendra Street, CALCUTTA.

১ম বর্ষ   চৈত্র, ১৩৩২   শ সংখ্যা

THE AHMADI

আহমদী

সম্পাদক—গোলাম ছমদানী, বি. এ.

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ
করে নাই, কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন
এবং শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা
প্রতিষ্ঠিত করিবেন"

(এল্‌হাম, হজরত মসিহ মউদ আঃ)

কার্য্যালয়—

২৯এ ইসমাইল ষ্ট্রীট, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। ভিঃ পিঃতে দুই টাকা পাঁচ আনা।
প্রতি সংখ্যা ৶০ তিন আনা। তিন আনার টিকেট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

বিষয়-সূচী

আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই ; কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এলহাম, হজরত মসিহ মওঁদ।

১ম বর্ষ | চৈত্র ১৩৩২। | ১২শ সংখ্যা

সম্পাদকীয় উপহার

ঈমান—আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবার এবং এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিবার তিনটী উপায় আছে। খোদাতালা এই উপায় তিনটি ছুরা ফাতেহায় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ আল্লাতালা নিজকে সমুদয় গুণে ভূষিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এইরূপে নিজের সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। সৌন্দর্য্য মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে, ইহা একটা সাধারণ সত্য। চুম্বক লৌহের ন্যায় সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। এই শক্তি মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে। মুক্তার আভা, অঙ্গের সুঠাম গঠন, পোষাকের চাক্‌চিক্য—ফলে, ফুলে, লতায়, পাতায়, জড়পদার্থে, জীবজন্তুতে, যেখানেই থাকুক না কেন, সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয় টানিতে থাকে। সুতরাং আল্লাহতালা 'আল্‌হাম্‌দো লেল্লাহ' অর্থাৎ 'সমুদয় প্রশংসা আল্লার জন্য,' এই কথা বলিয়া স্বীয় খোদায়ী মানাইবার প্রথম উপায়স্বরূপ নিজ 'সৌন্দর্য্য' দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় উপায় "এহ্‌ছান" বা উপকার। মানুষ যেমন সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উপকারীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়। এই কারণে আল্লাহ্‌তালা 'রাব্বেল আলামীন, আর-রহমানুর-রহিম, মালেকে ইওমেদ্দিন' অর্থাৎ "সমুদয় জগতের সৃজন-পালনকারী, মূলধন ও পরিশ্রমের বিনিময় দাতা, শেষ ফলাফলের প্রভু" বলিয়া স্বীয় "এহ্‌ছানের" (উপকারীতা) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে সমুদয় লোকের অবস্থা এতই হীন যে তাহারা সৌন্দর্য্য বা উপকার উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাদের জন্য 'গায়রেল-মগজুব' কথা দ্বারা তৃতীয় উপায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। উন্নত শ্রেণীর লোকেরা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত লোকেরা প্রাপ্ত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হয়। যাহারা নিকৃষ্টতম শ্রেণীর লোক, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌-তালা স্বীয় শক্তি ও অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়াছেন। ইহুদীজাতিকে অভিশপ্ত বলা হয়। ভীষণ প্লেগ তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌তালা স্বয়া

কাজেকাজেই ঈহুদী জাতি। অপমান করিতে দিলেন। করিয়াছেন। অন্য ধর্ম্মের লোকেরা ভীষণ বর্ব্বরতা প্র-দেখাইয়াছেন। উদাসীন মানুষের উপর শয়তান এমন ভাবে চড়িয়া আছে যে, তাহারা শুধু শোনে, নিজে কিছুই করে না। আসল কথা এই, যাবৎ হিংসা ও প্রবৃত্তি পূজনবৃত্তি ধ্বংস না করা হয়, তাবৎ খোদার প্রতি ঈমান আনা বড়ই কঠিন।—সাচ্চা বাত।

শান্তি কোন্ পথে?—মতদ্বৈধতা চিরকালই আছে এবং ভবিষ্যতেও সেইমত থাকিবে। বস্তুতঃ, মতবিরোধ ব্যতীত গবেষণা অসম্ভব। ইহা আল্লার একটি আশীর্ব্বাদ। পণ্ডিতে পণ্ডিতে মত বিরোধ হয় বলিয়াই আমরা অবশেষে আলোচ্য বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাগুলিও অবগত হইতে পারি। কিন্তু উদারতার অভাবে মানুষ আল্লার এই আশীর্ব্বাদকে ঘোর অভিসম্পাতে পরিণত করিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে কোন অ-ধর্ম্মাজীর স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। মোল্লা মৌলবীদের মর্জ্জির বিরুদ্ধে টু শব্দ করিতেও ভয় আছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে ত কথাই নাই। পীর আবুবকর ছাহেবকে উদ্দেশ করিয়া অতি ভদ্র ভাষায় একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করার অপরাধে আমাদের দুই-জন শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অনর্থক নাকাল হইতে হইয়াছে। একজনকে ত মারের দরুন মামলাতেই প্রায় ৪০৲ ডাক্তারকে দিতে হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত, তাহারা নিজদিগকে উদার মনে করেন। বস্তুতঃ তাহারাও প্রকৃতপক্ষে উদার নহেন, বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টেও মতদ্বৈধের জন্য মারামারি হইয়া থাকে। ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা এবং ইউরোপ আমেরিকার আলোকপ্রাপ্ত এশিয়া আফ্রিকাবাসীরা বাস্তবিক ক্ষতি (material loss) না দেখিলে শুধু মতদ্বৈধের জন্য মারামারি করে না। আমাদের দেশী গোঁড়ারা লাভ ক্ষতি বিচার না করিয়া প্রত্যেক মত-বৈষম্যের জন্যই মারামারি করিতে প্রস্তুত। একটুকু মাত্র প্রভেদ। স্বরাজই বলুন আর পররাজই বলুন, অনুদারতা দূর করিতে না পারিলে কিছুতেই জগতের শান্তি হইবে না।

প্রকৃত উদারতা।—আমি প্রতিমা পূজা করি না। আমার মতের বিরুদ্ধে তাহা প্রদর্শন করি। কিন্তু আমি ঐ লোকদিগকে দোষী বলিয়া ঘৃণা করি না। তাহাদের প্রতিমা নষ্ট করি না। সমাজে তাহার যতটা সম্মান আছে, ঠিক ততটা সম্মান তাহাকে দেখাই। আমি নাস্তিক লোক তাহাকে অপমানী মনে করি না। কারণ সত্যপ্রচার মানুষের স্বভাবের এক অংশ। আমার ধর্ম্মের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য মনোবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে তাহার মন ও চিন্তার বিশ্লেষণ করি। সদয়তা, যুক্তি ও ভালবাসার দ্বারা তাহার সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করি। পার্থিব বিষয়ে যথাসম্ভব তাহার উপকার করি এবং তিনিও আমার উপকার করেন। ইহাই প্রকৃত উদারতার আদর্শ। প্রকৃত উদারতার এ অর্থ নয় যে, আমাদেরও প্রতিমা পূজা সমর্থন করিতে হইবে। যখন আমি প্রতিমা পূজা সমর্থন করিব, তখন আর উদার থাকিব না। কারণ যেখানে মতভেদ, সেখানেই উদারতার আবশ্যক।

উদারতার ভিত্তি।—নিরপেক্ষতার অভাব, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণ নীচ ও জঘন্য ভাবের আড়ালই অনুদারতার ভিত্তি। যাঁহারা উদারতা ভালবাসেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই নীচ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্য এই সমুদয় জঘন্য প্রবৃত্তির উপাসক ভণ্ড স্বার্থপর লোকও জগতে আছে। তাহাদিগকে লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। ভেকিবাজীর ন্যায় মিথ্যার প্রভাব অতি ক্ষণস্থায়ী। ভণ্ডামির উপর কোন কাজ স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না। ভণ্ডের ভণ্ডামি দুইদিন পর আপনা আপনিই ধরিয়া যায়। উদারচিত্ত হৃদয়ে জগতের প্রত্যেক লোকের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে হইবে। যাহাদের প্রভাব মানুষের জীবনের ধারা বা সমাজের গতিকে স্থায়ীভাবে পরিবর্ত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তাহারা প্রত্যেকেই খোদাতা'লার প্রেরিত মহাপুরুষ, এই কথা স্বীকার করা উদারতার সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি। পবিত্র কোরআন এই শিক্ষা দেয়। তদনুসারে হজরত মছিহ্ মওউদ মির্জা গোলাম আহ্মদ (আঃ) একদিকে

মোছলমানদিগকে রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, কনফিউসিয়াস, জোরস্তার প্রভৃতি মহাপুরুষকে হজরত ঈছা, হজরত মুছা (আঃ) প্রভৃতির ন্যায় আল্লার রছুল বলিয়া স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শি, খৃষ্টান প্রভৃতিকে হজরত মহম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে আল্লার রছুল বা অবতার বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, রামচন্দ্র, হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রভৃতি মহাপুরুষদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের লুপ্ত বা অর্দ্ধবিলুপ্ত শাস্ত্রের মৃতভাষা বুঝিতে না পারিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনর্থক কলহ করে। তাঁহারা যদি জীবিত ভাষায় লিখিত শেষ ও অবিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ কোরআনের আলোকে ধর্ম্মালোচনা করেন, তাহা হইলে সমুদয় বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে পারে। হায়, জগত আর কত দিনে উদারতা শিখিবে? আর কত দিনে হজরত মহম্মদের (দঃ) ন্যায় মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে শিখিবে? আর কত দিনে অবোধ্য ও লুপ্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়িয়া কোরআন পড়িতে আরম্ভ করিবে? হায় হায়, যাহারা বটগাছের পূজা করিতে পারে, তাহারা কেন হজরত মহম্মদকে (দঃ) ভক্তি করে না?

শিক্ষার বাহন—বাংলা, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীরই মাতৃভাষা, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার মারফতে মেট্রিকিউলেশন পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত ও অন্তরের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধুচেষ্টা সমর্থন করিতেছি। কিন্তু আমরা নিবেদন করিতে চাই যে, বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ভাবাপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মের মূল সত্য ও আদর্শ এবং মুসলমানের নিত্য ব্যবহার্য্য আরবী ফারছী শব্দ সম্পদ লইয়া যদি নূতনভাবে বাংলা ভাষাকে গড়িয়া তুলা যায়, তাহা হইলে যে দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা ও প্রণয় প্রীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে, একথা আমরা জোর করিয়া নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে।

কলিকাতায় হাঙ্গামা

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা সহরে হিন্দু-মোছলমানে যে ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, মফঃস্বলবাসী মাত্রই তৎসম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হাঙ্গামার প্রকৃত সংবাদ লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। প্রথমতঃ, মোছলমানের কোন দৈনিক খবরের কাগজ নাই। হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসীর মত তেমন কোন শক্তিশালী সাপ্তাহিকও মোছলমানের নাই। হিন্দুর সহিত হাঙ্গামা, এ ক্ষেত্রে হিন্দু কাগজওয়ালার নিকট মোছলমান সম্বন্ধে সঠিক সংবাদের আশা করাই বাতুলতার কাজ। তার উপরে আবার আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী। তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট অনেক ব্যাপারে ইংরাজ বাহাদুরকেও হার মানিতে হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু কাগজ-ওয়ালাদের উপর নির্ভর

করিয়া কোন কথা লেখা যায় না। ষ্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশ-ম্যান হয়তঃ নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের উপরও নির্ভর করা যায় না। এইরূপ ব্যাপারে তাঁহারা প্রায় ক্ষেত্রেই *Divide and Rule* নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান হাঙ্গামার একটা বিশেষত্ব আছে। ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোন হিন্দু-মুছলমান হাঙ্গামায় বাঙ্গালী হিন্দু বা বাঙ্গালী মোছলমান যোগদান করে নাই। বাঙ্গালী মোছলমান পূর্ব্বের ন্যায় এবারও হাঙ্গামার ত্রিসীমানায় যায় নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান হাঙ্গামায় বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যদিকে বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি হিন্দু কাগজ এই সকল হাঙ্গামাকারী তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর বাহুবল ও বীরত্বের(?) ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকল দাঙ্গা-কারীর মধ্যে এক শ্রেণী স্বেচ্ছাসেবী মন্দির-রক্ষকরূপে সুযোগমত মোছলমানের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, এক শ্রেণী প্রকাশ্য গুণ্ডামী করিয়াছে, আর এক শ্রেণী গুপ্তভাবে পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়াছে।

হাঙ্গামার কারণ কি? হিন্দু-মোছলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, রাজদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টির অবতার, উনবিংশ শতাব্দীর 'মহর্ষি', স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উপযুক্ত শিষ্যগণের একাগ্র অধ্যবসায় ও কঠোর সাধনার ফলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালার বুকে হিন্দু-মোছলমান হাঙ্গামার আগুন জ্বলিয়াছে। ধন্য স্বামীজির শিক্ষা! ধন্য আর্য্য-সমাজের চেষ্টা!! পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া অবশেষে সোণার বাঙ্গালাকেও শ্মশান করিবার যোগাড় করিয়াছ। তোমার কাল চেষ্টায়, এক বৎসরের মধ্যেই উপর্য্যুপরি খিদিরপুর, শ্রীরামপুর, হাওড়া ও কলিকাতায় হাঙ্গামা ঘটিয়া কত মাতাকে পুত্রহারা করিল, কত নারী অকালে স্বামীসুখে বঞ্চিত হইল, কত বালক বালিকা অনাথ হইল। হায় ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী!

১৯শে চৈত্র শুক্রবার কলিকাতা আর্য্য-সমাজের বাৎসরিক উৎসবের দিন ছিল। এই উপলক্ষে তাহারা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ আর্য্যমন্দির হইতে এক বিরাট মিছিল বা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। মিছিলের লোক-সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজারের অধিক ছিল, প্রত্যেকের হাতে লাঠি এবং কারো কারো হাতে তলোয়ার। জোহরের নামাজ আরম্ভ হইবার সময় এই মিছিল সৈয়দ সালেহ লেনের মোড়ে অবস্থিত দিনু চামড়াওয়ালার মসজিদের নিকট উপস্থিত হয় এবং ঢোল কর্ত্তালের গগণভেদী আওয়াজে মুছাল্লিগণের নামাজ পড়া অসম্ভব করিয়া তুলে। দুইজন মুছল্লি মসজিদ হইতে বাহিরে আসিয়া বাদ্য থামাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর উক্ত দুইজন মুছল্লির একজনকে এমন দারুণ প্রহার করে যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতঃমধ্যে কোথা হইতে ইটবোঝাই একখানা গাড়ী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ এই ইটের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। মসজিদের বাহিরে টিকিতে না পারিয়া যে সকল মুছল্লি মসজিদের ভিতরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারাও নিস্তার পায় নাই। হিন্দুগণ মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিল এবং মসজিদের ঝাড়, ফানুস সাজ-সরঞ্জাম ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় সহরময় ছড়াইয়া পড়িল এবং ক্রমশঃ সারা সহরে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া গেল।

এই হাঙ্গামায় কত হতাহত হইয়াছে, কতগুলি মসজিদ, মন্দির ও দরগা নষ্ট করা হইয়াছে, কত দোকান লুঠ করা হইয়াছে, তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না। তবে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, মন্দিরের তুলনায় মসজিদ ও দরগার ক্ষতি অনেক বেশী হইয়াছে এবং হিন্দুর দোকান অপেক্ষা মোছলমানের দোকানই অধিক লুণ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু দুর্ব্বৃত্তগণ বড় বাজারস্থ জুম্মান পীরের দরগা ও মসজিদ আগুণে পোড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছে এবং অভ্যন্তরস্থ সমুদয় মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়াছে। বারাণসী ঘোষ ও চিৎপুর রোডের মোড়ের উপর একটি মসজিদ ছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা তাহা ধ্বংস করিয়াছে। সোনাগাছি দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটস্থ সোনা পীরের দরগা ও মসজিদটি হিন্দু গুণ্ডারা নষ্ট করিয়াছে। বড় বাজার

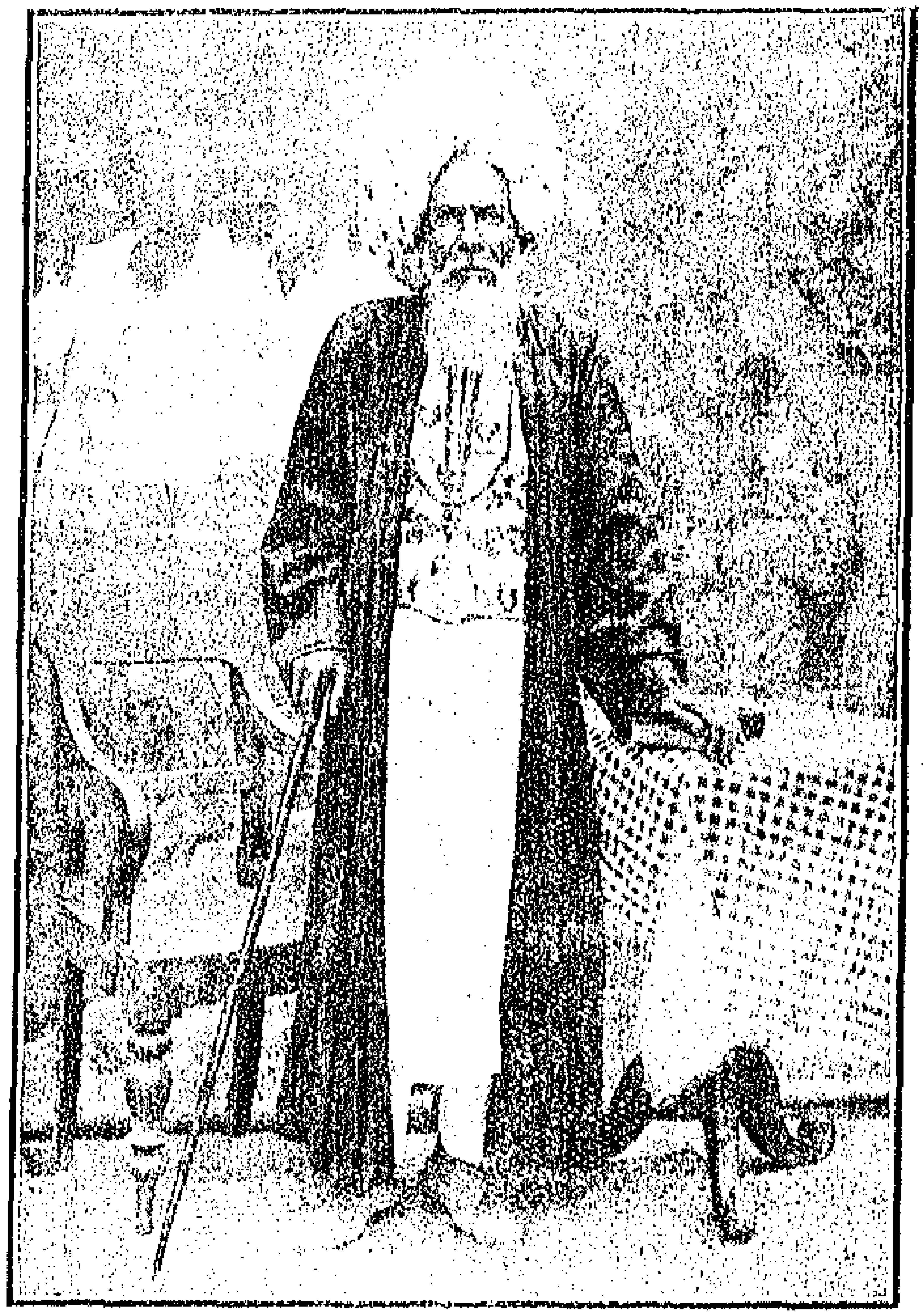
জগন্নাথ ঘাটের নিকট আর একটি মসজিদ ধ্বংসের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জোড়াসাঁকো হইতে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত যতগুলি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই মোছলমানদের; হিন্দু গুণ্ডারাই এই লুঠ করিয়াছে। মুসলমান গুণ্ডাগণ জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীটে একটি হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ কার্য্য করা মুসলমানের পক্ষে নেহাৎ অন্যায়। কোরআন কখনও এরূপ শিক্ষা দেয় না। ৯ই এপ্রিলের ষ্টেটস্ম্যানে প্রকাশ, ৩৮ জন লোক নিহত, ৪৯৮ জন লোক আহত হইয়াছে এবং ৫০৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। আরও শোনা যায়, আর্য্যসমাজী ও মাড়োয়ারীদের আশ মিটে নাই, সুযোগ মত আবার তাহারা নাকি হাঙ্গামা করিবে।

"আমরা নির্দ্দোষ, হিন্দুগণ আমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে" এই বলিয়া চিৎকার করায় কোন ফল নাই। আমরা মোছলমান যদি উন্নতির পথে না চলি, হিন্দুর হাতেই হউক বা অন্য কোন জাতির হাতেই হউক, নিশ্চয়ই আমাদিগকে ধ্বংস পাইতে হইবে। আমাদের উন্নতি, আমাদের অবনতি; আমাদের মান, আমাদের অপমান; আমাদের জয়, আমাদের পরাজয়; সমস্তই আমাদের হাতে। আমরা যদি সাবধান হইয়া ঠিক পথে চলি, নিশ্চয়ই আল্লাহতালা আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। বাঙ্গালার মোছলমান, জাগো! চক্ষু মেলিয়া দেখ। সিংহ, শার্দ্দুল, শিয়াল, কুকুর, এমন কি, ইঁদুর পর্য্যন্তও তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ওঠো, জাগো, তোমাদের মঙ্গলের জন্য, এই ঘোর বিপ্লবের যুগে আল্লাহতালা যে পথপ্রদর্শককে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার উপদেশমত চলিয়া সমুদয় বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার পাও। মোছলমান আজ শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আত্মকলহে শক্তি ক্ষয় করিতেছে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এছলামের আদর্শ, এছলাম প্রচারই মোছলমানের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিয়া মোছলমান আজ নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়িতেছে। হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিও না, হিন্দুর নিকট এছলামের সাম্যবাদ ও শান্তি-নীতি প্রচার কর। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিও না, ইংরাজকে মোছলমান কর। আত্মরক্ষার (defence) জন্য ব্যতীত কাহারও সহিত যুদ্ধ করিও না, প্রত্যেককেই মোছলমান করিতে চেষ্টা কর। ইহাই তোমাদের উন্নতির একমাত্র পথ। ইহাই তোমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার একমাত্র উপায়। ইহাই ভবিষ্যৎ জগতের শান্তির রাস্তা; ইহাই হজরত আহমদ (আঃ) কাদিয়ানীর সাধনা; ইহাই তাঁহার উপদেশ।

বাঙ্গালার হিন্দু, শিক্ষায় তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রণী। ধনে, মানে তোমরা আমাদের চেয়ে বড়। তোমরা সারা দুনিয়ার বাদসা হও, আমরা মোছলমান তোমাদের পথের কাঁটা নহি। শয়তানের প্ররোচনায় যদি তোমরা তাহাই মনে কর, আমরা তোমাদের মোহ ভাঙ্গিবার জন্য আবার বলিতেছি, আমরা তোমাদের পথের কণ্টক নহি। তোমরা অনর্থক আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতেছ। হজরত মহাম্মদকে (দঃ) গালি দিয়া, কোরআনের নিন্দা করিয়া, নামাজের সময় মসজিদের নিকট বাদ্য বাজাইয়া, আমাদের কোরবাণীতে বাধা দিয়া আর্য্যসমাজ আমাদিগকে অনবরত সমরাহ্বান করিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমরাও কি ঐ সকল পৈশাচিক কাজে যোগ দিয়া অযথা আমাদের প্রাণে আঘাত দিবে? এই সমুদয় অন্যায়ের ফল নিশ্চয়ই শুভ হইবে না। আরবের বিপুল জনশক্তি হজরত মহাম্মদকে (দঃ) ধ্বংস করিতে পারে নাই, রোম ও পারস্যের বিরাট সাম্রাজ্যও মোছলমানকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণেও এছলাম ধ্বংস হয় নাই। তোমাদের শত চেষ্টায়ও মোছলমান মরিবে না। মোছলমানকে বাঁচাইবার জন্য, ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এছলামের সুশীতল ছায়ায় আনিবার জন্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা ভারতবর্ষে তাঁহার অবতার হজরত মির্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) অবতীর্ণ করিয়াছেন।

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই; আল্লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"।

মহাম্মদ আবদুল হাফিজ।



Late Hazrat Moulana Moulvi Syed Mohammed Abdul Wahed Sl.
Ameer of the Bengal Ahmadia Association, Brahmanbaria,
Teppera, Expired on the 18th March, 1926
at the age of seventy-two years.

মরহুম হজরত মৌলানা মৌলবী ছৈয়দ মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

পরলোকে

হজরত মৌলানা ছৈয়দ মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব

বঙ্গীয় আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হজরত মৌলানা ছৈয়দ মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব আর ইহজগতে নাই! গত ১৮ই মার্চ্চ, মোতাবেক ৩রা রমজান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ৯ ঘটিকা ২৩ মিনিটের সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহরে স্বীয় বাটীতে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি ভবলীলা সংবরণ করিয়া পরম করুণাময় আল্লাতালার সমীপে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁহার ন্যায় গভীর চিন্তাশীল গবেষণাকারী আলেম বাংলা দেশে অতি অল্পই আছেন। আহমদীয়ামত-গ্রহণই তাঁহার গভীর চিন্তা ও গবেষণার পরিচায়ক। আনুমানিক ১৮৯৭।৯৮ সালে স্থানীয় উকিল মরহুম মুন্সী মহম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব লাহোরের নামজাদা হাকিম মোহাম্মদ হুসেন কোরায়শী সাহেবের নিকট হইতে মোফাররাহে আম্বরী নামক ঔষধ আনয়ন করেন। হাকিম সাহেব সেই ঔষধের পেকেটে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) সাহেবের দাবী সম্বন্ধীয় কতিপয় ইস্তাহার প্রেরণ করেন। ঘটনাচক্রে ইস্তাহারগুলি হজরত মরহুম মৌলানা সাহেবের হস্তগত হয়। তখন হইতে তিনি হজরত মির্জা সাহেবের সহিত পত্রযোগে বহছ মোবাহেছা অর্থাৎ তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং তাঁহার লিখিত পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তাঁহার ২১টি চিঠি হজরত মির্জা সাহেবের লিখিত "বরাহিনে আহমদীয়া" গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ গবেষণায় বহুকাল অতিবাহিত হয়। ইতঃমধ্যে ১৯০৮ সালে হজরত মির্জা সাহেবও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার চারিবৎসর পরে ১৯১২ সালে কতিপয় নামজাদা ভক্ত মুরিদান কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দুইজন অনুচর সহ আহমদীয়া আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান যাত্রা করেন। বাংলা দেশের এক প্রান্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রেল ষ্টেশন হইতে বাটালা পর্য্যন্ত এই ১৬০০।১৭০০ শত মাইল ব্যাপী রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে বঙ্গ, বিহার, ইউ, পি, ও পাঞ্জাবের বহু বিখ্যাত আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হজরত মির্জা সাহেবের দাবী এবং সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পর অবশেষে তিনি কাদিয়ান উপস্থিত হন। তিনি যখন বাটালা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া আহ্‌লে হাদিস সম্প্রদায়ের নেতা বিখ্যাত আলেম মৌলানা মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন বাটালবী সাহেব হজরত মৌলানা সাহেবকে কাদিয়ান না যাইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে অনেক অনুরোধ করেন। যাহা হউক, কাদিয়ানে উপস্থিত হইয়া হজরত মির্জা সাহেবের প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা হাকিম হাজি হাফেজ নুরউদ্দিন মরহুম সাহেবের হস্তে আহমদীয়া-মতে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাদিয়ানে কিয়ৎকাল অবস্থান করার পর তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসেন তখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিশনে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। যে সমস্ত ভক্ত মুরিদান তাঁহাকে কাদিয়ান প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়া উঠেন। ফলে ৮০০।৯০০ শত লোক আহমদীয় মত গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহরই বঙ্গীয় আহমদীয়া সমাজের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। শুধু আহমদী-মত গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকে যে কত প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। বিরুদ্ধবাদী-গণের শত্রুতার ফলে তাঁহাকে মেরিজ রেজিষ্ট্রারের পদ হইতে অপসারিত করা হয়। ইহাতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য কি করিয়া অনিত্য সংসারের মান, সম্ভ্রম ও অর্থ সম্পদ ত্যাগ করিয়া অম্লানবদনে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট মস্তকে ধারণ করিয়া লইতে হয়, তিনি তাহার জলন্ত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। মরহুম তাঁহার সমুদয় জীবনের উপার্জ্জিত জ্ঞানের অমূল্য রত্নভাণ্ডার একটি বিরাট পুস্তকাগার ও দেড় বিঘা পরিমাণ একটি নিষ্কর বসতবাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন। "জজবাতুল হক্" নামে মরহুমের কাদিয়ান ভ্রমণ সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আমরা মরহুমের খোদাগত-আত্মার মুক্তির জন্য আল্লার দরগাহে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকেও আমাদের গভীর আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

রমজান মোবারক

(হজরত খলিফাতুল মসিহ্'র খোতবা)

২৬শে মার্চ, ১৯২৬

এই সে মাস, যে মাসে শরীরী ওজর না থাকিলে আল্লাহ্‌তালা তাঁহার নৈকট্য ও সান্নিধ্যলাভের জন্য, ঊষার আলো দেখা দিবার পূর্ব্বক্ষণ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত স্বীয় দাসগণকে পানাহার ও স্বামীস্ত্রীর মিলন হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব ইহা সেই মাস, যখন মানুষ অনেক বিষয়ে খোদাতালার স্বরূপতা লাভ করিতে চেষ্টা করে। পানাহার না করা এবং দাম্পত্যজীবনের আবশ্যকতা না থাকা খোদাতালার গুণ। যতদূর তাহার ক্ষমতায় কুলায়, মানুষও রমজান মাসে খোদাতালার স্বরূপতা অবলম্বন করে—আহারের আবশ্যকতা সত্ত্বেও আহার করে না, পানের আবশ্যকতা সত্ত্বেও পান করে না, বংশরক্ষার জন্য দাম্পত্যজীবনের আবশ্যকতা সত্ত্বেও উহা পরিহার করে। অতএব রমজান মাসে মানুষ এই প্রকারে খোদাতালার বিকাশক (মজহার) হইতে চেষ্টা করে—এই অর্থে নহে যে, খোদাতালার প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক খোদায় পরিণত হয়, পরন্তু প্রত্যেক প্রেমিক যে ভাবে স্বীয় প্রেমাস্পদের সদৃশ হইতে চেষ্টা করে সেই অর্থে। এই স্বরূপতা লাভের প্রয়াস সমতুল্য হইবার চেষ্টা নহে, দাসত্বব্যঞ্জক চেষ্টা। প্রভুর অনুসরণ যেমন প্রত্যেক দাসের কর্ত্তব্য, ভৃত্যকে যেমন কেহই প্রভুর ব্যঙ্গ অনুসারক বলে না, খোদাতালার স্বরূপতা প্রয়াসীও তদ্রূপ। ব্যঙ্গ অনুসরণকারীই শাস্তির পাত্র। যে ভৃত্য প্রভুর অনুসরণ করে, সে ব্যঙ্গকারী নহে, কারণ অনুসরণই তাহার কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য ও প্রেরণা লইয়া আল্লার দাস রমজান মাসে সেই অবস্থা অবলম্বন করে, যাহা হইতে তাহার ঈশ্বরত্বের স্বরূপ বুঝিবার শক্তি জন্মে। এই কারণেই রসুলে করিম (দঃ) বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন পুরস্কার কিন্তু রোজার পুরস্কার স্বয়ং খোদাতালা। ইহার অর্থ এই যে, এ সময়ে মানুষ খোদার স্বরূপ হইতে চেষ্টা করে—স্পর্দ্ধার বশতঃ নহে, আল্লার আদেশে, প্রতিদ্বন্দ্বীতার খেয়ালে নহে, অনুসরণ ও আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে মানুষ নিজকে খোদাতালার গুণের বিকাশক করিয়া তুলে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, যাবৎ খোদাতালার গুণ মানুষের মধ্যে বিকশিত না হয়, তাবৎ সে মুক্তির অধিকারী হয় না। কারণ এরফানে এলাহি (ব্রহ্মজ্ঞান) ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি পাওয়া যায় না। যাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, তাঁহাকে দেখিবার একমাত্র উপায় অন্তরের অনুভূতি। মানুষ যে সকল পার্থিব জিনিষ দেখিতে পারে না, তাহাদিগকে স্বাভাবিক ভাবে অনুভব করিয়া থাকে। বাতাস বা গ্যাস আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন উহা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন আমরা বুঝিতে পারি। এইরূপে আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ (electricity) দেখিতে পারি না, কিন্তু উহার ক্রিয়া অনুভব করি। আমরা খোদাতালাকে শরীরীভাবে দেখিতে পারি না তাঁহার শক্তি আহরণ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারি। খোদাতালার খোদায়ী ও উলুহিয়াত (ঈশ্বরত্ব) বিদ্যুত-প্রবাহের ন্যায় মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে। যাহার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে সে বিদ্যুৎ না হইলেও নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ-ওয়ালা। এইরূপে মানুষ খোদা হইতে পারে না, কিন্তু খোদায়ী ছিফতের বিকাশক হওয়া নিশ্চয়ই খোদা-ওয়ালা হওয়া যায়। পদার্থ বলা যাইতে পারে, এমন কোন জিনিষের পক্ষে নিঃশেষে বিলীন হওয়া অসম্ভব। কারণ বাহ্যিক আকার বা নিদর্শনই বিলীন হইয়া থাকে, আসল জিনিষ বিলীন হয় না। আমরা মাংস ও শাক সব্জী খাই। বাহ্যতঃ বিলীন

ক্ষয় মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা নষ্ট হয় না। যাহা ধ্বংস হয়, সে উহার বাহ্যিক আকার মাত্র। অতএব সামান্য হইতেও সামান্য কোন জিনিষও যখন বিলীন হইতে পারে না এবং এক পদার্থ যখন অন্য পদার্থের অংশ হইতে পারে না, তখন মানুষ কি প্রকারে বিলীন হইয়া খোদা হইতে পারে? খোদাই বা কি প্রকারে বিলীন হইয়া মানুষ হইতে পারে? ইহা অর্ব্বাচীন ও অজ্ঞ লোকদিগের খেয়ালমাত্র। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মানুষকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্‌তালা স্বীয় গুণ ও ক্রিয়ার আবশ্যক পরিবর্ত্তন করেন। এ কথার মতলব এইরূপ নহে যে, খোদা শ্রবণকারী, মানুষ খোদার তুল্য শ্রবণশক্তি লাভ করে। আবার ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, খোদার শ্রবণশক্তি হইতেই মানুষ শুনিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। এই প্রকারে সমুদয় শক্তিই মানুষ খোদার শক্তি হইতে পাইয়াছে। বল দেখি, মানুষ দর্শন ও শ্রবণের ক্ষমতা কোথা হইতে পাইয়াছে? খোদাতালা হইতেই আসিয়াছে। যদি খোদাতালা দর্শনকারী না হইতেন, মানুষও দেখিতে পারিত না। যদি খোদাতালা শ্রবণকারী না হইতেন, মানুষও শুনিতে পারিত না। ফলকথা, খোদাতালাই সমুদয় শক্তির কেন্দ্র। ঐ কেন্দ্র হইতে তখনই শক্তি লাভ করা যাইতে পারে, যখন খোদা ও বান্দার মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা দূরীভূত হয়।

আল্লাহতালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কাজ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। যাবৎ মানুষ স্বীয় ইচ্ছাশক্তির উপর চলিতে থাকে, তাবৎ তাহার মধ্যে খোদার শক্তি প্রবেশ করে না। মানুষের ইচ্ছা বাঁধের ন্যায় প্রতিরোধকারী, যাবৎ ইহা দূরীভূত না হয়, তাবৎ আল্লার অনুগ্রহ আমাদিগকে তাঁহার বিকাশক্ষেত্রে পরিণত করে না। মানুষ যখন এইরূপ চিন্তা করে যে, আমার প্রত্যেক জিনিষই আল্লা হইতে আসিয়াছে, আমার শ্রবণশক্তি থাকিত না, যদি আল্লাতালা শ্রবণকারী না হইতেন, তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই শক্তি দিয়াছেন, এই প্রকারে খোদাতালাই প্রকৃত দর্শনকারী, তিনি আমাকে চক্ষু দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে খোদাতালাই জ্ঞানী, তিনি আমাকে জ্ঞান দিয়াছেন, খোদাতালাই আসল মালেক, তিনি এই সমুদয় জিনিষ আমার সোপর্দ্দ করিয়াছেন, যাবৎ মানুষ এইরূপে আপনার সব কিছু প্রকৃতপক্ষে খোদার জিনিষ মনে না করে, তাবৎ খোদাতালার শক্তি (ছিফত) তাহাতে বিকাশ পাইতে পারে না। রমজান এই আদর্শ জ্ঞাপন করে (Symbolical expression) যে আমরা সমুদয় পদার্থ খোদাতালার সোপর্দ্দ করি। রমজান মাসে আমরা স্বীকার করি যে, সমস্ত পদার্থই খোদাতালার, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ খোদারই জন্য। পানাহার ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। ব্যক্তিগত জীবনের জন্য পানাহার আবশ্যক। বংশরক্ষা ব্যতীত জাতি বাঁচিতে পারে না। জাতীয় জীবনের জন্য বংশরক্ষার উপায় অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু আমরা রমজান মাসে এই উভয়ই কোরবানী করিতে প্রস্তুত হই। যখন পানাহার ছাড়ি, তখন আমরা জানাই যে, আমরা খোদাতালার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। যখন স্বামী স্ত্রীর সংস্রব ছাড়ে বা স্ত্রী স্বামীর সংস্রব পরিত্যাগ করে, তখন এই কথাই জানায় যে, আমরা খোদার উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবনও উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এইরূপে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া আমরা স্বীকার করি যে, ব্যক্তিগত জীবন খোদারই জন্য। এই প্রকারে এ কথাও স্বীকার করি যে, আমাদের জাতীয় জীবনও খোদাতালার জন্য। যদি খোদার জন্য আমাদিগকে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা করিব। যদি আল্লার জন্য স্বজাতি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। মানুষ যখন এই অবস্থায় আসে, তখন খোদা মিলে। রোজার পুরস্কার স্বয়ং খোদাতালা, এই এরশাদের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহার এ অর্থ নয় যে, রোজা রাখিয়া মানুষ খোদার মালেক হইয়া যায়। প্রভু প্রভুই থাকিয়া যান এবং দাস দাসই থাকে। ইহার অর্থ শুধু এই যে, খোদা পাওয়া যায়, খোদার নৈকট্য লাভ হয়, মারফত (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ হয়। ফলতঃ, মানুষ যখন খোদাতালার জন্য স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তা উৎসর্গ করে, তখন খোদা মিলে। যাবৎ মানুষ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং মনে করে যে, জাতীয়তাও একটা জিনিষ, তাবৎ সে আঁধারের মধ্যে

সুরপাক খাইতে থাকে। সুতরাং রমজানের আসল উদ্দেশ্য খোদাপ্রাপ্তি। আমাদিগকে ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর রাখায় খোদাতালার লাভ কি? স্বামীস্ত্রীর মিলন হওয়াতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? খোদাতালাই মানুষকে ক্ষুৎপিপাসার অধীন করিয়াছেন এবং পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। পরস্পরের সুখশান্তির জন্য খোদাতালাই স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ-তালাই যখন পরস্পরের সুখশান্তির জন্য স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই যখন পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন এই সমুদয় হইতে বিরত রাখায় তাঁহার কি আবশ্যকতা থাকিতে পারে? বস্তুতঃ, ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন অল্লাহতালার জন্যই হওয়া উচিত, মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা রমজান হইতে এই শিক্ষা লাভ করে না, তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করা শুধু ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করাই মাত্র; তাহাদের ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করা খোদাতালার জন্য নহে। তাহারা শুধু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা ব্যতীত আর কিছুই করে না। যাহারা অনাহারে মরিতে উদ্যত হয়, শরিয়-তের দিক দিয়া তাহারা পাপী। যাহারা বিবাহ করে না এবং বলে যে ইহাতে খোদার কি আসে যায়? এ আমা-দের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাহারাও পাপী। কোরআন করিম ইহা না-পছন্দ করে। যাহারা বিবাহ করে না, রসুলে করিম (দঃ) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা পথ হারাইয়া অপথে মরিয়াছে। কাহারও পক্ষে এ কথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, বিবাহ করা না করা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার; ইহাতে খোদার কি আসে যায়? আমার জীবন আমি অনাহারে বাহির করিয়া দিব, তাহাতেই বা খোদার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? কারণ, প্রাকৃত নিয়ম খোদাই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী চলা অবশ্য কর্ত্তব্য (ফরজ)। সুতরাং যাহারা রোজার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না, তাহারা ক্ষুধিত পিপাসিত থাকিয়া প্রাকৃ-তিক নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য পাপী। খোদাতালার জন্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তা কোরবাণ করিতে প্রস্তুত থাকাই রোজার উদ্দেশ্য। রোজা রাখিয়া যাহারা নিজকে এইরূপ কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত পান, তাহারাই রোজার উপকার লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত বা জাতিগত ত্যাগের আহ্বানে যাহারা নিজের মধ্যে সাড়া পায় না, তাহাদের বুঝা উচিত যে, রোজা তাহাদের কোন উপকার দর্শায় নাই। ব্যক্তিগত বা জাতিগত ত্যাগের আহ্বানে যাহার মধ্যে শিথিলতা বা দুর্ব্বলতা দেখা যায়, তাহার রোজা রাখা বিফল, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন মাত্র। কানুন শরিয়তের (ধর্ম্মের) নির্দেশ ব্যতীত যে ব্যক্তি কানুন কোদরত (প্রাকৃতিক নিয়ম) লঙ্ঘন করে, সে শাস্তির পাত্র, পুরস্কারের যোগ্য নহে। অতএব এই পবিত্র মাসে ········· ···· আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি, তাহারা বরকত হাছেল (উপকার লাভ) করিতে চেষ্টা করুক। সামান্য কষ্টের জন্য রোজা ছাড়া চাই না। খোদাতালার নিকট রোজা না রাখার ওজর অসুখ বা অসুখের অবস্থা ও প্রবাস। এতদ্ব্যতীত রোজা না রাখায় খোদাতালার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। 'অসুখ বা অসুখের অবস্থা' এই জন্য বলিতেছি যে, অসুখ শব্দের সংজ্ঞা এত সঙ্কীর্ণভাবে করা হইয়া থাকে যে অনেক রোগ ইহার বাহিরে পড়িয়া যায়। যথা, বার্দ্ধক্য। বৃদ্ধ লোককে রোগী বলা হয় না। এই শ্রেণীর লোক বাদ দিয়া প্রত্যেক পূর্ণবয়স্কের জন্য রোজা রাখা ফরজ। নাবালক বালকবালিকা ও ঋতুমতী (এবং গর্ভিণী ও প্রসূতি) স্ত্রীলোকের প্রতি রোজা ফরজ নহে। রোজার বাল্যকাল এবং নামাজের বাল্যকাল বিভিন্ন, এ কথা আমি গত বৎসর বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়াছিলাম। নামাজের জন্য ১০।১১ বৎসরেই বাল্যকাল শেষ হয় কিন্তু রোজার বাল্যকাল ততদিন শেষ হয় না যাবৎ বালক-বালিকা পূর্ণ শক্তি লাভ না করে। এই কারণে বিভিন্ন বালক বালিকার এই বাল্যকাল বিভিন্ন; ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। বাল্যকালে দুই চারিটা রোজা রাখাইয়া অভ্যাস করান ভাল কিন্তু অত্যন্ত ছোট শিশুদের রোজা রাখান কর্ত্তব্য নহে। ইহা শরিয়তের উপরে আমল করা নহে, শিশুকে পীড়িত করিয়া চিরকালের জন্য অনুপযুক্ত করিয়া দেওয়া। শিশুর রোজার ফল মা বাপ পান, এ খেয়াল ভুল। যে শিশু দুর্ব্বল এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া মজবুত নহে, তাহাদ্বারা রোজা রাখান পুণ্যের

কাজ নহে, পাপের কাজ। শিশুর আবশ্যক শক্তি সঞ্চয় হওয়ার পর তাহাকে অভ্যস্ত করিবার জন্য প্রত্যেক বৎসর কিছু কিছু রোজা রাখান আবশ্যক। যেমন, প্রথমতঃ এক দিন রোজার পর কয়েকদিন বাদ দিয়া আবার এক দিন রোজা রাখান। তারপর একদিন বাদ এক দিন। আমার মতে কতক বালক বালিকার উপর ১৫ বৎসর বয়সেই রোজা ফরজ হয়। অবশিষ্ট ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, পর্য্যন্ত এই অবস্থায় পৌছে।

স্মরণ রাখিও, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও রোজা না রাখা নিজের ঈমান নষ্ট করা বই আর কিছু নহে। আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর কথা এই যে, মরিলেও রোজা ছাড়িব না। দ্বিতীয় শ্রেণী দুর্ব্বল হইয়াছি বলিয়া রোজা রাখে না। এমন কেহ আছে কি, যে রোজা রাখিয়া শক্তিশালী হয়? কতক লোক রোজার সময় বিশেষ খাদ্যের বন্দোবস্ত করে। ইহাদের সম্বন্ধে হজরত মছিহ মউদ (আঃ) বলিতেন, ইহারা রমজান মাসের ঘাস বিশেষ (খাবিদ)। ফলতঃ যতই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করুক না, রোজার সময় দুর্ব্বলতা অপরিহার্য্য। যথাসাধ্য রোজার কদর করা আমার জামাতের কর্ত্তব্য। যাহাকে আল্লাহতালা শক্তি দিয়াছেন, তাহার পূর্ণমাস রোজা রাখা চাই, শরীয়ী ওজর বশতঃ যাহার রোজা অপূর্ণ থাকে, তাহার অন্য সময়ে পূর্ণ করা উচিত। এতদ্বিষয়ে আমাদের দেশে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যায়। যাহারা সারা মাস রোজা রাখে, তাহাদেরও যদি ২।১টা থাকিয়া যায়, তবে অন্য সময়ে শিথিলতা দেখায়। পরিত্যক্ত রোজা অন্য সময়ে পূর্ণ করাও আল্লার আদেশ—(মান কানা মরিজান আও আলা ছফরেন, ফা-এদ্দাতুম মেন আইয়্যামেন ওখার)। কিন্তু শতকরা ৭০।৮০ জন রোজার সময় যতদূর সম্ভব ততগুলি রোজা রাখে; অবশিষ্টগুলি পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে না। যাহারা সর্ব্বদাই রোগে ভুগিতেছে, তাহারা ব্যতীত সকলেরই অপূর্ণ রোজা অন্য সময়ে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রোজার সময় দোয়া কবুল (প্রার্থনা মঞ্জুর) হয়। এ কথা কোরআন হাদিছ উভয় হইতেই জানা যায়। রোজার বর্ণনা স্থলে আল্লাহতালা আদেশ দিয়াছেন যে আমার নিকট চাও, আমি তোমাদিগকে দিব। কি আশ্চর্য্য, যাহার নিকট চাহিয়া পাওয়া যায় না, লোকে তাহার নিকট ত প্রার্থনা করে কিন্তু খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করে না, যিনি নিজেই বলেন যে আমি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। যেহেতু রোজার সময় খুব বেশী পরিমাণে দোয়া কবুল হয়, এই মাসে খুব বেশী পরিমাণে নিজের জন্য ও এছলামের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করা উচিত। খোদাতালা নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য রোজার উৎকৃষ্টতম ফল দান করুন।

বাঙ্গালী—মরণের পথে

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

প্রায় এক পক্ষকাল খুলনার সন্নিকটে সিদ্ধিপাশা, দৌলতপুর, নৈহাটী, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া স্বগ্রাম রাড়ুলী কাটীপাড়ায় কয়দিন যাবৎ অবস্থিতি করিতেছিলাম। সিদ্ধিপাশায় আসিয়া শুনিলাম, গত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চারি শত লোক এক প্রকার ভীষণ কালান্তক ম্যালেরিয়া রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আজগড়া এবং অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার মহামারী হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যাহারা "কৃতী" অর্থাৎ একটু ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা অন্ন-চিন্তায় দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহারা গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা এক প্রকার নির্জীব, অলস-ভাবে—তাশ, পাশা খেলিয়া, দিবাতেও এক দফা গাঢ় নিদ্রার পর পরকুৎসা এবং কাহাকে "এক ঘরে" করিবে, মামলা মোকদ্দমা করিয়া কি প্রকারে উৎসন্ন যাইবে

ইত্যাদি ব্যাপারে দিন কাটাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজে' অঙ্কিত চিত্র সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। জলাশয়গুলি ইতিমধ্যেই শুকাইয়া আসিতেছে। আর দুই এক মাস পরে কেবল অনেক-স্থলে লোকেরা 'কাদার গোলা' পান করিবে; সেই জল আবার গো-মহিষাদি গদিল করে। স্ত্রীলোকগণও স্নানের সময়ে সেই জলে মূত্র ত্যাগ করে এবং নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির সংসৃষ্ট কাপড়, কাঁথা কাচে। এই কারণেই কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ছড়াইয়া পড়ে। এই গেল এক দফা।

সম্প্রতি গো মড়ক এখান হইতে বরাবর দক্ষিণ সুন্দরবন সন্নিকটস্থ আবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মড়কে গো জাতি এক প্রকার নির্ব্বংশ হইয়া আসিয়াছে। খুলনায় দুধ বার আনা পর্য্যন্ত পাকী সের দরে বিক্রয় হইয়াছে। গ্রামগুলিতেও এক প্রকার দুধের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন এটা সাময়িক দুর্ঘটনা (Special Case), কিন্তু সাধারণ (Normal) অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। খুলনায় এবং অন্যান্য জিলার সহরে ছয় আনা সেরে হামেসা দুধ বিক্রয় হয়। ভাবী বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি ইহাতে কি প্রকারে হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহা যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্র ও শরীরবিজ্ঞান তত্ত্ব কিছু অবগত আছেন, তাঁহারা সম্যক বুঝিতে পারেন। এখন শিশুদিগকে বার্লী, মেলিন্‌স্ ফুড (Mellins food) দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করান হয়। অবশ্য যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাঁহারা বিলাতী জমা দুধ (Condensed milk), হরলিক সাহেবের তৈয়ারী দুধ (Horlik's milk) ইত্যাদি ব্যবহার করেন কিন্তু এই দৈন্য-প্রপীড়িত বাঙ্গালীর কয় জন, যাহাদের দৈনিক আয় মাত্র ৵৬ পয়সা, ইহা যোগাইতে পারে? ফলকথা, শিশুদিগের অস্থি ও মাংস গঠনের একমাত্র উপযুক্ত খাদ্য দুগ্ধ। আমি বন্যাপ্লাবিত রাজসাহী জেলার আত্রাই অঞ্চল হইতে নদীয়া, যশোহর ও খুলনার গো-জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাদের আকৃতি যেমন খর্ব্ব, দেহ তেমনি জীর্ণশীর্ণ, কঙ্কালসার। খাদ্যাভাব ও পালনে অযত্ন ইহার প্রধান কারণ। এখন আর গো-চারণের মাঠ নাই। তাহা ছাড়া গৃহস্থগণের অবহেলা, জমিদারগণের ও দায়িত্বহীনতা এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী। আমার পিতা আমাকে ৬০ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—তখন স্বর্গের ন্যায় দেখিতেছি। তখন দুধের সের দুই পয়সা ছিল এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী গোয়ালভরা সবৎসা গরু থাকিত। একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম ১২৬৫ সালে তিনি ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য ৫৲—৬৲ মণ দধি ছানা ক্রয় করেন এবং ইহারও কিছু পরে খাঁটী সুগন্ধযুক্ত ঘৃত টাকায় ৵১০ পাঁচ পোয়া করিয়া মিলিত। তিনি বলিলেন—এর আমারও এই ধারণা ও অভিজ্ঞতা—যে এখনকার যুবকগণ ও কৃষকেরা গরুর জাব দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা এক কথায় যাহাকে গো-সেবা বলে—তাহা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন আবার প্রত্যেকের বাড়ীতে তিনটী চারিটী করিয়া বিচালীর গাদা গরুর খোরাকীর জন্য মজুত থাকিত।

এখনকার স্কুল-কলেজের পড়া ছেলেরা গো সেবা করিতে নিজকে হেয়জ্ঞান করে, কাজেই দুধ খাইতে পায় না। এক নাস্তিমূলক সংবাদ যে, গরু খাওয়ার জন্যই * আমরা দুধের অভাব বিনাশ করিতেছে। ইংরাজ জাতির মত গো খাদক জাতি আর নাই; কিন্তু ইংলণ্ডে গরুর যত্ন ও পালন কত বেশী, তাহা বলা যায় না। সেখানে গরুর জন্য ঘাসের ও গাজর এবং প্রকাণ্ড মূলা জাতীয় "Mangel, Wurgel" প্রভৃতির স্বতন্ত্র চাষ হয়। ঠিক ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন একটা গরু একদিনে তিন বার দোহনের পর একমণ দুধ দিয়াছিল। লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার, লীড্‌স্ প্রভৃতি সহরে যেখানে শীতকালে বরফ পড়ে, সেখানে গোয়ালাদের পল্লী হইতে গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রচুর পরিমাণে দুধ আসিয়া বিলি হয় এবং রাস্তায় রাস্তায় Dairyতে দুধ, ক্রিম, মাখম অজস্র পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে যদি কখনও গো-মড়কের সূত্রপাত হয়, তখনই হুলুস্থূল পড়িয়া যায়,—Anthrax, Foot

* সহৃদয় হিন্দু ভ্রাতাগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানের কোরবাণীর জন্য গো জাতি ধ্বংস হইতেছে না। কাজেই গো কোরবাণী লইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা নিতান্ত অন্যায়।

সঃ আঃ

and mouth disease, প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যাহাতে না ছড়াইয়া পড়িতে পারে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রকৃষ্ট উপায় লওয়া হয়। আক্রান্ত পশুকে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলা হয় এবং অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিয়া ভস্মসাৎ করা হয়। কিন্তু আমরা, হিন্দুই হই, আর মুসলমানই হই—মা শীতলা ও মাণিক পীরের দোহাই দিয়া মানত করি বা জড়ভাবে বসিয়া থাকি, এদিকে এই প্রকারে জেলাময় গো-জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এক একবার গো-মড়কে যত গরু হারাই, ইংরাজরা সম্বৎসরে খাইয়া তাহার এক ভগ্নাংশও নষ্ট করিতে পারে না। যদি খাইলেই জাতি ধ্বংস হইত, তাহা হইলে মুরগী ও তাহার ডিম এতদিন অপ্রাপ্য হইত।

খাদ্যের পক্ষে আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার ছেলেবেলায় এ অঞ্চলের নদী সকল মাছে পরিপূর্ণ ছিল। আরমণী বড় বড় ভেটকী কথায় কথায় মিলিত। এক 'পঁজা' (নবটা) বড় গলদা চিংড়ী চার পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা চোখে দেখা দায় এবং তাহার মূল্য অন্ততঃ নয় আনা। আমাদের দেশের ধীবরেরা অজ্ঞ, মূর্খ। তাহারা জাল ফেলিয়া চুণা, পুঁটি ও বড় মাছ সবই তুলিয়া ফেলে। ইংলণ্ডের নদী সকলে বাচ্চা মাছ ধরা নিষেধ। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে মাছের চাষের (Pisciculture) জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। ষ্টীমার ও রেলওয়ে হইয়া গ্রামের সমস্ত মাছ ঝাঁটাইয়া কলিকাতাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, দেশের লোকের জন্য কিছুই থাকে না। ফলকথা, মাছ, দুধই বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য ছিল এবং তাহার অভাবই স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। পুষ্টিকর খাদ্য এখন দেব-দুর্লভ। বাঙ্গালীর উদর এখন শাক, পাতা অর্থাৎ নটে শাক, কলমী শাক, পুঁইশাক, থোড় ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। সামান্য ছোট চিংড়ী, চুণামাছ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং অপর্য্যাপ্ত লঙ্কা ও সরিষা বাটনা দিয়া চচ্চড়ী প্রস্তুত করিয়া কতক স্ত্রীলোক মনের প্রবোধ দেন যে, তাঁহারা সধবা।

আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কলিকাতায় এখন মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান এবং এই সংক্রামক ব্যাধি মফঃস্বলের কলেজে এবং গ্রামেও বিস্তার হইতেছে, কেবল চক্ চক্ করিয়া ধবধপ চা পান করে। চার খাদ্য হিসাবে কোন মূল্য নাই, কেবল স্নায়ুর উত্তেজক মাত্র ও অজীর্ণ রোগের আকর। সেদিন বাগেরহাট কলেজে ছেলেদিগকে এই প্রকার বিষ পান করিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহারা প্রতি পেয়ালা চার পয়সা দিয়া ক্রয় করে। আমি বলিলাম, যদি একসের চিড়া ।০ ও একসের নূতন গুড় ৶০ (যাহা সেখানে যথেষ্ট মিলে) একবারে ক্রয় করিয়া রাখ তবে অন্যূন পনর দিনের জলখাবার সংস্থান হয় এবং প্রতিবার দুই পয়সা হিসাবে পড়ে। আর ইহার সহিত যদি একটা কলা ও একটু নারিকেল কোরা মিশাইতে পার, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে ইহাকে Perfect food বলে। একটা "দুম্যো" অর্থাৎ যাহার শাঁস একটু শক্ত হইয়াছে এরূপ নারিকেল দুইদিন ভাগ করিয়া খাওয়া যায়, তা ছাড়া আমি নিজে সর্ব্বদাই নূতন খেজুর গুড়ের (আমাদের এখানে মৌরোলা গুড় বলে,) হাঁড়ী নূতন চালের বড় টিনের কৌটায় মচমচে অবস্থায় সংরক্ষিত করি এবং প্রত্যহ উপাদেয় বলিয়া আহার করি। "ডাব," "দুম্যো" ও "ঝুনা" নারিকেল খাদ্য হিসাবে মূল্যবান্। আমি স্বয়ং এই গুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis) করিয়াছি। ইহাদের শাঁসে তৈলাক্ত পদার্থ প্রচুর আছে। বাঙ্গালীর ঘরে এখন ঘি একপ্রকার দেখাই যায় না, আর তৈলও যাহা ব্যবহার হয় তাহা কলের। কিন্তু এই নারিকেল কোরায় যথেষ্ট তৈলাক্ত উপকরণ বিদ্যমান, এমন কি ইহাকে ঘৃতের বিনিময় (Substitute) বলা যায়। নারিকেল কোরা গালিয়া যে 'দুধ' বাহির হয় তাহাতে আমড়া দিয়া উত্তম অম্বল তৈয়ার হয় এবং নারিকেলের যে সমস্ত মিঠাই—রসকরা, চন্দ্রপুলি যেমন মুখরোচক তেমনি খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর। অবশ্য এখনও পাড়াগাঁয়ে ইহার চলন আছে, কিন্তু সহরের শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালী-যুবকগণের কপাল পুড়িয়াছে, তাঁহারা ডাবের জলটুকু খাইয়া আসল জিনিষটা ফেলিয়া দেন, এমন যে সুন্দর 'নেওয়াপাতি' তাহা আস্তাকুড়ে

নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, কারখানার এক একটা ডাবের দোকানে স্তূপীকৃত ছোবড়া স্তূপ ডাব গড়াগড়ি যাইতেছে। এমন কঠিন নিয়ম হইয়াছে যে, ডাব কাটিয়া তাহার শাঁস খাইলে পাছে লোকে ছোটলোক বলে, এই ভয়ে আসল জিনিষটুকু খাইতে সাহস হয় না। হায়রে বাঙ্গালী! তুমি কি হুজুগের খাতিরে সকলই হারাইতে বসিয়াছ।

নারিকেলের প্রস্তুত মিঠাই খাওয়া এখন সহরে এক প্রকার ফ্যাসনবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘৃতপক্ক নানাবিধ খাবার না হইলে চলে না। এই 'ঘৃত' যে কি তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে খাঁটি ঘৃত কতটুকু! গরুর চর্ব্বি, শুকরের চর্ব্বি, বড় বড় অজগরের চর্ব্বি, সময়ে সময়ে তাহা ভিন্ন মাটী বাদাম মহুয়া প্রভৃতির তৈল থাকে। আর খাবারগুলি যে প্রকার অনাবৃত রাখে, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে ও ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। সত্য বটে কাঁচের আধারের ভিতরে রাখিবার নিয়ম, কিন্তু সেগুলি খুলিয়া রাখিলে চলিবে না। খাঁটি মাল খাঁটি দরে টাকা দিলেও তব নিবে না। যাহা দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই খাজা, গজা, পানতুয়া, মিষ্ট দ্রব্যের সামগ্রী নহে। কিন্তু সন্দেশে মধ্য মিশ্রিত। এই সমস্ত ভেজাল অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে, বাপু নারিকেলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে না। বিচার দিয়া না। চিড়া, মুড়ি ও খই তে ভেজাল চলে না, কিন্তু এ সব জিনিস শিক্ষিত যুবকগণের খাদ্যাদেশ, খাদ্য ও অস্পৃশ্য। সম্প্রতি College of Science এর আমার ছাত্রগণকে একটী ভদ্রলোকের দোকান হইতে গবেষণার দিয়া প্রায় সাড়ে তিন শত টাকার খাঁটির খোয়া আনিয়া অর্পণ করি। আমার উদ্দেশ্য এই যে এই প্রকারে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হউক এবং বর্তমান ব্যবস্থা এ দেশ হইতে অপসৃত হউক। এ বিষয়ে এত লিখিবার আছে যে এক প্রবন্ধে তাহা সমাপ্ত করা দুঃসাধ্য।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

হজরত মছিহ মউদের (আঃ) শিক্ষা

(কিস্তিয়ে নুহ হইতে)

(২)

দুনিয়া হাজার হাজার বিপদের জায়গা। প্লেগও এক বিপদ। তোমরা নিষ্ঠার সহিত আল্লাকে বন্ধু কর। তিনি এই সমুদয় বিপদ তোমাদিগ হইতে দূরে রাখিবেন। পৃথিবীতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যাবৎ আছমানে হুকুম না হয় এবং কোন বিপদ দূর হয় না, যাবৎ আছমান হইতে অনুগ্রহ না আসে। অতএব শাখা না ধরিয়া আসল গাছ আঁকড়িয়া ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঔষধ ও তদবির করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি না। ঔষধ ও তদবিরে নির্ভর করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি। পরিণামে তাহাই হইবে যাহা খোদার ইচ্ছা। যদি কোন শক্তি থাকে, আল্লার প্রতি ভরসা করাই শ্রেষ্ঠতম শক্তি।

তোমাদের জন্য এক আবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, তোমরা কোরআন শরিফকে হারামের (নিষিদ্ধ জিনিষ) ন্যায় পরিত্যাগ করিও না। কারণ ইহার মধ্যেই তোমাদের জীবন আছে। যাহারা কোরআনকে সম্মান করে, তাহারা আছমানে সম্মান পাইবে। যাহারা কোরআনকে সমুদয় হাদিছ ও সমুদয় কওলের (উপদেশ) উপরে রাখে, আছমানে তাহাদিগকে সকলের উপরে আসন দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান দুনিয়ায় মানুষের জন্য একমাত্র কোরআন ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ নাই এবং একমাত্র মহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ব্যতীত আর কোন রছুল বা ত্রাণকর্ত্তা নাই। তোমরা চেষ্টা কর, যেন এই শ্রেষ্ঠতম নবীর প্রতি তোমাদের প্রকৃত ভক্তি শ্রদ্ধা

জন্যে এবং অন্য কাহাকেও তাঁহা হইতে বড় মনে না কর। এইরূপ করিলেই তোমরা নাজাত পাইয়াছ বলিয়া আছমানে লিখিত হইবে। স্মরণ রাখিও, নাজাত উহা নহে, যাহা মৃত্যুর পরে দেখা যাইবে, প্রকৃত নাজাত এই পৃথিবীতেই জ্যোতি প্রকাশ করে। মুক্তির অধিকারী কে? তাহারাই মুক্তির অধিকারী, যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সত্য সত্যই খোদা আছেন এবং মহাম্মাদ (দঃ) খোদা ও মানুষের মধ্যে সংযোগ হওয়ার একমাত্র পথ প্রদর্শক। আকাশের নীচে তাহার তুল্য কোন রছুল নাই এবং কোরআনের তুল্য কোন গ্রন্থ নাই। আর কোন নবীর জন্য আল্লাহতালা ইচ্ছা করেন নাই যে, তিনি চিরজীবী হন কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতম নবী চিরকালের জন্য জীবিত আছেন। তাঁহাকে চিরজীবী করিবার জন্য আল্লাহতালা এই দৃঢ় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শাস্ত্র (শরিয়ত) ও আধ্যাত্মিক শক্তি কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্য্যন্ত চালক রাখিয়াছেন এবং তাঁহারই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রসাদে এই মছিহ মউদকে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাঁহার আগমন এছলামী সৌধের পূর্ণতার জন্য আবশ্যক ছিল। কারণ এই দুনিয়ার নিশ্চয়ই অবসান হইতে পারে না, যাবৎ হজরত মুছার (আঃ) শরিয়তের ন্যায় এই শরিয়তেও একজন আধ্যাত্মিক রক্ষের মছিহ না আসেন। এই কথার প্রতিই আয়াত "ইহ্‌দিনাছ্‌ ছেরাতাল মোস্তাকিম" ইঙ্গিত করিতেছে। যে অমূল্য ধন পূর্ব্ববর্ত্তিগণ হারাইয়াছিলেন, হজরত মুছা (আঃ) তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হজরত মুছার (আঃ) অনুচরগণ যাহা হারাইয়াছিলেন, হজরত মহাম্মাদ (দঃ) তাহা পাইয়াছেন। সুতরাং মোহাম্মাদী শরিয়ত মুছায়ী শরিয়তের প্রতিনিধি কিন্তু মাহাত্ম্যে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। হজরত মুছার (আঃ) উপমান হজরত মুছা হইতে বড় এবং এবনে মরিয়মের উপমান এবনে মরিয়ম হইতে শ্রেষ্ঠ। মছিহ্‌ এবনে মরিয়ম হজরত মুছার (আঃ) সময় হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পরে নাজেল হইয়াছিলেন। এই মছিহ সময়ের দিক দিয়াই শুধু আঁ হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লামের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হন নাই। অপিচ তিনি এমন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যখনকার মোছলমানদের অবস্থা অবিকল মছিহ এবনে মরিয়মের সময়ের ইহুদিগণের অবস্থার তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমিই সাই মউদ। খোদা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করেন। সে অর্ব্বাচীন, যে তাহার সহিত লড়াই করে। সে নিতান্তই মূর্খ, যে তাঁহার কাজে আপত্তি করিয়া বলে যে এইরূপ না করিয়া ঐরূপ করা উচিত ছিল। আল্লাহতালা আমাকে বহু দেদীপ্যমান চিহ্নের সহিত পাঠাইয়াছেন যাহা দশ হাজার হইতেও বেশী হইবে। এই সমুদয় চিহ্নের মধ্যে প্লেগও আমার একটি চিহ্ন। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রকৃত বয়েত (দীক্ষাগ্রহণ) করে, আন্তরিকতার সহিত আমার অনুসরণ করে এবং আমার আদেশ পালনে রত হইয়া নিজের সমুদয় ইচ্ছা পরিত্যাগ করে, এই বিপদের দিনে আমার আত্মা তাহাকেই রক্ষা (শাফায়াত) করিবে।

হে তোমরা যাহারা আমার সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দাও, আছমানে তোমরা তখনই আমার সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হইবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই তাক্‌ওয়ার (ভগবৎভীতি) রাস্তায় চলিতে থাকিবে। পাঁচ সময়ের নামাজ এমন ভয় ও মনোনিবেশের সহিত সম্পন্ন কর, যেন খোদাকে দেখিতেছ। আল্লার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত রোজা (উপবাস ব্রত) পূর্ণ কর। যাহারা জাকাত (নির্দ্দিষ্টহারে দান) দিবার উপযুক্ত তাহারা জাকাত দিবে। যাহার প্রতি হজ অবশ্য করণীয়, কোন প্রকার বাধা না থাকিলে সে হজ করিবে। পুণ্যের কাজ সম্যক ভাবে সম্পন্ন কর এবং ঘৃণার সহিত পাপ বর্জ্জন কর। স্মরণ রাখিবে, কোন সৎকাজই খোদা পর্য্যন্ত পৌঁছে না যাহা তাকওয়া হইতে খালি থাকে। তাকওয়াই সমুদয় পুণ্যের জড়। যে কাজের এই জড় নষ্ট হয় নাই, সে কাজও নষ্ট হইবে না। নিশ্চয়ই পূর্ব্ববর্ত্তী মোমেনদিগের ন্যায় বিবিধ বিপদে তোমাদেরও পরীক্ষা হইবে। সুতরাং সাবধান হও, যেন পদস্খলন না হয়। পৃথিবী তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না, যদি আছমানের সহিত তোমাদের সুদৃঢ় সম্বন্ধ থাকে। যখনই তোমাদের কোন অনিষ্ট হইবে, সে তোমাদেরই হাত হইতে হইবে,

শক্রর হাত হইতে না। যদি বিনাশ তোমাদের সমুদয় মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়, খোদা তোমাদিগকে স্বর্গলোকে অক্ষয় অটুট সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা খোদাকে ছাড়িও না। নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যাতনা ভোগ করিতে হইবে এবং বহু আশায় নিরাশ হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তোমরা অসন্তুষ্ট হইও না। এই প্রকারে আল্লাহতালা পরীক্ষা করিয়া দেখেন তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ় আছ কি না। যদি চাও যে আছমানে ফেরেশ্তা তোমাদের প্রশংসা করে, মার খাও এবং সন্তুষ্ট থাক, গালি শোন এবং বিনয় প্রকাশ কর, অকৃতকার্য্য হও কিন্তু তাঁহার সাথে সম্বন্ধ ছাড়িও না। তোমরা আল্লার শেষ সম্প্রদায়। অতএব পূণ্যের চরম ও পরম আদর্শ দেখাও। তোমাদের মধ্যে যাহারা অলস হইবে, তাহারা দুর্গন্ধ পদার্থের ন্যায় সম্প্রদায় হইতে বিবর্জিত হইয়া ঘোর দুঃখের সহিত মরিবে কিন্তু খোদার কোনই অনিষ্ট হইবে না। দেখ, আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত সংবাদ দিতেছি, তোমাদের খোদা বাস্তবিকই আছেন। মানুষ মাত্রই তাঁহার সৃষ্ট। কিন্তু সেই ব্যক্তিকেই তিনি মনোনীত করেন, যে তাঁহাকে মনোনীত করে। তিনি তাহারই নিকটে আসেন, যে তাঁহার নিকট যায়। যে তাঁহাকে মাহিমান্বিত করে, তিনি তাহাকেই সম্মানিত করেন।

চোখ, কাণ, জিব পবিত্র করিয়া সরল মনে তোমরা আল্লার দিকে চলিয়া আস, তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। বিশ্বাসের দিক দিয়া খোদা তোমাদের নিকট যাহা চান, তাহা এই ঃ—খোদা এক। মহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামুন নাবিয়্যীন। তিনি সমুদয় পয়গম্বর হইতে শ্রেষ্ঠ। বুরুজ (পুনর্বিকাশ) হিসাবে যাঁহাকে মহাম্মাদীয়তের চাদর পরাণ হইয়াছে, তিনি ব্যতীত তাঁহার পর আর কোন নবী নাই। ভৃত্য প্রভু হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। শাখা কাণ্ড হইতে পৃথক নহে। সুতরাং যিনি পূর্ণভাবে প্রভুর মধ্যে বিলীন হইয়া খোদা হইতে নবী আখ্যা পান, তিনি 'খতম নবুয়তের' অনিষ্টকারী নহেন। তোমরা যখন আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখ, বাহ্যদৃষ্টিতে দুইজন দেখা গেলেও তোমরা দুই হইয়া যাও না, এক থাক। প্রভেদ শুধু ছায়া ও প্রতিচ্ছায়ার। এরূপই আল্লাহতালা মসীহ মউদের মধ্যে চাহিয়াছেন। আঁ হজরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও ছাল্লামের উক্তির ইহাই গূঢ় অর্থ। তিনি (দঃ) বলিয়াছেন, মসীহ মউদ আমার কবরে সমাহিত (দফন) হইবেন অর্থাৎ আমিই তিনি এবং তাঁহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণ থাকিবে না। তোমরা নিশ্চয়ই জানিও যে ঈসা এবনে মরিয়মের (আঃ) মৃত্যু হইয়াছে। কাশ্মীর সহরের খান ইয়ার স্ট্রীটে তাঁহার কবর বিদ্যমান আছে। * *

* * * * *

মনে করিও না, আমি প্রকাশ্য ভাবে বয়েত (দীক্ষা গ্রহণ) করিয়াছি। বাহিরটা কোন জিনিষ নহে। খোদা তোমাদের অন্তর দেখেন এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করিবেন। দেখ, পাপ এক প্রকারের বিষ, ইহা খাইও না। এই কথা বলিয়া আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছি। খোদার বিধান অমান্য করা এক প্রকারের মৃত্যু। ইহা হইতে দূরে থাক। প্রার্থনা কর যেন তোমরা শক্তি পাও। প্রার্থনার সময় যে ব্যক্তি খোদাকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করে না, মৌখিক প্রতিজ্ঞা সত্বেও সে আমার জামাতের (সম্প্রদায়ের) লোক নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার মায়ায় মজিয়া আছে এবং চোখ তুলিয়াও আখেরাতের (পরকালের) দিকে তাকায় না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিকই পার্থিব উন্নতি হইতে ধর্মের উন্নতিকে বড় মনে করে না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকারের কুকার্য্য হইতে দূরে থাকে না অর্থাৎ মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, বদ নজরা, পরের অনিষ্ট, ঘুষ এবং অন্যান্য সকল প্রকারের নিষিদ্ধ কাজ হইতে তওবা করে না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের (সময়ের) নামাজ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিজের প্রতি ফরজ করে না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি অবিরাম দোওয়া (প্রার্থনা) করে না এবং চুর চুর হইয়া খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ের লোক নহে। যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিস্তারকারী

বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করে না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি মাতাপিতাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না এবং কোরআন বিরুদ্ধ নহে, এমন ব্যাপারে তাহাদের কথা মানে না ও তাঁহাদের সেবায় উদাসীন, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও তাহার আত্মীয় স্বজনের সহিত নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করে না, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিবেশীকে সামান্য মাত্র উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি দোষীকে ক্ষমা না করিয়া প্রতিহিংসা পোষণ করে, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে স্বামী স্ত্রীর অনিষ্ট করে বা যে স্ত্রী স্বামীর ক্ষতি করে, সে আমার জামাতের লোক নহে। বয়েতের সময়ের প্রতিজ্ঞা কোনও অংশে যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে মছিহ মঊদ ও মাহদী মাহুদ (প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী) বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না, সে আমার জামাতের লোক নহে।

যে ব্যক্তি অবিসংবাদী ব্যাপারে আমার অধীন হইয়া চলিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরোধী সম্প্রদায়ের সহিত বসিয়া তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার জামাতের লোক নহে। যে সকল পরদারগামী, কুক্রিয়াসক্ত, সুরাপায়ী, নরহত্যাকারী, পরস্বগ্রাসকারী, চোর, ডাকাত, জুয়াড়ি, ঘুষখোর, অত্যাচারী নিজ নিজ অসৎকাজ হইতে নিবৃত্ত হয় না, এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার জামাতের লোক নহে। এগুলি হলাহল বিষ। এই সকল বিষ খাইয়া তোমরা কিছুতেই বাঁচিতে পার না। আলোক ও আঁধার এক জায়গায় থাকিতে পারে না। যাহাদের স্বভাব কুটিল এবং খোদার নিকট নির্দ্দোষ নহে, তাহারা কখনও সেই আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারে না, যাহা পবিত্র লোকেরা পাইয়া থাকেন। বড়ই ভাগ্যবান তাহারা, যাহারা নিজ নিজ অন্তর পরিষ্কার করে, পাপের প্রত্যেক পরশ হইতে অন্তর ধুইয়া ফেলে এবং খোদার নিকট বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা করে। কারণ নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। ইহাদের অপমানিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ ইহারা খোদার এবং খোদা ইহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় ইহারা উদ্ধার পাইবে। সে বড়ই আহ্মক (মূর্খ), যে ইহাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। যেহেতু ইহারা খোদার কোলে এবং খোদা ইহাদের সহায় আছেন। খোদার উপরে কে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে? যাহারা এইরূপ, মাত্র তাঁহারাই খোদার উপর ঈমান আনিয়াছে। বেপরওয়া পাপী দুরাত্মা ও দুষ্টমনা লোকদিগের জন্য যে ব্যক্তি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, সেও আহ্মক। কারণ এইরূপে সে নিজেও ধ্বংস হইবে। খোদা যখন আছমান জমিন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন হইতে কখনও এইরূপ ঘটে নাই যে, তিনি পুণ্যবানদিগকে নষ্ট, ধ্বংস বা বিনাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি ইহাদের জন্য বড় বড় কাজ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখাইবেন। ঐ খোদা বড়ই বিশ্বস্ত খোদা এবং বিশ্বস্তদের জন্য তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। পৃথিবী পুণ্যবান্‌কে খাইয়া ফেলিতে চায়। তাহার প্রতি শত্রুগণ দাঁত কড়মড় করিতে থাকে। কিন্তু পুণ্যবানের বন্ধু খোদা। তিনি সমুদয় ধ্বংসের স্থান হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন, সমুদয় ক্ষেত্রে তাঁহার জয় ঘোষণা করেন। বড়ই সৌভাগ্যবান তাঁহারা, যাঁহারা এই খোদার বস্ত্রাঞ্চল ছাড়েন না। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আমি তাঁহাকে চিনিয়াছি। তিনিই তামাম দুনিয়ার খোদা, যিনি আমার প্রতি অহি (বাণী) নাজেল করিয়াছেন, যিনি আমার জন্য জবরদস্ত নেশান দেখাইয়াছেন, যিনি আমাকে এ যুগের জন্য মছিহ মঊদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। আকাশে পাতালে তিনি ভিন্ন আর কোন খোদা নাই। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ঈমান আনে না, সে সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত থাকিবে। আমি আমার খোদা হইতে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জল অহি (বাণী) পাইয়াছি। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি দুনিয়ার খোদা, তিনি ব্যতীত আর কোন খোদা নাই। কত শক্তিশালী, কত পরাক্রান্ত সেই খোদা যাঁহাকে আমি পাইয়াছি। কত প্রবল মহিয়সী শক্তির মালেক তিনি, যাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। সত্য

কথা ত এই যে তাহার কেতাব ও তাহার প্রতিজ্ঞার বিপরীত কথা ভিন্ন তাঁহার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে, অতএব তোমরা যখন দোয়া কর, সেই সকল মূর্খ ও অজ্ঞের ন্যায় করিও না, যাহারা নিজেদের খেয়াল মত একটা 'প্রাকৃত নিয়ম' সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে, যাহার উপরে আল্লার কেতাবের মোহর নাই। ইহারা মরদুদ (বিতাড়িত)। ইহাদের দোয়া কখনও কবুল (গ্রহীত) হইবে না। ইহারা অন্ধ, দৃষ্টিমান নহে। ইহারা মৃত, জীবিত নহে। ইহারা খোদার সামনে নিজের তৈয়ারী কানুন পেশ করে, তাহার অসীম ক্ষমতার সীমা নির্দ্দেশ করে এবং তাঁহাকে দুর্ব্বল মনে করে। যেমন ইহাদের অবস্থা, তেমনই ইহাদের সহিত ব্যবহার করা হইবে। যখন তুমি প্রার্থনার জন্য দাঁড়াও, অবশ্যই তোমাকে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হইবে যে তোমার খোদা সব কিছু করিতে পারেন। তবেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে এবং তুমি খোদার অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাইবে, যাহা আমি দেখিয়াছি। আমার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে, কেচ্ছাকাহিনীর হিসাবে নহে। প্রত্যেক জিনিসের উপর আল্লার শক্তি আছে, যাহারা এ কথা বিশ্বাস করে না তাহাদের প্রার্থনা কি প্রকারে মঞ্জুর হইবে? তাহাদের নিকট প্রকৃতি বিরুদ্ধ, এমন ব্যাপারে প্রার্থনাই বা করিবে কিরূপে?

হে ভাগ্যবান মানুষ, তুমি এইরূপ করিও না। তিনিই তোমার খোদা, যিনি বিনা খুটিতে অসংখ্য তারকা শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি 'নাই' হইতে আকাশ পাতাল সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি এইরূপ হীন ধারণা পোষণ কর যে আল্লাহ তোমার কাজ করিয়া দিতে অক্ষম?* বরং তোমারই হীন ধারণা তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে। আমাদের খোদার অসংখ্য অদ্ভুত শক্তি আছে। তাঁহারাই এই শক্তি দেখিতে পান, যাহারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাতে লীন হইয়া গিয়াছেন। যাহারা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসী নহে, তিনি তাহাদের নিকট এই অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করেন না। নিতান্তই হতভাগ্য সে, যে আজ পর্য্যন্ত সন্ধান পায় নাই যে তাহার এক খোদা আছেন এবং প্রত্যেক পদার্থের উপরেই তাহার প্রভুত্ব আছে। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদার মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠতা। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং সমুদয় সৌন্দর্য্য তাঁহার মধ্যে পাইয়াছি। জীবন দিয়াও যদি পাওয়া যায়, এই ধনই কামনীয়। সমুদয় জিনিষ হারাইয়াও যদি হস্তগত করা যায়, এই মণিই ক্রয় করার যোগ্য। হে বঞ্চিত মানুষ, এই উৎসের দিকে ছুটিয়া এস, তিনি তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন। এ উৎস জীবনদায়িনী, ইহা তোমাদিগকে জীবন দিবে। আমি কি করিব? কেমন করিয়া এ সুসংবাদ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করাইব? কোন্ জয়ঢাক বাজাইয়া আমি বাজারে বাজারে প্রচার করিব যে তোমাদের খোদা এই প্রকার শক্তিশালী? কোন ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে এই বাণী শুনিবার জন্য লোকের কাণ খুলিয়া যাইবে?

M. A. H.

---

* খোদা কোন কাজই করিতে অসমর্থ নহেন। হাঁ, খোদার কেতাব দোয়া সম্বন্ধে এক নিয়ম শিখাইয়াছেন যে তিনি নিতান্ত করুণার সহিত পুণ্যবানদিগের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। কখনও বা নিজের ইচ্ছা ছাড়িয়া পুণ্যবানের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, এবং কখনও বা নিজের ইচ্ছা মানাইয়া লন। এইরূপ করার কারণ এই যে কখনও প্রার্থনা অনুযায়ী কাজ করিয়া বিশ্বাস ও জ্ঞান বাড়াইয়া দেন এবং কখনও নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়া স্বীয় সন্তোষের পুরস্কার দেন, তাহার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং আরও ভালবাসিয়া তাহার হেদায়েতের পথ প্রশস্ত করেন।

পারস্যে নব-যুগ।

এক সময়ে পারস্যের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ধরণী কম্পিত হইত। এমন এক সময় ছিল, যখন শক্তিশালী রাজ্য বলিতে ইরান তুরান বুঝা যাইত। ঐছ্‌লামিক ও প্রাগৈছলামিক উভয় যুগেই পারস্য আপনার কৃতিত্ব ও বিশ্বজনীন বিজয় লাভের দ্বারা জগতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। প্রাগৈছলামিক যুগের জারেক্সেস্ ও ঐছ্‌লামিক যুগের নাদির শাহ্‌ দেশ বিদেশে পারস্যের প্রতাপ বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের কার্য্যাবলী যে সমর্থন করিতেছি, এমন যেন কেহ না বুঝেন, শুধু তাঁহাদের অপ্রতিহত শক্তি-মত্তার কথা বলিতেছি। কিন্তু উত্থান হইলেই পতন হয়, উন্নতি হইলেই অবনতি হয়। পারস্যও নিয়তির এই অখণ্ডনীয় নিয়মের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। পারস্যের অবনতির ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে। এতদ্‌-প্রসঙ্গে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পারস্য এমনই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল, এমনি অসাড় ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইংলণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে পারস্য বিভক্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বিশ্ববাসী বুঝিল, বিশ্বের মোছ্‌লেম স্বীয় ধর্ম্ম-ভ্রাতাদের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে অন্তর্নিহিত দাবানলের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে, কপালে করাঘাত করিতে করিতে, চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল, এইবার পারস্যের সৌভাগ্য-রবি চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম বলে যেমন অবনতি-রহিত উন্নতি নাই; পতন-রহিত উত্থান নাই, তেমনি তাঁহারই মঙ্গল-বিধানে আবার চিরকাল কাহারও সমান যায় না। যুদ্ধের সময় পারস্য নিরপেক্ষ থাকিলেও, শত্রু মিত্র উভয় পক্ষীয় সৈন্যদ্বারাই আক্রান্ত হইয়া প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন পারস্যের আর সে দিন নাই। এখন পারস্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। যে মহাপুরুষের সাধনায় পারস্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার নাম আলী রেজা খাঁ পেহ্‌লভী। তিনিই এখন পারস্যের সর্ব্বে সর্ব্বা।

প্রায় উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রেজা খাঁ মাজান্দারেনো পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন তিনি সামান্য সৈনিকরূপে সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হয়েন এবং ১৯২১ সাল গত হইতে না হইতেই পারস্যের সৈন্যদলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিভাগ কসাক ব্রিগেডের (Cossack Brigade) একজন প্রধান অফিসার (Officer) পদে উন্নীত হন। তিনি লম্বাকৃতি ও বলিষ্ঠ। তাহার খরদৃষ্টি ও সবল নয়ন-যুগল তাঁহার অক্লান্ত উদ্যম ও কর্ম্মপ্রবণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। এহেন কর্ম্মী কখনই শুধু উদর-পূর্ত্তিতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্ব-ধর্ম্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল।

রেজা খাঁর শক্তি-লাভ—মানুষ হৃদয়ে যতই উচ্চাভিলাষ, জাতি ও ধর্ম্মের উন্নতি-কল্পে জীবনাতি-পাত করিবার যতই প্রবল বাসনা পোষণ করুক না কেন, যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিলে, ও উপযুক্ত সুযোগ না পাইলে আপনার মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। রেজা খাঁর স্থলেও এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু তিনি আবাল্য পোষিত দেশোদ্ধার-ব্রত কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তবে পরিণত করিবার সুযোগ পাইলেন ইঙ্গ-পারসিক সন্ধি সর্ত্তে। যুদ্ধের পর ইংরেজ পারস্যের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার অভিপ্রায়ে পারস্যের সম্মুখে এই সন্ধি-স্বর্ত্ত পেশ করিলেন যে, ইংরেজ পারস্যকে বিশ লাখ পাউণ্ড বা তিন কোটী টাকা কর্জ্জ দিবে ও তৎপরিবর্ত্তে পারস্য স্বীয় সেনা-বিভাগ, রেল-লাইন ও বৈদেশীক

পণ্যের উপর রাজস্বের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ইংরেজের হস্তে ছাড়িয়া দিবে। পারস্যের জনমত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিতে লাগিল। কেন না, তাহারা বুঝিল যে, এই প্রস্তাব সন্ধিতে পরিণত হইলে পারস্য ইংরেজের উপনিবেশে মাত্র পরিণত হইবে। উক্ত আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গেলে প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। সংক্ষিপ্তভাবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত আন্দোলনের ফলে রেজা খাঁ স্বসৈন্যে পারস্যের রাজধানী তিহরাণ অধিকার করিলেন ও স্বয়ং প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী এই উভয় পদে বরিত হইলেন।

বন্ধুরূপে রুসিয়া—যুদ্ধের পূর্ব্বে রুসিয়া পারস্যকে কার্য্যতঃ নিজেদের উপনিবেশ ও পারস্যবাসীদিগকে নিজেদের প্রজার মত মনে করিত। প্রকৃতপক্ষে রুশ ও ইংলণ্ড পারস্যকে আপোষে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার বন্দোবস্তও করিয়াছিল। কিন্তু কথায় বলে Man proposes God disposes. খোদার উপর খোদকারী খাটে না। যুদ্ধে জার্ম্মাণীর হস্তে রুশিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হওয়ায় মোছলেম-জগতের সর্ব্বপ্রধান শত্রু রুশিয়ার স্বৈরাচার সম্রাট জারের অস্তিত্ব বিপ্লববন্যায় তৃণ-খণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। সম্রাট ও তাঁহার পরিবারের সকলেই শোচনীয় ভাবে প্রাণ হারাইয়া যুগ যুগান্তের অর্জ্জিত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। রুশিয়ায় বলশেভিকবাদ নামক চরমপন্থী সমাজতন্ত্রমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল। সম্রাটের যখন উচ্ছেদ হইল, সাম্রাজ্য-বাদের ত কথাই নাই। তাই অভিশপ্ত সম্রাটের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ততোধিক অভিশপ্ত সাম্রাজ্য সমাধিস্থ হইল। রুশিয়ায় দুন্দুভি-নিনাদে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য স্বাধীনতা বিঘোষিত হইল। জারের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশে শত শত বৎসরের অত্যাচারের অবসান হইল। উহারা আত্ম-নিয়ন্ত্রনের অধিকার পাইয়া মুক্তির শ্বাস ফেলিল। ১৯২১ সালে রুশগণ আবার পারস্যে উপনীত হইল। কিন্তু এবার তাহাদের সেই শক্তি-মদ-মত্ত গর্ব্বিতভাব আর ছিল না। এবার তাহারা পারস্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য পারস্যে বন্ধুরূপে উপনীত হইল। জারের আমলে পারস্যের স্বাধীনতার পরিপন্থী যে সমস্ত অধিকার রুশিয়া পারস্যে ভোগ করিত, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিল। এতদিন পরে পারস্য বৈদেশিক অত্যাচার হইতে প্রকৃতরূপে নিষ্কৃতি পাইল।

সামরিক সংস্কার—রেজা খাঁর প্রধান কর্ম্ম পারস্যের সামরিক সংস্কার। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে পারস্যের সেনা বিভাগ ইংরেজ, রুশ প্রভৃতি বৈদেশিক শিক্ষকদের অধীনে ছিল। রেজা খাঁ সমুদয় বৈদেশিক শিক্ষকদের বিদায় দান করিয়া সেনা-বিভাগকে আমূল পারশিক করিয়াছেন। এখন পারস্যের সৈন্য-শ্রেণী, টেঙ্ক উড়জাহাজ ও গতিশীল কামান প্রভৃতি আধুনিক সামরিক সাজ-সরঞ্জামে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক পারশিক ছাত্র সামরিক শিক্ষালাভার্থ বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। বোধ হয়, শীঘ্রই পারস্যে সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে। অক্লান্তকর্ম্মী রেজা খাঁ এই সমস্ত সংস্কার সাধন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্য-শ্রেণীর সাহায্যে তিনি অর্দ্ধ-স্বাধীন বিদ্রোহ-প্রবণ উপজাতিদিগকে কেন্দ্রীয় শাসনের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছেন। এখন পারস্যের সর্ব্বত্র এক কেন্দ্রীয় আধিপত্য বিস্তারিত হইয়াছে। এখন সকল প্রদেশ হইতে কেন্দ্রীয়শাসন রাজস্ব আদায় করিয়া দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুধা বিভক্ত শক্তিগুলিকে এক বিরাট কেন্দ্রীভূত শাসনে পরিণত করিয়াছে।

তৈল-সম্পদ—প্রাকৃতিক সম্পদে পারস্য অতুলনীয়। তন্মধ্যে আবার পারস্যে অফুরন্ত তৈল-খনি আছে। পুরাতন ও অনুন্নত উপায়ে তৈল-উৎপাদন করিয়াও তৈল-উৎপাদন সম্বন্ধে পারস্য পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। খনিজ-বিদ্যা-বিশারদগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি আধুনিক উপায়ে তৈল উৎপাদন করা হয়, তবে পারস্য আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সমান অর্থাৎ পৃথিবীতে উৎপাদিত সমুদয় তৈলের পঁয়ষট্টি-ভাগ উৎপাদন করিতে পারিবে। দক্ষিণ পারস্যের ইঙ্গ পারশিক তৈল কোম্পানী লিমিটেড্‌, পারস্য-গভর্ণ-

মেণ্টকে লভ্যাংশের শতকরা যোল ভাগ দিয়া থাকে। উত্তর পারস্যের তৈল-ক্ষেত্রে এখনও তৈলোৎপাদন আরম্ভ হয় নাই।

যাতায়াত—পারস্য-দেশের চারি সীমার মধ্যে কোন রেললাইন না থাকায় এতদিন পারস্য বহির্জ্জগতের সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক-রহিত ছিল। গাধা, উট কিংবা ঘোড়াই মানুষের যাতায়াত কিংবা মাল-পত্র বহনের একমাত্র উপায় ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। পূর্ব্বে বসরা না হইয়া পারস্যে যাওয়া দুষ্কর ছিল। কিন্তু এখন বোগদাদ ও তিহ্‌রানের মধ্যে একবার করিয়া মোটর যাতায়াত করে। ইংরেজ ও তুর্কী রেললাইন-গুলির কল্যাণে শীঘ্রই পারস্য প্রতিবেশী রাজ্য-বর্গের সঙ্গে যুক্ত হইবে। ইহার ফলে যে পারস্যের শিল্প বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে। এখন দ্রুত গতিতে উট, ঘোড়া ও গাধার পরিবর্ত্তে মোটর-গাড়ী, অটো-গাড়ী (Auto cars) প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

রাজস্ব-বিভাগ—রেজা খাঁর আর এক কৃতিত্ব রাজস্ব-বিভাগের উন্নতি ও সংস্কার সাধন। যুদ্ধের পূর্ব্বে পারস্য-গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে রাজস্ব-বিষয়ে কয়েকজন বিশেষ দক্ষ ও পারদর্শী বিশেষজ্ঞ আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সুব্যবস্থার ফলে পারস্যের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে রুশিয়া প্রমুখ পারস্যের শত্রুগণ আতঙ্কিত হইয়া নানা প্রকারে পারস্যের উপর নানা প্রকার চাপ দিয়া উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিতে পারস্যকে বাধ্য করে। কিন্তু যুদ্ধের পরে বৈদেশিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া পারস্য আবার আমেরিকা হইতে রাজস্ব বিষয়ে পারদর্শী বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিলেন। পারস্য ইতিপূর্ব্বে শাসন-কার্য্যের সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বৎসর বৎসর বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ হইতে ঋণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারীগুলি নিযুক্ত করিবার প্রথম বৎসরেই পারস্য স্বদেশের আয়ে স্বদেশের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইল। বর্ত্তমানে দেশের সকল প্রদেশ হইতে রাজস্ব আদায় হইতে থাকে। জায়গীর প্রথার উচ্ছেদ সাধন হইয়া কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা ও পদমর্য্যাদানুসারে মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে যেরূপ কুপ্রথা ও কুরীতির অনুসরণ করিয়া দরিদ্র প্রজাদের রক্ত শোষণ করিত, তাহা এখন রহিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে এখন পারস্য-মুদ্রার দর দিন দিন বাড়িতেছে।

স্বদেশী শিল্প—রেজা খাঁ প্রাণপণে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেছেন; স্বয়ং স্বদেশ-জাত বস্ত্র পরিধান করেন এবং সমুদয় রাজকর্ম্মচারিগণকেও তাঁহার মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কম্বল, চিনে-মাটীর বাসন এবং রৌপ্য ও পিত্তলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ব্যাপারেও তিনি যথা-সম্ভব উৎসাহ দান করেন।

রেজা খাঁ ইহুদী, খৃষ্টান, পারশিক ও বাহাই প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই ধর্ম্ম-নৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। জুয়া খেলার আড্ডাগুলি ও মাদকদ্রব্যের সকল দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ-শিক্ষা বিস্তার-মানসে বহুসংখ্যক ছাত্রকে প্রতি বৎসর বৃত্তি দিয়া বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

ঐছলামিক একতা—সিয়া ও সুন্নির সাম্প্রদায়িক কলহ এছলামের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবনতির প্রধান কারণ। দূরদর্শী ও একনিষ্ঠ এছ্‌লাম সেবক রেজা খাঁ জাতীয় অধঃপতনের এই মূল কারণের সমূল উৎপাটনে সবিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তুর্কী ও আফগানিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্যনৈতিক ও রাজনৈতিক সন্ধিস্থাপন করতঃ এছ্‌লামের অতীত ঐক্য ও বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ইতিহাসের যবনিকার আড়াল হইতে উদ্ধার করতঃ বাস্তব জগতের বাস্তব ব্যাপারে পরিণত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

তিনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। একথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ে পারস্যের মৃতপ্রাণে আবার সঞ্জীবনী সুধা সিক্ত হইয়াছে,—উহার মরা গাঙ্গে বাণ ডাকিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মত দূরদর্শী রাজনৈতিক যে কোন

খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করতঃ স্বয়ং উক্তপদে বরিত হইলেন ও উক্তপদকে স্বীয় পরিবারে উত্তরাধিকার-সূত্রে সীমাবদ্ধ করিলেন আর কিরূপেই বা সমুদয় বৈদেশিক শক্তি তাঁহাকে বিনা বাক্য-ব্যয়ে শাহ্‌ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আমাদের হীন ও ক্ষুদ্র মতানুসারে এখানে এছলামের মৌলিক গণতন্ত্রনীতির মূলে, কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। যাহাই হউক আমরা তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতায় সন্দেহ করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছি না। আমরা সর্ব্ব-নিয়ন্তা ও সর্ব্ব-শক্তিমান খোদার নিকট দোওয়া করিতেছি যে তিনি যেন পারশ্যকে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেন ও আর পারশ্যও যেন পৃথিবীর শক্তিশালী শক্তিপুঞ্জের পাশাপাশি আপনার লুপ্ত আসন পুনরাধিকার করিয়া লইতে পারে। আমিন!

দৌলত আহাম্মদ খাঁ, বি, এ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

অষ্ট্রেলিয়া মিশন—মৌলবী হাছান মুছা খাঁ সাহেব অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে আহমদী মিশনের প্রধান পরিচালক। যদিও তিনি বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু যুবকের ন্যায় অতি উৎসাহের সহিত মিশনের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সময় সময় Sun shine "সূর্য্য রশ্মি" নামে তবলিগি পুস্তিকা প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের সফলতা এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সিরিয়া মিশন—আহমদীর পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে আল্লামা ছৈয়দ জয়নাল আবেদিন অলিউল্লা শাহ্‌ এবং মৌলবী জালাল উদ্দিন শামছ মৌলবী ফাজেল সাহেবদ্বয়ের অধীনে দামেস্ক নগরীতে আহমদী মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদবধি তাঁহারা সাধারণে এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া, প্রচারকমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন। ইহা ছাড়া মৌলবী শামছ সাহেব সহর হইতে দূরে বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন। সময় সময় আমির ওমরাহ এবং আলেমদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে তবলিগ করা হইয়া থাকে। আল্লার অশেষ ধন্যবাদ, "বালায়ে দামেস্ক" হইতে আহমদী প্রচারকগণ সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ আছেন। খোদাতালার সাহায্যে এবং মিশনারিগণের প্রচারকুশলতায় দামেস্কে একটি সুন্দর আহমদী জামাতের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মিশনের প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

যাবা সুমাত্রা মিশন—আজ ৩।৪ বৎসর যাবৎ যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপের ২২টি ছাত্র কাদিয়ান মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন। গত আগষ্ট মাসে কাদিয়ান হাইস্কুলের জনৈক শিক্ষক মৌলবী রহমত আলী মৌলবী ফাজেল সাহেবকে যাবা ও সুমাত্রায় মিশনারীরূপে পাঠান হইয়াছে। মালয় দ্বীপের সাধারণ মুসলমানদের উপর মোল্লাদের প্রভাব খুব বেশী। তাই মোল্লাগণ মৌলবী সাহেবের আগমনে কতিপয় গোড়া লোকের সাহায্যে তাঁহার সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফলে তথায় মুসলমানদের মধ্যে আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। খোদার ফজলে এবং মৌলবী সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় ইতঃপূর্ব্বেই সুমাত্রা দ্বীপে একটি আহমদী জামাত গঠিত হইয়াছে। ১৬ই মার্চ্চ "আলফজলে" টাপাটুনা হইতে লিখিত মৌলবী সাহেবের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি লিখিতেছেন "আল্লার অনুগ্রহে এখানে প্রচারকার্য্য যথারীতি চলিতেছে। এই সপ্তাহেও সাতজন লোক আহমদী সমাজে দাখেল হইয়াছেন; তাঁহাদের বয়েত নামা (দীক্ষা গ্রহণ পত্র) হজরত খলিফাতুল মসিহর নিকট পাঠান হইয়াছে। ইহা ছাড়া একজন বিখ্যাত আলেমও আহমদী হইয়াছেন। তাঁহার "জের আছরে" প্রায় তিন চারি শত লোক আছে, তাহাদিগকেও তবলিগ করা হইতেছে। আর একজন খুব উৎসাহী এবং সাহসী ব্যক্তি আহমদী হইয়াছেন। তিনি খুব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। কোরআন করিম এবং হাদিছ বোখারী ও মোসলিম শরীফ লইয়া তিনি উলেমা এবং সহরের গণ্য মান্য লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, হজরত ঈছা (আঃ) সশরীরে আকাশে চলিয়া গিয়াছেন, এই কথা কোথায় লেখা আছে দেখাইয়া দিন। আহমদী ভ্রাতাভগিগণ এই মিশনের সফলতা প্রার্থনা করেন, এই আমার নিবেদন।"

আফ্রিকা মিশন—সংবাদপত্র পাঠকগণ বিশেষরূপ অবগত আছেন যে আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব্বত্রই ইসলাম ধর্ম্ম অতি দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। কিন্তু এই প্রচারে আহমদী সমাজ কতটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ১৯২০ সালে

মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ার সাহেব সর্ব্বপ্রথম আফ্রিকায় মিশনারী রূপে প্রেরিত হন। খোদার ফজলে এবং তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ও প্রচার কুশলতায় আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া গোল্ড কোষ্ট এবং উত্তর ও দক্ষিণ নাইজিরীয়া অঞ্চলে বহুলোক আহমদীমত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকালে আফ্রিকায় আহমদী মুসলমানের সংখ্যা হইয়াছিল ৪০,০০০ চল্লিশ হাজারেরও উপরে। তন্মধ্যে প্রায় এক তৃতীয় অংশ অমুসলমান সমাজ হইতে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা যে শুধু নামেই আহমদী হইয়াছেন এমন নহে। দীন দুনিয়ার শিক্ষায় দীক্ষায় ও ধন সম্পদে সব দিক দিয়াই তাঁহারা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। ধর্ম্মের দিক দিয়া যেমন তাঁহাদের মধ্যে বহু ছুফী, আলেম মুত্তাকী, পরহেজগার ও প্রচারক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দুনিয়ার দিক দিয়াও তাঁহাদের মধ্যে উকিল ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এবং ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বহু লোক আছেন। এই নবদীক্ষিত ভ্রাতা ভগ্নিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আফ্রিকায় কয়েক জন সামন্ত রাজাও (Native Chief) আহমদী সমাজ ভুক্ত হইয়াছেন। মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ার সাহেব লণ্ডন হইয়া ১৯২৪ সালে হজরত খলিফাতুল মসিহর সহিত কাদিয়ান ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পর মৌলবী হাকিম ফজলোর রহমান সাহেব আফ্রিকা মিশনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। গোলড কোষ্টকে কেন্দ্র করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে তবলিগ করিতেছেন। খোদার ফজলে ৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে মিশন হলের জন্য গোল্ড কোষ্টে একটি আলিশান বিল্ডিং খরিদ করা হইয়াছে। উত্তর নাইজিরীয়া অঞ্চলে কানু নামক স্থানে সরকারের নিকট হইতে যে জমি লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে একটি মসজিদের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। এখানকার ইমাম শামছুদ্দিন সাহেব অতি উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্য সমাধা করিতেছেন। দক্ষিণ নাইজিরীয়ার মসজিদ লইয়া যে মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহাতে আহমদিগণ জয়লাভ করিয়াছেন। এখানকার সমুদয় কার্য্যভার ইমাম এজু সাহেবের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে।

মরিশাছ মিসন—আজ কয়েক বৎসর হইল, মরিশাছে আহমদী মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রোজ হিল এই মিশনের কেন্দ্রস্থান। ছুফী গোলাম মহম্মদ সাহেব বি, এ, এখানে প্রধান প্রচারক। তিনি সপরিবারে এখানে অবস্থান করিতেছেন। কিছু দিন হইল আর্য্য-সমাজের কতিপয় বক্তা এখানে আসিয়া খুব জোরে প্রচার আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু আহমদিগণের মোকাবেলায় আসিয়া তাহাদের প্রচারকার্য্য একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

বোখারা ইরান মিশন—বোখারা ও ইরানে দুইটি পৃথক পৃথক মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খোদার ফজলে উক্ত মিশনদ্বয়ের কার্য্যও বেশ উন্নতির দিকে চলিয়াছে।

কাবুল হইতে শহিদ তনয়—আফগান সরকার আহমদিগণের প্রতি শুধু আহমদী হওয়ার জন্য যে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন তাহা আহমদী পাঠকগণ অবগত আছেন। ভূতপূর্ব্ব আমির হাবিবউল্লা খাঁর আমলে খোস্ত প্রদেশের প্রধান, আলেম-শ্রেষ্ঠ অলী হজরত ছাহেবজাদা ছৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেবকে অর্দ্ধ শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া প্রস্তরাঘাতে কাবুলে নিহত করা হইয়াছিল। তদবধি শহিদকে মরহুমের পরিবারবর্গও আফগান সরকার কর্ত্তৃক অশেষবিধ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি নানা প্রকার নিত্য নূতন নির্য্যাতন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা সপরিবারে প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৯২৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ইংরেজের এলাকায় বান্নু নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বান্নুতে তাঁহাদের একটি পৈতৃক জায়গিরও আছে। তথা হইতে শহিদ মরহুমের দুই পুত্র ছৈয়দ আবুল হছেন সাহেব এবং ছৈয়দ মহম্মদ তবিব সাহেব নেক মহম্মদ খাঁ সাহেবের সহিত মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে কাদিয়ান পৌছিয়াছেন। খোদা চাহে ত আমরা তাঁহাদের বিস্তারিত অবস্থা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

অষ্ট্রেলিয়ায় কাফেরী ফতোয়া—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া হইতে তথাকার আহমদী প্রচারক জনাব ছুফী মহম্মদ হছেন সাহেব লিখিতেছেন—"১৯২৫ সালের ২রা অক্টোবর শুক্রবার এগার জন বিশিষ্ট মুসলমান এক মসজিদের সভায় সমবেত হইয়া আমার প্রতি কাফেরী ফতোয়া জারি করিয়াছেন। ফতোয়ার কারণ, আহমদী ইসলামের শত্রু, মসজিদে তাঁহাদের কোনও প্রকার হক্ নাই"। আজ জগতে সংখ্যায় চল্লিশ কোটির উপর মুসলমান বিরাজ করিতেছে। কিন্তু একমাত্র আহমদী সমাজই সুদূর অমুসলমান দেশ সমূহে প্রচারক পাঠাইয়া ইসলামের শ্রেষ্ঠ ফরজ তবলিগ কার্য্য যথাসাধ্য সমাধা করিতেছেন। দুঃখের বিষয় সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারেও তাঁহাদের সঙ্গে শত্রুতা। অবনতির চরম সীমায় পৌছিয়া মুসলমানদের যে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, ইহাই তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

শিয়ালকোট মসজিদ মোকদ্দমা—শিয়ালকোট সহরে কবোতরানওয়ালী মসজিদ নামে আহমদীদের একটি নিজস্ব মসজিদ আছে। এই মসজিদ হইতে আহমদিগণকে বেদখল করিবার জন্য গয়র আহমদী মুসলমানগণ ঝগড়া ফসাদের সৃষ্টি করিয়া আহমদিগণকে শান্তির সহিত নমাজ পড়িতে বাধা প্রদান করিতেছিল। সুতরাং আহমদিগণ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আদালত রায় প্রকাশ করিয়া উক্ত মসজিদে আহমদিগণের অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং গয়র আহমদিগণকে উক্ত মসজিদে বা-জমাত নমাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন; অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে নমাজ পড়ার অধিকার তাহাদেরও আছে।

জুমার নমাজে আহমদী মহিলা—ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সাবডিভিসনের এলাকাধীন দেবগ্রাম নিবাসী মুন্সী জয়নাল হুসেন খাঁ সাহেব লিখিতেছেন "১৯শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় মহিলাগণ জমাতের সহিত জুমার নমাজ আদায় করিয়াছেন। জুমার নমাজ পড়িবার প্রবল ইচ্ছা স্বতঃই তাহাদের মধ্যে জাগরিত হইয়াছে। পর্দার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মহিলাগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে তাঁহারা প্রত্যেক জুমায় মসজিদে উপস্থিত হইয়া বা-জমাত জুমার নমাজ পড়িবেন।"

সিংহল আহমদীয়া বার্ষিক সভা—বিগত ২৯শে ডিসেম্বর সিংহল আহমদী সমাজের বার্ষিক সভা কলম্বো সহরে টি, কে, লাই সাহেবের বাড়ীতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গাম্পোলা, নিগম্বো, কাণ্ডি ও ছলাটি প্রভৃতি সহর হইতে আহমদী ভ্রাতাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বহু গয়র আহমদী মুসলমান ভাই ও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহিলাদের জন্য পর্দার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

উট বেকার ইমাম মাহদীর আগমন—১০ই মার্চ্চ হেজাজ রাজ্যের এজেণ্ট জেড্ডা হইতে এই মর্ম্মে এক তার পাইয়াছেন যে, হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য সুলতান ইবনে সৌদ মোটর সার্ভিসের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখন জেড্ডা হইতে হজযাত্রীরা দুই ঘণ্টায় মক্কায় যাইতে পারিবেন। কোরআন ও হাদিছ শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, যখন উট বেকার হইবে অর্থাৎ রেলগাড়ী মটর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া উট প্রধান দেশে ছড়াইয়া পড়িবে তখনই আখেরী জমানার ইমাম মাহদী আবির্ভূত হইবেন। হে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! যাহার কাণ আছে শ্রবণ করুন, চক্ষু আছে দেখিয়া লউন; কাদা বা কাদিয়ান নামক গ্রামে হজরত ইমাম মাহদী জাহির হইয়াছেন। তাঁহার পূণ্য নাম হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা—আমরা কলিকাতা সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদিত ১৩৩৩ সালের "স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা" উপহার পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। হর-পার্ব্বতী সংবাদে—স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম, সহজ মুষ্টিযোগে—গাছগাছড়ার মাহাত্ম্য, টোট্‌কা চিকিৎসা, গো-চিকিৎসা, রোগীর শুশ্রূষা, পথ্যনির্বাচন ও ঔষধ এবং মহামারীকালে—ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য ও আদর্শ কৃষিপ্রণালী ইত্যাদি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহরের ও মফস্বলের প্রত্যেক হিন্দু মুসলমান পরিবারে একখানা করিয়া স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা বিরাজ করিলে, এই আমাদের আন্তরিক বাসনা। প্রাপ্তিস্থান :—সম্পাদক—স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

বিচিত্র বার্ত্তা—স্পেনে একটি প্রাসাদ আছে যাহার পরিধি ১২০ মাইল। এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিতে একজন লোকের চারি দিন লাগে।

* * * *

মানুষের শরীরের রক্ত বৎসরে ৬১৩২০ মাইল দৌড়ায়।

* * * *

লণ্ডন মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে ৩০০০,০০০ পুস্তক আছে। যে আলমারীতে বই রাখা হয় সেগুলি পাশাপাশি ভাবে একের পর আর একটি রাখা হইলে ৩০ মাইল লম্বা হয়।

* * * *

অনেক লোক ১৪ বৎসর পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছে। তাহার নাম কার্লিওয়েল, বয়স ৯৬ বৎসর।

* * * *

পশমের ব্যবসায়ের জন্য বৎসর সাত কোটি পশু নিহত হয়।

* * * *

একটি পূর্ণ বয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মাথায় ১২৯০০০ হইতে ১৫০০০০টি পর্য্যন্ত চুল থাকে।

* * * *

মস্কোর ঘণ্টা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বড় ঘণ্টা। ইহার উচ্চতা ১৯ ফুট, বেড় ৬০ ফুট এবং ওজন ১৯৮ টন।

* * * *

মানুষের ৩২টি দাঁত। তাহাতেই তারা দাঁতের বেদনায় অস্থির। এক প্রকার উদ্ভিদ নষ্টকারী শামুক আছে, তাহাদের ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার দাঁত। সাধারণ শামুকের ১৩৫ পাটিতে ১৪,১৭৫ দাঁত থাকে। আর এক প্রকার শামুক আছে তাহাদের ১৪০ পাটিতে ২১,০০০ দাঁত। তিমি জাতীয় স্তন্যপায়ী জন্তুর মাত্র ২টি দাঁত। এক প্রকার ব্যাঙ আছে, যাহার একেবারেই দাঁত নাই।

আহমদী সমাজে

বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণের সর্ত্ত।

১। বয়েত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও 'শেরেকের' কার্য্য করিবেন না।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপদৃষ্টি, কুবিশ্বাস, কুকার্য্য, পরের অহিত সাধন অশান্তি ও বিদ্রোহ হইতে দূরে থাকিবেন।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রস্থলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়িবেন, রস্থলে-করিমের প্রতি দরুদ পড়িবেন. এবং সাধ্যানুসারে তাহাজ্জাদ পড়িবেন। নিজের, গোণাহ্ স্মরণ করিয়া আল্লাহতালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ও আস্তগফার পড়িবেন। আল্লাহতালার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার হাম্দ্ ও তারিফ করিবেন।

৪। সকল প্রকার সৃষ্ট জীবকে, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে বাক্য, কার্য্য বা অন্য কোনও উপায়ে কোন প্রকার কষ্ট দিবেন না।

৫। সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থায় আল্লাহতালার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে সকল দুঃখ অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোনও প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাৎপদ হইবেন না বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবেন না। কোরাণের আদেশ সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিবেন। আল্লাহ ও রস্থলের আদেশকে সকল কার্য্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব্ব সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্য্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

৮। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় সহানুভূতি দেখাইতে যত্নবান থাকিবেন এবং নিজ শক্তি ও অর্থ সকলের উপকারার্থে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবেন।

১০। ধর্ম্মানুমোদিত সকল কার্য্যে আমার (হজরত মসিহ্ মউদের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটল থাকিবেন। এই ভ্রাতৃবন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব্বপ্রকার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ট ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

Regd. No. C 1356

The following useful books can be had from the Manager, "Book Depot, Ta'lif-o-Isha'at," Qadian, District Gurudaspur, Punjab.

		Rs.	A.	P.
1.	**The Holy Quran, Part I** (English translation with exhaustive commentary)	2	0	0
2.	**The Teachings of Islam** by the Promised Messiah and Mahdi, philosophical exposition of the fundamental principles of Islam	1	12	0
3.	**Islamic Mode of Worship** (illustrated) by Hazrat Mirza Basheer Uddin Mahmud Ahmed, Khalifatul Masih	0	8	0
4.	**Ahmdiyat or the True Islam** by Do. An exposition of original Islam as a world religion	3	8	0
5.	**A Present to the Prince of Wales** by Do. (unbound)	1	0	0
6.	**A Present to the Kings** An Epistle to H. E. H. the Nizam of Hyderabad by Do.	0	8	0
7.	**The Teachings of the Promised Messiah**, being selections from his own writings	1	0	0
8.	**Ahmed, the Messenger of Latter Days.** A brief account of the life of the Promised Messiah by Hazrat Mirza Basheer Uddin Mahmud Ahmed	2	0	0
9.	**A Character Sketch of the Promised Messiah** by Hazrat Moulvi Abdul Karim	1	8	0
10.	**The Message of Peace,** a way to bring about peace in India. The last writing of the Promised Messiah (P)	0	2	0
11.	**Ahmad and his Teachings,** selections from the writings of the Promised Messiah (P).	1	8	0

THE REVIEW OF RELIGIONS.

The only magazine of its kind published from London every month dealing with important religious questions, offering a fair and impartial review of the prominent religions of the world and removing misunderstandings about Islam. Annual subscription Rs. 7-8; for sample copy write to the Manager, Review of Religions.

AHMADIA MOSQUE,
63, Melrose Road,
Southfields, S. W. 18, London
or
QADIAN,
Gurudaspur, The Punjab.

Printed by N. Mukherjee, B.A., at the Art Press, 1, Wellington Sq., Calcutta, and Published from 20A, Ismail Street, Calcutta, by G. S. Khadim, B.A.